# স্বামী অভেদানন্দ



দ্বিতীয় খণ্ড

রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম

দার্জিলিং

# স্বামী অভেদানন্দ

## দ্বিতীয় খণ্ড



বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু, বাঙ্গালীর বল, প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম
দার্জ্জিলিং

# নিবেদন

গুরুদেবের জীবন নানা কারণে এমন অসাধারণ ছিল যে তাহা সবিস্তারে বলিতে গেলে অনেক খণ্ড পুস্তকের প্রয়োজন। বৃহৎ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত থাকা সত্বেও প্রধানতঃ মুদ্রাযন্ত্রের বিভ্রাট ও কতকটা কাগজের দৈন্যে সংক্ষেপে জীবন কথা শেষ করিতে হইল। দুই খণ্ড পুস্তকে মহারাজের কথার যেটুকু বলা হইল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী রহিয়া গেল যাহা এখন বলিতে পারা গেল না। হয়ত কোন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক সে সকল কথা বলিবেন।

প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই দ্বিতীয় খণ্ডের স্বামিত্বও দার্জিলিঙ্ রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের করে সানন্দে অর্পণ করিতে পারিয়া আজ মনে হইতেছে দায় মুক্ত হইলাম। কারণ কথা ছিল যে, মহারাজের জীবন কথা লিখিয়া দিব। সেই প্রতিশ্রুতির দিবস হইতে আজ পর্য্যন্ত দেশের এবং নিজ জীবনের উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝা বহিয়া গেল। এক এক সময়ে মনে হইয়াছে বুঝি এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িলাম—প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আর হইল না। অন্তর্দ্দর্শী অন্তরের দেবতা সে দুঃখ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেন নাই। জানিতে পাইয়াছি—তাঁহারই কার্য্যের জন্য তিনি তাঁহার দাসানুদাস আমার পুত্র রঞ্জনলালকে এক আঘাতে ছিন্ন করিয়া ওপারে লইয়া গিয়াছেন এবং আমাকে জোড়া দিয়া খাড়া করিয়াছেন—সেও তাঁহারই কাজের জন্য। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে যে সকল পুস্তকাদি নিয়ত নিকটে ছিল তাহাদের

# নিবেদন

গুরুদেবের জীবন নানা কারণে এমন অসাধারণ ছিল যে তাহা সবিস্তারে বলিতে গেলে অনেক খণ্ড পুস্তকের প্রয়োজন। বৃহৎ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত থাকা সত্বেও প্রধানতঃ মুদ্রাযন্ত্রের বিভ্রাট ও কতকটা কাগজের দৈন্যে সংক্ষেপে জীবন কথা শেষ করিতে হইল। দুই খণ্ড পুস্তকে মহারাজের কথার যেটুকু বলা হইল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী রহিয়া গেল যাহা এখন বলিতে পারা গেল না। হয়ত কোন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক সে সকল কথা বলিবেন।

প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই দ্বিতীয় খণ্ডের স্বামিত্বও দার্জিলিঙ্ রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের করে সানন্দে অর্পণ করিতে পারিয়া আজ মনে হইতেছে দায় মুক্ত হইলাম। কারণ কথা ছিল যে, মহারাজের জীবন কথা লিখিয়া দিব। সেই প্রতিশ্রুতির দিবস হইতে আজ পর্য্যন্ত দেশের এবং নিজ জীবনের উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝা বহিয়া গেল। এক এক সময়ে মনে হইয়াছে বুঝি এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িলাম—প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আর হইল না। অন্তর্দ্দর্শী অন্তরের দেবতা সে দুঃখ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেন নাই। জানিতে পাইয়াছি—তাঁহারই কার্য্যের জন্য তিনি তাঁহার দাসানুদাস আমার পুত্র রঞ্জনলালকে এক আঘাতে ছিন্ন করিয়া ওপারে লইয়া গিয়াছেন এবং আমাকে জোড়া দিয়া খাড়া করিয়াছেন—সেও তাঁহারই কাজের জন্য। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে যে সকল পুস্তকাদি নিয়ত নিকটে ছিল তাহাদের

নাম 'প্রথম খণ্ড' প্রকাশ করিয়াছি। এই 'দ্বিতীয় খণ্ড' রচনা কালেও সেই সকল গ্রন্থাদিই নিকটে ছিল। সেই সকল গ্রন্থাদি দেখিয়া এই পুস্তক মধ্যে ক্রমিক সংখ্যার দ্বারায় পাদটীকাগুলি সূচিত করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে সমস্ত পাদটীকা সেই ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী এক সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বহু চেষ্টা করিয়াও মুদ্রাকর-প্রমাদ দূর করিতে পারা যায় নাই এবং পুস্তকের স্থানে স্থানে ভ্রম থাকিয়া গিয়াছে।

যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়া উৎসাহিত না করিলে মহারাজের জীবনীর প্রথম খণ্ড মুদ্রাযন্ত্রের মুখদর্শন করিতে অনেক বিলম্ব হইত সেই পরম ভক্তগণ যথা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মিত্র, তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণা মাতা, তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সিদ্ধনাথ মিত্র ও পরিবারবর্গ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবব্রত সিংহের ধর্ম্মপ্রাণা মাতা, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় চৌধুরী, মিঃ আর এফ্ প্যাটেল প্রভৃতিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 'নিউ মার্কেট ফোটোগ্রাফিক ষ্টোর'-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মিত্র মহাশয়ের সৌজন্যে ফোটোগ্রাফ্‌গুলি পাওয়া গিয়াছে এবং এই ভাবে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী বিশ্বাস এবং অন্যান্য বন্ধুদিগের নিকট হইতেও সাহায্য এবং উৎসাহ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের কৃপা সকলের উপর বর্ষিত হউক নিয়ত ইহাই প্রার্থনা করি।

যাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে 'দ্বিতীয়খণ্ড' প্রকাশ হইতেই পারিত না তাঁহাদিগকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি।

পরিশেষে দাসানুদাসোপযুক্ত একান্ত বিনয়নম্র হৃদয়ে বিশ্বকবির গানে মহারাজের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিতেছি—
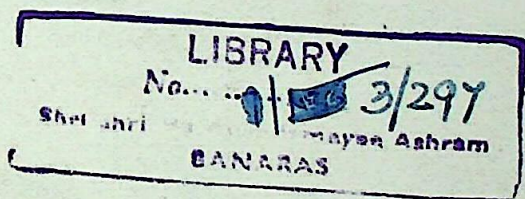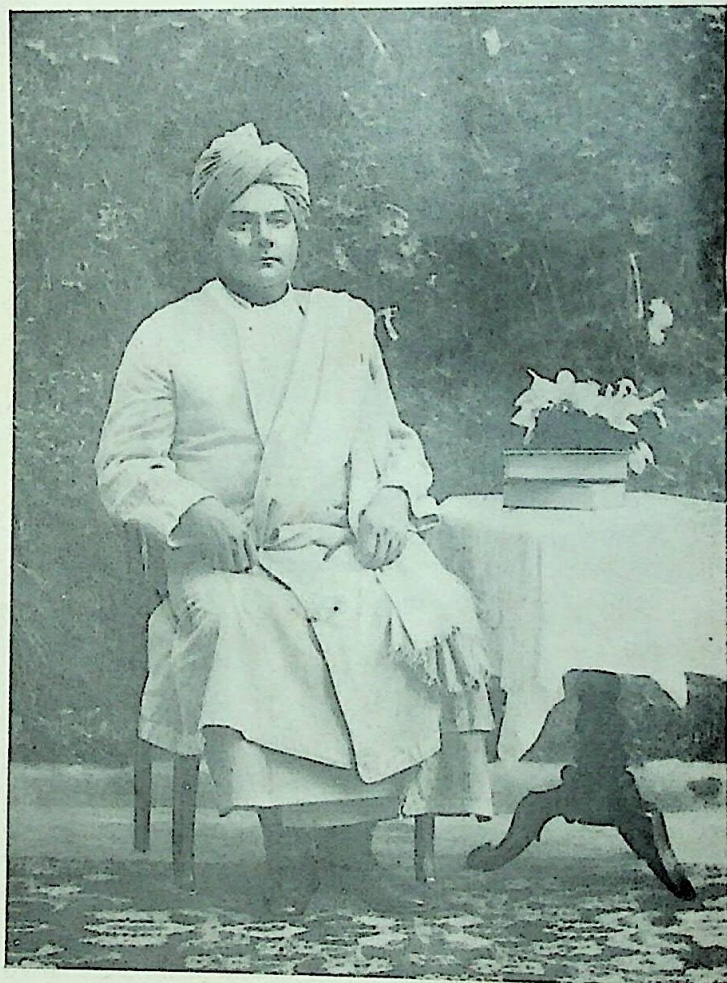
# স্বামী অভেদানন্দ

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### আত্মবিকাশের সাধনা

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের কয়েকদিন মাত্র পরই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এবং অন্যান্য কয়েকজনকে লইয়া মহারাজ কাশীপুর হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন (১৫ই ভাদ্র, ১২৯৩)। চৌরাশী ক্রোশ বন পরিক্রমার পর বৃন্দাবনে তারক মহারাজের (স্বামী শিবানন্দ) সন্ধান করিতে করিতে যখন তিনি জানিতে পাইলেন যে, ঠাকুরের প্রথম মঠ বরাহনগরে স্থাপিত হইয়াছে (আশ্বিন, ১৮৮৬ খৃঃ অঃ( তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বরাহনগরে মুন্সীদের একটি পরিত্যক্ত জীর্ণ দ্বিতল বাড়ীর উপরতলাটি মঠ নামে পরিচিত হইয়াছে। ঠাকুরের শয্যা বা 'গদির' উপর তাঁহার পাদুকা, অস্থি ও চিত্রখানি সযত্নে স্থাপন করিয়া তীব্র বৈরাগ্যানলবিদগ্ধ তারক মহারাজ, বুড়ো গোপাল এবং ছোট গোপাল সেখানে পরম শ্রদ্ধায় সেবা ও পূজায় নিযুক্ত – তাঁহারা ধ্যানে আত্মহারা। মন এক একবার কাঁদিয়া উঠিতেছে – কৈ

ঠাকুর, কোথায় ঠাকুর বলিয়া—আর তাঁহাদের নয়নে বারি ঝরিতেছে!

মহারাজ দেখিলেন, মঠবাড়ীর কক্ষ কয়েকটি এতই জীর্ণ যে, মনুষ্যবাসের অযোগ্য। তাহার ভাণ্ডার ঘর একেবারেই শূন্য, মাধুকরী করিয়া বড় বেশী কিছু পাওয়া যায় নাই। মঠে না আছে অন্ন, না আছে বস্ত্র, না আছে শয্যা, না আছে অন্য কোন উপকরণ। দেহের ক্ষুধা তখন মঠ হইতে প্রায় দূর হইয়া গিয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে মনের ক্ষুধা। তপস্বী কালি মহারাজের নিকট মঠের এই অবস্থাটি মনোহর বলিয়াই মনে হইয়াছিল নতুবা তিনি পরমানন্দে মঠের আশ্রয় লইতেন না। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা, আবার সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত জপে, ধ্যানে ও শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার অতিবাহিত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মাধুকরী করিয়া যাহা কিছু সংগৃহীত হইত তাহার সহিত সিদ্ধ তেলাকুঁচার পাতা সংযোগ করিয়া মঠবাসীরা তখন ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন।

সেই সময় অন্যান্য যুবক ভক্তগণ যিনি যাঁহার মত স্ব স্ব গৃহে আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু মধ্যে মধ্যে মঠে আসিতেন। নরেন্দ্রনাথ মঠে আসিয়াই বৈরাগ্যানল নিক্ষেপ করিয়া মঠে উপস্থিত গুরুভ্রাতাদিগকে একেবারে বিহ্বল করিয়া তুলিতেন। যাহাহউক, কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথ ও কালী মহারাজ প্রভৃতির চেষ্টায় গৃহবাসী গুরুভ্রাতাগণ একে একে আসিয়া মঠবাসী হইতে লাগিলেন। মঠ ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

পরবর্ত্তীকালে উপদেশ দিবার সময় মহারাজকে বলিতে শুনিয়াছি—"কৃচ্ছ্রসাধন আমাদের পথ নহে, আমাদের পথ মধ্য পথ।" কিন্তু বরাহনগর মঠে তাঁহারা যেভাবে কষ্টসাধ্য ব্রতপালন করিয়া সিদ্ধির পথে

অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে বলিতে হয় যে, গহন বনে বা গিরিগুহায় কৌপীনধারী তপস্বীর কৃচ্ছ্রসাধনের সহিত বরাহনগর মঠের সাধকদিগের কৃচ্ছ্রসাধন সমপর্য্যায়ে তুলনা করা যাইতে পারে। কাননবাসী সন্ন্যাসীরও কৌপীন থাকে, কিন্তু বরাহনগর মঠের সকল সন্ন্যাসীর শেষে তাহাও ছিল না। অনেক সময়ে তাঁহারা উলঙ্গই থাকিতেন! ১৮৮৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বরাহনগরের নবীন তাপসগণ মঠের বিল্বতরুমূলে মিলিত হইয়া শিবরাত্রি ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। সেই কথা স্মরণ করিয়া স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পুরীধাম হইতে মার্কিনে মহারাজকে লিখিয়াছিলেন—"বরানগরে সেই উলঙ্গ হ'য়ে 'হর হর বম্‌বম্' ব'লে ভাবে মত্ত হ'য়ে নৃত্য মনে পড়ে কি?"

বরাহনগরে ছিল ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রদত্ত মন্ত্র ও শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করিবার জন্য তপশ্চরণ। "উপাধিগুলি গেলেই ত আনন্দ বেশী"—বাঙ্গালার তরুণ তপস্বীদিগকে বরাহনগর ইহাই শিখাইয়াছিল। আর শিখাইয়াছিল আত্মসংযম এবং সেবা। সেই সেবার চরম অঙ্গ হইয়াছিল নিত্য নিত্য মঠের শৌচাগার পর্য্যন্ত পরিষ্কার করা! গভীর রজনীতে কোন্ সাধু যে ইহা করিতেন তাহা কেহ জানিতে পারিত না। প্রেমকে অবলম্বন করিয়া সেবা যতক্ষণ নীরবে করা হয় ততক্ষণই উহা সর্ব্বলোক-মনোহর। প্রেমের মৌন সাধনাই সেবার প্রাণশক্তি।

মহারাজ লোকগুরু হইয়া একটি ভাষণে বলিয়াছিলেন—"মানব জন্মকে সফল করিতে হইলে মন ও দেহের উপর প্রভুশক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। আত্মসংযমই অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পাদপীঠ। যেখানেই আত্মসংযম সেখানেই প্রেম, সহানুভূতি, লোকপ্রীতি—সেখানেই পাই

ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠা এবং নৈতিক ও আত্মিক শক্তির বিকাশ।" যে সারল্য, যে অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা—যে সংযমমাহাত্ম্য, পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মনিষ্ঠায় মহারাজ ছিলেন অনন্যসাধারণ—বলিতে গেলে বরাহনগর মঠেই তিনি তাহার প্রথম শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণ পরিণতির বিকাশকেই শিক্ষা বলা হয়। মহারাজ বরাহনগরে সেই আত্মবিকাশের সাধনা করিতেছিলেন। 'শিবানন্দ স্বামীর অনুধ্যান' নামক গ্রন্থে শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, সে সময় মঠে সাধুদিগের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি ভাগ দেখা যাইত। নরেন্দ্রনাথ, কালী মহারাজ প্রভৃতি কয়েকজন যেমন সাধন ভজন করিতেন তেমনি ছিলেন অত্যন্ত অধ্যয়ন প্রিয়। ইংরাজী ও সংস্কৃত নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি আনিয়াও তাঁহারা নিয়ত পাঠ ও আলোচনা করিতেন। যোগেন মহারাজ, তারক মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ প্রভৃতি কয়েকজন ছিলেন 'সাধনমার্গের লোক।' তাঁহারা মনে করিতেন, "পড়াশুনা দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তু।"—ঠাকুর ত পড়াশুনা করিতেন না। আবার কয়েকজন ছিলেন "ভক্তির লোক", তাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধন-ভজন লইয়া থাকিতেন।

মহারাজের প্রবল অধ্যয়ন স্পৃহা কাশীপুরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি প্রফুল্ল মনেই বলিয়াছিলেন—"তুই-ই ত ছেলেদের মধ্যে বই পড়া ঢোকালি।" তিনি ত জানিতেন যে আচার্য্য পদবী গ্রহণ করিয়া মহারাজকে ধর্ম্ম প্রচারক হইতে হইবে। সেই জন্যই মহারাজের পক্ষে গভীর অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা ঠাকুর অনুভব করিয়া তাঁহাকে কখনও পাঠে বিরত করেন নাই। শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ বলিয়াছেন—"মঠে দেখ্ তুম্ কালী ভাই কোনো কুচ্ছু ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে

চাইত না। রাতদিন কেবল পড়া-শুনা করতো। ফুরসুৎ পেলে লোরেন ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিত।"

মহারাজ ছিলেন কঠোর ব্রতধারী তাপস। মাধুকরীলব্ধ যৎসামান্য ভোজ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি, ইষ্টক-উপাধান করিয়া ভুমিতলে শয়ন, বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার না করিয়া রুদ্ধদ্বারকক্ষে নিয়ত স্মরণ-মনন বা অজপা-সাধন এবং ধ্যান ও অধ্যয়ন—অবসর কালে সংস্কৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার স্তোত্রাবলী বিরচন, এই সমস্ত লইয়াই মহারাজের সময় কাটিয়া যাইত। শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের কথাতেও প্রকাশ যে, অধ্যয়ন ভিন্ন অন্যরূপ "ঝঞ্ঝাটের মধ্যে" "কালীভাই" যাইতে চাহিতেন না। স্বামী বিবেকানন্দের চরিতাখ্যায়কগণ বলিয়াছেন—"কখন কখনও যদি বা মঠটিই খালি হইয়া যাইত, কিন্তু যে ঘরটির নাম ছিল "কালী তপস্বী"র ঘর, তাহা কখনও খালি হইত না। 'কালী তপস্বী'—যিনি পরে স্বামী অভেদানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে আচার্য্যের পদবী লাভ করিয়াছিলেন—দেখা যাইত তিনি তখন সেই ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেছেন। পাছে কেহ তাঁহাকে অধ্যয়ন কালে বিরক্ত করে এই জন্য তিনি ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সেই কক্ষে তিনি সেই ভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেন। কখনও বা প্রত্যুষ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি সেই ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের এবং তদানুষঙ্গিক ভারত-সংস্কৃতির আলোচনা করিতেন।" (১) এই বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় মহারাজ যেন মঠে থাকিয়াও মঠে ছিলেন না—তাপস-সঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়াও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে একা করিয়াছিলেন। মনে একা হইবার ইহাই পূর্ব্ব সূচনা।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে পুষ্প-বিল্বদলে মঠে পূজা করিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেন না। ভগবানকে অন্তরে উপলব্ধি করাই ছিল তাঁহার পণ। সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তাঁহার পথ—তাঁহারই কথায় ছিল "Being and becoming one with the Infinite"। জ্ঞানে, কর্ম্মে, চিন্তায়, চরিত্রে,—সর্ব্ববিষয়ে নিজেকে শ্রীপ্রভুর অনুরূপ করিবার চেষ্টারই নামান্তর—"Being and Becoming"। শাস্ত্রের বাণী—"দেবভূত্বা দেবং যজেৎ"—সর্ব্বদা তাঁহার সাধনপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিত। "ঠাকুর নাই—আমার ত কিছু হইল না" তাই এইরূপ নিরাশার বাণী তাঁহাকে বলিতে হইত না। তিনি জানিতেন—ঠাকুর সর্ব্বক্ষণই আছেন এবং তাঁহার শিক্ষাকে জীবনে কার্য্যকরী করা হইতেছে কি-না, তিনি তাহাই দেখিতেছেন। মহারাজের ইহা অবিদিত ছিল না যে, গুরু জ্ঞানের বীজ দান করেন বটে, কিন্তু নিজের চেষ্টায় সেই বীজকে বৃক্ষে পরিণত করিতে হয় এবং সেই বৃক্ষকে ফুলে ফলে সুশোভিত করিতে হয়। দেবতা নিঃশব্দে আমাদের অন্তরে কথা কহেন। তাঁহার সেই শব্দহীন ইঙ্গিতটি বুঝিবার জন্য নিজের চেষ্টায় নিজেকে প্রস্তুত না করিলে চলে না। নিজ হৃদয়ের অন্তর্গুহায় প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি রোধ করিতে পারিলে যে পরমাত্মা অন্তরে বিরাজ করিতেছেন—তিনি কথা কহেন—মন্ত্র দান করেন—মন্ত্রের ভাষ্যটিও তখনই প্রকাশিত হইয়া পড়ে—জ্ঞানের আলোকধারায় তখনই হৃদয়গুহা আলোকিত হয়। ইহারই নাম মন্ত্রদর্শন। বুঝিতে পারা যায় যে, বরাহনগর মঠে মহারাজ সর্ব্বদা মন্ত্র-দর্শনের জন্য চেষ্টিত থাকিতেন বলিয়াই নিজেকে সর্ব্বপ্রযত্নে একা করিয়াছিলেন। ভগবান মনুষ্যকে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচারশক্তি প্রভৃতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে সেই মহদ্দানের ফল

লাভ ঘটে না। মহারাজের সমগ্র জীবন তাই বিপুল ও সুতীব্র কর্ম্ম প্রচেষ্টার জীবন,—সাধকজনোচিত অবিরাম অনুশীলনের জীবন। কাশীপুরে ছিল যাহার আরম্ভ, বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে এবং হিমালয়ের কুক্ষিমধ্যে ছিল যাহার ক্রমবিকাশ—মহারাজের পরবর্ত্তী জীবনকাল তাহাকে যে অদ্ভুত পরিণতি দান করিয়াছে, দেহরক্ষার পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্তও তিনি তাহার অক্ষুন্ন পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর গ্রহণই ছিল তাঁহার বিশ্রাম। তিল মাত্র আলস্যের কল্পনাও তাঁহাকে সর্ব্বদা শল্যের মত বিঁধিত। তিনি আমাদিগকে বলিতেন "কাজ করতে ভয় পাও কেন?"

অপরা বিদ্যাকে পাদপীঠ করিয়া মহারাজ পরা বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন। শাস্ত্রের কোন দুরূহ অংশকে হৃদ্‌গত করিবার মানসে সেই ভাবটি গ্রহণ করিয়া তিনি দিনের পর দিন একাগ্র চিত্তে ধ্যান করিতেন। যতক্ষণ প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি না হইত ততক্ষণ ধ্যানে বিরত হইতেন না। তাঁহার জীবনব্যাপী অধ্যয়নকে ধ্যান বলিলেই তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়—পাঠ বলিলে তাহা হয় না। সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যাই শাস্ত্র। আত্মকৃপা, গুরুকৃপা এবং শাস্ত্রকৃপা যে না পাইল, চরম সত্যের সন্ধান সে পাইল না। মহারাজের ভাষণ ও রচনাগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেগুলি প্রাণ হইতে উৎসারিত সরল বাণী-সেগুলি বাগ্‌বৈখরী নহে। বুঝিতে পারা যায় যে, সেগুলি অধীত শাস্ত্র-মর্ম্মের ধ্যানলব্ধ বিশ্লেষণ। তাই উহা এত মধুর ও সর্ব্বকালেই নবীন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে আছে—

"অন্তরঙ্গদের মধ্যে দ্বিবিধ প্রকৃতি।
কেহ কেহ ত্যাগী, কেহ গৃহস্থের জাতি॥'

বরাহনগর মঠের এই দুইটি থাকের একটিকে "দানার দল" বলা হইত। নরেন্দ্রনাথ, কালী মহারাজ প্রভৃতি কয়েকজন ছিলেন এই দলের। বাহিক বিধি-নিয়মের শৃঙ্খলগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিবার জন্য ইঁহারা উদ্যতখড়্গ হইয়াছিলেন। সেই কারণে ইঁহাদিগকে বিপ্লবী বলা যাইতে পারে। নিজেদের ভিতর যে প্রবল শক্তি লুক্কায়িত ছিল সুগভীর তপস্থার দ্বারা তাঁহারা নিয়তই তাহার উদ্বোধন করিতেন। সেই শক্তিকে জাগ্রত করিয়া বিশ্বকে ওলোট্‌-পালোট্‌ করিবার জন্যই যেন তাঁহারা আপনাদিগকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। বরাহনগর মঠ ছিল সেই অদ্ভুত বিদ্যাপীঠ যেখানে দিনের পর দিন মহারাজের ন্যায় অলৌকিক লোকগুরুর সৃষ্টি হইতেছিল। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে মঠে তাপসদিগের অন্তরে যাহা ছিল একটি অমূর্ত্ত শক্তিকেন্দ্র স্বরূপ, কিছুকাল পর আঁটপুরে হোমকুণ্ডের শিখা স্পর্শে তাহা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল।

বরাহনগরে সাধুগণ যে, তপস্থায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক চেতনার সম্যক্‌ জাগৃতি ও মনের বিলয় সাধন। কারণ, যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণ সংসার আছে, আর আছে তাহার বন্ধন। মনের লয় করিতে পারিলেই সর্ব্ব বন্ধন ছিন্ন হয় এবং সমাধির অবস্থা আপনা হইতেই আসে। জন্মযোগী মহারাজ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হইয়া গুরুকৃপাবলে সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং মনের বিলয় সাধন এবং মনের সঙ্গে প্রজ্ঞানের মিলন স্থাপন তাঁহার পক্ষে আদৌ কঠিন ছিল না। শুনা গিয়াছে যে অনেক সময়েই তাঁহার সমাধি হইত। সমাধি লাভ করিবার জন্য তাই একের পর এক যোগাঙ্গগুলি সাধন করিবার তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। যে সাধক সবে মাত্র অধিকার লাভেচ্ছু,

সে প্রয়োজন শুধু তাহারই। আধিকারিকের সে প্রয়োজন থাকে না। তাঁহাদিগের পক্ষে ধ্যান ও সমাধি প্রাণবায়ুর ন্যায় সহজাত।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"ধ্যান সিদ্ধ যেই জন মুক্তি তাঁর ঠাঁই," ধ্যানসিদ্ধ কাদের বলে জান? যারা ধ্যান করতে বস্‌লেই ভগবানের ভাবে বিভোর হয়ে যায়।...গভীর ধ্যানে মন বহির্ম্মুখ থাকে না, ইন্দ্রিয়ের কাজ সব বন্ধ হয়ে যায়।" এইরূপ ধ্যান করিতে হয় না—উহা আপনিই আসে। মহারাজের সেই ধ্যান-সামর্থ্যের পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি (মঠ) হইতে প্রকাশিত 'কালী তপস্বী' নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"বাল্যকালাবধি কালীর মন উগ্র তপস্যার জন্য ধাবিত হইত।...... ধ্যান করিতে করিতে তিনি বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া পড়িতেন। একদিন তিনি মঠের বারান্দায় শুইয়া ধ্যান করিতেছিলেন। সঞ্চিত ধূলিরাশির উপর তাঁহার দেহ মৃতবৎ অসাড়, নিস্পন্দ হইয়া আছে; ইতিমধ্যে সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে কিঞ্চিৎ অবতরণ করিলে গ্রীষ্মকালীন প্রখর কিরণে ধূলিরাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ হইয়া উঠিল। কিন্তু কালী পূর্ব্ববৎ সংজ্ঞাবিহীন, কিছুক্ষণ পরে জনৈক গৃহীভক্ত মঠে বেড়াইতে আসিয়া কালীর অবস্থা দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং দেহে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন যে তাহা রৌদ্রতপ্ত ও অসাড়। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন দুঃসহ তপোকষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া কালীর জীবনবায়ু বহির্গত হইয়াছে, এবং দুঃখিত চিত্তে এই শোচনীয় সংবাদ ভিতরে আসিয়া যোগানন্দ স্বামীর সমক্ষে নিবেদন করিলেন। তাহাতে যোগানন্দ স্বামী হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—'ওকি মরে; ও-শালা অম্‌নি করেই ধ্যান করে।' এইরূপ অসাধারণ তপস্যা দেখিয়া অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে 'কালী তপস্বী' আখ্যায় অভিহিত করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিষ্যকে বলিয়া

ছিলেন'—"ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরাহনগরের মঠে কত জপ ধ্যান করতুম। তিনটার সময় সব সজাগ হতুম। শৌচান্তে কেহ চান ক'রে কেহ না ক'রে ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসে জপ ধ্যানে ডুবে যেতুম। তখন আমাদের মধ্যে কি বৈরাগ্যের ভাব। দুনিয়াটা আছে কি নেই, তার হুঁসই ছিল না।………এমন দিনও গেছে, যখন সকাল থেকে ৪।৫টা পর্য্যন্ত জপ ধ্যান চলেছে।"

ভগবান্‌কে জানার বা মনে প্রাণে উপলব্ধি করার নাম জ্ঞান, তাঁহাকে ভালবাসার নাম ভক্তি এবং সেই প্রেমাস্পদের জন্য যাহা কিছু করার নাম কর্ম্ম। জ্ঞান, ভক্তি, ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিতে পাই মহারাজের জীবনে। শুধু গ্রন্থপাঠ করিলেই ভগবানকে জানা যায় না। জানার মত করিয়া তাঁহাকে মনে প্রাণে জানিতে হয়। সে জানার প্রধান উপায় ধ্যান। মহারাজ সেই ধ্যানে সিদ্ধ ছিলেন।

যাহারা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম আস্বাদ লাভ করিল, যাহারা সচ্চিদানন্দ আত্মার কৃপায় আত্মজ্ঞান ধারণা করিবার উপযোগী বুদ্ধি ও বল পাইল—তাহারা যদি তখন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারে তবেই ভগবৎ কৃপা লাভ ঘটে। বরাহনগরের সাধুগণ তখন বুদ্ধিযোগে ভগবত্তত্ত্ব জানিয়াছেন, কিন্তু 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি'—এ ভাব তখনও আসে নাই, তখনও প্রাণ বিস্তারলাভ করিয়া মহাপ্রাণের সহিত মিলিত হইতে পারে নাই—ভগবান যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র আত্মপ্রাণের বিশিষ্ট উদ্বেলন মাত্র এ বোধ তখনও ঠিক ঠিক মনে-প্রাণে হয় নাই। সুতরাং সাধুদিগের প্রাণে ও মনে তখন অবিরাম যুদ্ধ চলিতেছিল। মন তখন এক একবার ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিতেছিল—কি করি, কি করি? কোথায় গেলে শান্তি পাই? মনের এইরূপ অবস্থায় সাধুগণ যিনি যাঁহার মত একে একে

তীর্থযাত্রা করিতে লাগিলেন। কালী মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ ও শরৎ মহারাজ পুরীধামে গমন করিলেন এবং তথায় ছয় মাস কাল অবস্থান করিলেন। পুরীতে সাগরবেলায় বৈষ্ণব সাধুদিগের পরিত্যক্ত গুফায় বসিয়া মহারাজ দিবারাত্রি সাধনা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা ও রথযাত্রা দর্শন করিবার পর প্রথমে বাবুরাম মহারাজ ও পরে শরৎ মহারাজ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। কালী মহারাজ সে সময়ে প্রাণপণে শুশ্রূষা করিয়া গুরুভ্রাতাদ্বয়কে সুস্থ করিয়াছিলেন।

বরাহনগরে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুদিন পরে বাবুরাম মহারাজের জননীর আহ্বানে সাধুগণ তাঁহার স্বগ্রাম আঁটপুরে গমন করিলেন এবং বাটীর সংলগ্ন একটি উদ্যানে সমবেত হইয়া ধুনি জ্বালিয়া দিনের পর দিন তপস্যা করিতে লাগিলেন। মৃদঙ্গের রোলে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সুমধুর নামকীর্ত্তনে আঁটপুর মুখরিত হইল। একদিন নিশীথে ধুনির অনলোচ্ছ্বাসের সহিত মিশিয়া গেল তাপসদিগের অন্তরের সেই গভীর সঙ্কল্প। তাঁহারা সেই অগ্নিকে সাক্ষ্য করিয়া পণ করিলেন— আমরা মানুষ হইব, মানুষ হইয়া মনুষ্য গঠন করিব। কি ভীষণ ছিল সেই পণ! সে যে ছিল শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবুদ্ধের পণ—সে যে ছিল শ্রীশঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যের সঙ্কল্প। প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি তাঁহাদিগের হৃদয়কমলে তখন শোভা পাইতে লাগিল।

মঠে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তাঁহারা তারকেশ্বরে গমন করিয়া যোগীরাজের কৃপা ভিক্ষা করিলেন এবং মঠে আসিয়া বিরজা-হোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সেই শুভানুষ্ঠানের তন্ত্রধারক হইয়াছিলেন কালী মহারাজ। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবিতকালে বরাব্বর

পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী কোন ধর্ম্মশালায় মহারাজ একজন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের মন্ত্রাদি লিখিয়া আনিয়া ছিলেন। শুনিতে পাই বরাহনগরে সন্ন্যাসগ্রহণকালে সেই মন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়াছিল। যে কয়েকজন সাধু সেদিন যথারীতি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, আপন আপন ভাবানুযায়ী তাঁহারা এক একটি নাম গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র-নাথের নাম হইয়াছিল স্বামী বিবিদিষানন্দ। মার্কিন দেশে যাইবার পূর্ব্বে তিনি সেই নাম ত্যাগ করিয়া বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অভেদ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া মহারাজের নাম হইয়াছিল স্বামী অভেদানন্দ। শিখাসূত্র হোমানলে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক নবীন সন্ন্যাসিগণ গঙ্গা সলিলে আপন আপন দণ্ড ভাসাইয়া দিয়া সেইদিন হইতে পরমহংস হইলেন - কর্ম্মকাণ্ডে আর তাঁহাদিগের অধিকার রহিল না। তারক মহারাজ সেদিনের বিরজা-হোমে উপস্থিত ছিলেন না। যোগেন ও লাটু মহারাজ শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

মহারাজের জীবনের দুইটি বৎসর নিরন্তর জপ, ধ্যান ও অধ্যয়নে বরাহনগরে কাটিয়া গেল। একদিন তিনি শুনিলেন যে, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জ্জি'র বাগান বাটীতে বাস করিতেছেন (১২৯৫ বঙ্গাব্দ)। মাতৃভক্ত পুত্রের হৃদয় জননীর চরণ দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। মাতৃচরণে অর্ঘ্য দিবার জন্য তিনি যে স্তোত্র রচনা করিলেন—আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল সুবিখ্যাত স্তোত্র দেখিতে পাই মহারাজের এই মাতৃস্তোত্র তাহাদিগের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য।

বহুদিন পর মাতা ও পুত্রে সাক্ষাৎ হইল। ভক্তপুত্রের কণ্ঠে মাতৃস্তোত্র শুনিয়া শ্রীশ্রীমা অতিশয় প্রফুল্ল হৃদয়ে আশীর্ব্বাদ করিলেন—'তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।' শুধু ইহাই নহে। মহারাজের নিজের কথায়—'সেই সময়ে শ্রীমা আমাকে স্বহস্তে রুদ্রাক্ষের জপের মালা দিয়াছিলেন।' ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি যে, সেই মালার প্রত্যেকটি রুদ্রাক্ষবীজকে স্বয়ং মন্ত্রপূতঃ করিয়া এ যুগের সর্ব্বারাধ্যা ভগবতী যে নিজের অনন্তশক্তি পুত্রে সংক্রমিত করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দিহান হইবার কারণ নাই। স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁহাকে আপন হাতে ও "নিজের ছাঁচে" গঠন করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে যাঁহাকে দান করিয়াছিলেন জ্ঞান-প্রতীক—গৈরিক বসন, শুধু ইহাই নহে, যাঁহাকে একদিন পার্থ সারথীর শক্তিতে শক্তিমান করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কৃপা করিয়া তাঁহাকেই দান করিলেন অসীম শক্তি। তাঁহার বরে বাগ্বাদিনী সপ্তস্বরা বীণা করে আসিয়া বসিলেন তাঁহার কণ্ঠে। তখনই পৃথিবীর মধ্যে তাৎকালীক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মণীষার স্ফুরণ হইল (২)। তাই দেখা যায় যোগ্য কালে রচনার পর রচনায়, ভাষণের পর ভাষণে ললিতকলা লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার ঈশ্বরানুভূতি বিষয়ক দুইটি বক্তৃতা শুনিয়া আটলাণ্টা সাইকলজিক্যাল সোসাইটীর সভানেতৃ বিমুগ্ধ কণ্ঠে কহিয়াছিলেন—বক্তৃতা দুইটি যেন মাণিক। শুনিতে শুনিতে এইরূপই মনে হইয়াছিল, দেবতার নিশ্বাস যেন গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। (৩) তাঁহার "হিন্দুর ধর্ম্মভাব" ইতি শীর্ষক ভাষণ শুনিয়া মার্কিণের একজন Unitarian Minister সুবিখ্যাত ডক্টর কাটার পরমানন্দে কহিয়াছিলেন—'স্বামিন্ আমি জানিনা আমি আপনাকে একজন সত্যকার ভাল হিন্দু করিতে পারিয়াছি কিনা, কিন্তু ইহা সত্য যে

আপনি আপনার এই বক্তৃতার দ্বারা আমাকে একজন ভাল খ্রীষ্টান করিয়া তুলিলেন'। (৪)

দেখা যায়, যে বাধা একদিন বিন্ধ্যগিরির ন্যায় শির উত্তোলন করিয়া মহারাজের পূর্ব্বগ প্রচারক বিক্রমকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা বিজয়ের পথকে নানাস্থানে রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্ট সফলতা লাভ করিতে দেয় নাই (৫), সেই বাধা—সেই বিন্ধ্যগিরিও স্বামী অভেদানন্দকে ভাল করিয়া যাচাই বাছাই করিয়া শেষে অবনতশিরে প্রণামপূর্ব্বক পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল—মহারাজ অখ্রীষ্টান হইয়াও খ্রীষ্টানের চার্চ্চে রবিবাসরীয় উপাসনাকালে আচার্য্য হইতেন।

ভাবের প্রবাহ যদি ঝটিকার বেগে আসিয়া বন্যার বেগে চলিয়া যায় তাহা হইলে মঙ্গলময় প্রাণের পরিবেশন অতি অল্পই হইয়া থাকে। মহারাজের রচনা ও ভাষণ সেইরূপ নহে। উহা ভাবে গম্ভীর, প্রকাশে সাবলীল – কোথাও আড়ষ্ট নহে; গ্রন্থের আবৃত্তি মাত্রও নহে। জটিল সেখানে সরল হইয়াছে, সরল সেখানে মনোমুগ্ধকর হইয়াছে, যুক্তির পর যুক্তির ধারা স্বাভাবিক ভাবে বহিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর ঐতিহ্য প্রমাণাবলী লইয়া সেখানে উপস্থিত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন সেখানে সুসমন্বিত, অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া পর্য্যন্ত মহারাজকে নতি জানাইয়াছে। সরস্বতী কণ্ঠে না বসিলে কি এমন অঘটনও ঘটিতে পারে? বক্তৃতা অনেকেই করে, কিন্তু বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ পরিবেশন করিতে পারে কয় জন?

মহারাজ শিব-শক্তির বর লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই বিশ্বের সহিত নিজেকে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে ভগবানের সহিত তাঁহার ঐক্যের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বলিয়া তিনিও

সেইরূপই মহান্ ও বিরাট! এই কারণেই তাঁহার হৃদয় ছিল আকাশ-তুল্য উদার, মন ছিল নিস্তরঙ্গসাগর, জ্ঞান ছিল চিরভাস্বর, দৃষ্টি ছিল অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং বহু বহু দূর প্রসারী—আগত ও অনাগতেরও ওপার পর্য্যন্ত প্রস্থত—আর লোক হিতৈষা ও জনসেবা ছিল তাঁহার কর্ম্ম বিধাতা। তিনি কাহাকেও, কোন কিছুকেও ছোট করিয়া দেখিতে জানিতেন না। মানুষকে তিনি বারবার বলিয়া গিয়াছেন—তোমার মধ্যে সবই আছে, বিকাশ করো—বিকাশ করো—পূর্ণ হইয়া উঠো। অনন্ত পথ মুক্ত হইয়া আছে—যে পথে ইচ্ছা সেই পথেই অগ্রসর হইয়া পরিপূর্ণ হও পরিপূর্ণ হওয়াতেই তোমার জন্মগত অধিকার। মহারাজের শিক্ষার ইহাই ছিল বিশেষত্ব। উহা ছিল যেমন সন্ন্যাসীর—তেমনি ছিল গৃহীর। উহা ছিল যেমন হিন্দুর তেমনি অহিন্দুর। সকলের প্রত্যহিক জীবনপথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছে তাঁহার শিক্ষা।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## প্রব্রজ্যা

বিরাট মনের সহিত নিজের ক্ষুদ্র মনটিকে মিলাইয়া নিশ্চিহ্ন করিবার সাধনাই প্রধান ও বিশিষ্ট সাধনা। বিরাট নির্জ্জনতার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া ভগবানের অসীম সৌন্দর্য্যমণ্ডিত অনন্ত রূপকে অগ্রে রাখিয়া ধ্যানে বিভোর হওয়া সেই সাধনার একটি অঙ্গ। মহারাজ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পদধূলি লইয়া সেই সাধনা করিবার জন্য কৌপীন বহির্ব্বাস এবং একখানি কম্বল ও কমণ্ডলু মাত্র সম্বল করিয়া জয়রাম—বাটী হইতে নগ্নপদে যাত্রা করিলেন এবং শেষে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া চলিতে লাগিলেন - তাঁহার সঙ্গী হইলেন তুলসী মহারাজ। (১৮৮৮ খ্রীঃ অঃ)। মহারাজ পণ করিলেন টাকা পয়সা স্পর্শ করিবেন না, জুতা-জামা ব্যবহার করিবেন না, যাত্রা পথে কাহারও গৃহে শয়ন করিবেন না। মধ্যাহ্নে পাঁচ বাড়ী বা তিন বাড়ীতে মাধুকরী করিয়া যাহা সংগ্রহ করিবেন তাহাই দিন শেষে একবার মাত্র আহার করিবেন—রন্ধন করিবেন না। পথ চলিতে চলিতে যেখানেই সন্ধ্যা হইবে সেইখানেই বৃক্ষতলে শয়ন করিবেন।

এই দুর্জ্জয় পণের কথা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে নিজের ভগবন্নির্ভরতাকে শ্রীগীতার পুণ্যমন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া উহার অনুভূতিকে একেবারেই নির্দ্দোষ ও অখণ্ড করিবার জন্যই তখন মহারাজের তপস্যা আরম্ভ হইয়াছিল। কোন পর্ব্বত গুহায় নিমীলিত নেত্রে বসিয়া ঈশ্বর-চিন্তা করিলেই যে শুধু তপস্যা হয় তাহা নহে; জীবনের প্রতিটি কার্য্যই

সুমহান্ তপস্থায় পরিণত করিতে পারিল যে, সত্যকার তপস্যা শুধু সেই করিল। মহারাজের তপশ্চরণ ছিল সেইরূপ।

জ্ঞানীর কর্ম্মমাত্রই ব্রহ্মকর্ম্ম। সেখানে অর্পণও ব্রহ্ম, হবিও ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ হোতা সেখানে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোম করেন। যিনি ইহা পারেন ব্রহ্মপদ তাঁহারই লাভ হয় "ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্", এইরূপ কার্য্য শেষে জ্ঞানে পরিণত হয় বলিয়াই ভগবান তাঁহার প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন— "সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" তখনই সাধক বলিতে সমর্থ হন—অহং ব্রহ্মাস্মি। কল্পনাতীত নানারূপ অসুবিধায় পড়িয়াও যিনি এইভাবে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন—সেই কর্ম্মরূপ তপস্থার ফলেই সিদ্ধি তাহার করতলগত হয়।

তীর্থদর্শনের জন্য যাত্রাকালে মহারাজ ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেকে এইরূপ নানা অসুবিধার শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়াছিলেন। মনে মনে বুঝিয়াছিলেন যে, ভগবানে নিত্যাভিযুক্ত হইয়া তিনি পুরুষকার বলে অসুবিধার শৃঙ্খল চূর্ণ করিবেন। মহারাজ নানা অবস্থার মধ্যে নিজ জীবনে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন যে, "তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি।"

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

—( শ্রীগীতা, ৯।২২ )

ভগবানের এই মহাবাণীটি আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে করিতে মহারাজকে উদাহরণ স্বরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, তীর্থ পর্য্যটন কালে তাঁহার এমন দিনও গিয়াছে যেদিন পথে মাধুকরী করিবার মত কোন গ্রাম পড়ে নাই। ক্রমে সন্ধ্যা নামিতেছে দেখিয়া তিনি ও তুলসী

মহারাজ একটি পরিত্যক্ত দেবায়তনের ধূলিধূসরিত ভগ্ন অলিন্দে বসিয়াছেন এমন সময় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত শেঠজি আসিয়া নানারূপ খাদ্যসম্ভার সম্মুখে রাখিয়াই চলিয়া গেল। অনেক ডাকাডাকি করিয়াও শেঠজিকে আর পাওয়া গেল না! কতবার মার্কিনেও ভগবানের এইরূপ অপ্রত্যাশিত করুণা লাভ করিয়া মহারাজ শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে আনতশির হইয়াছেন।

কয়েকদিন পথ হাঁটিয়া মহারাজ গাজিপুরে আসিলেন। ভারত-বিখ্যাত সন্ন্যাসী পাওহারী বাবার সহিত মহারাজের সাক্ষাৎ ও নানা বিষয়ে আলোচনা হইল। গাজিপুরে আসিবার পর তথাকার এন্‌-জিনিয়র হরিপ্রসন্ন বাবু ( স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ) বহু যত্নে সন্ন্যাসীদ্বয়কে নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইয়াছিলেন। একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিতের সহিত এই সময়ে মহারাজের বিচার হয়। বিচারে মহারাজেরই জয় হইয়াছিল। গাজিপুরে প্রবাসকালে শিরীশচন্দ্র বসু ও ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীগুলি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন উত্তরকালে মার্কিনে থাকার সময়ে মহারাজ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ও বাণী ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে গ্রন্থের নাম The Gospel of Sri Ramkrishna. অতি অল্প দিনের মধ্যেই গ্রন্থখানি স্প্যানিস্‌, পর্তুগীজ, ডেনিস্‌, জেকোস্লোভাক্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রাগ্‌ সহরে বিমুগ্ধ চিত্র-শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক্‌ শ্রীশ্রীঠাকুরের এক মনোহর চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। যে ছবিদর্শনে তিনি ঐ মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নয়ন নিমীলিত অবস্থায় ছিল। উন্মিলীত নয়নে ঠাকুরের মুখের ভাব কিরূপ হইবে শিল্পী মনেপ্রাণে তাহাই ধ্যান করিতে করিতে

তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করেন এবং নয়ন ও বদনের সেই ভাব তাঁহায় চিত্রে পরিস্ফুট করেন। সেই দেবপ্রতিমা এখনও মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার বেদান্ত মঠে স্থাপিত আছে।

গাজিপুর হইতে যাত্রা করিয়া মহারাজ ক্রমে ক্রমে বারাণসী, অযোধ্যা এবং লক্ষ্ণৌ আসিলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে হরিদ্বারে আসিয়া মহারাজ হৃষীকেশে গমন করিলেন সে সময় হৃষীকেশে দড়ীর ঝোলায় উঠিয়া গঙ্গাপার হইতে হইত। ইহাতে কখনও কখনও যে দুর্ঘটনা না ঘটিত তাহা নহে। মহারাজ অবলীলাক্রমে সেই লছমন ঝোলা উত্তীর্ণ হইয়া বদরিকাশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে যে সকল তীর্থক্ষেত্র আছে সেগুলিও দর্শন করা হইল।

"নর" ও "নারায়ণ" নামক অম্বরচুম্বী দুইটি তুষার-কিরীটী পর্ব্বতের মধ্যস্থলে সমুদ্রবক্ষ হইতে ১০,২৮৪ ফিট উচ্চে বদরিকা মহাতীর্থ অবস্থিত। তীর্থের নিকটবর্ত্তী পথ তুষারে সমাচ্ছন্ন থাকে। পার্শ্বদেশ দিয়া বিপুল গর্জ্জনে অবতরণ করিতেছেন অলকনন্দা। তাহারই তুষার শীতল তীরে শোভা পাইতেছে শ্রীমন্দির। মহারাজ কতদিন এই মহাতীর্থে বাস করিয়াছিলেন তাহা জানি না। তবে তিনি যেভাবে তীর্থকৃত্যাদি সম্পন্ন করিতেন তাহাতে মনে হয় যে এ স্থানের পঞ্চতীর্থে তিনি স্নান করিয়াছিলেন এবং পঞ্চশিলায় প্রাণের ভক্তি নিবেদনও করিয়াছিলেন।

যথা সময়ে বদরিকাশ্রম ত্যাগ করিয়া মহারাজ তাঁহার সঙ্গী তুলসী মহারাজ সহ হিমালয়ের একটি বহু উচ্চশৃঙ্গে অবস্থিত কেদার তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রকৃতির কখনও মধুর কখনও ভীষণ—কখনও বিরাট কখনও গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে তাঁহাদিগের হৃদয়

ভগবানের বিভূতি স্মরণ করিয়া পুলকিত হইতে লাগিল। সেই ভয়াল বিশাল—মনোহর—ভাষা ও কল্পনা'র অতীত বিরাটের সম্মুখে তাঁহারা এক একবার নিজেদের হারাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। সেই অনন্ত অখণ্ড অচিন্তিতপূর্ব্বরূপ সাগরে হৃদয় মন এক একবার ডুবিয়া যাইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, মিথ্যা মায়া মাত্র। বেদান্তবর্ণিত পরমাত্মার মত মহারাজ যেন এখানে একজন মূক দ্রষ্টা মাত্র—আর কিছু নহেন। (৬) কেদারনাথ সমুদ্রবক্ষ হইতে ১১,৭৫৩ ফিট উচ্চে অবস্থিত। কেদার-দর্শনপ্রসঙ্গে মহারাজ যাহা বলিয়াছেন "মহারাজের কথা" হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"বদরিকাশ্রম দর্শন ক'রে কেদার নাথের দিকে যাত্রা করি। মন্দাকিনীর উপর বরফের পোল দিয়ে হেঁটে গেলুম—পা অসাড় হয়ে যায়। তিন পা গিয়ে পাঁচ মিনিট জিরুতে হয়। সেখানে rarefied (হাল্কা বাতাস) কি না। Atmospheric pressure (বায়ুর চাপ) কম। Sea level এর (সমুদ্রের সমান স্তরের) বাতাস সেবন ক'রে ক'রে ওখানে গিয়ে মনে হয় যেন সম্পূর্ণরূপে নিশ্বাস নেওয়া হয়নি। হাঁপ ধরে। পাণ্ডারা বরফ কেটে কেদারনাথের মন্দিরে যেতে দিলে। সেখানে আগুন কোথা, ওখানে ত গাছ নেই। তবে ভূর্জ্জিপত্র গাছের ছোট ছোট ডাল নীচে থেকে নিয়ে এসে পাণ্ডারা আঁটি ক'রে ক'রে বিক্রী করে। সে আর কোথা পাবো—পয়সা তো নেই। ওদিকে আবার টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়ে। মোটে একখানা কম্বল। তার আধখানা পেতেছি, আর আধখানা গায়ে দিয়েছি। হাঁটুতে ক'রে বুক চেপে গরম রেখে রাত্রি কাটিয়ে দিলুম। পেটেও কিছু নেই। Mountain

sickness (শৈল পীড়া) হয়—সে আবার খালি পেটেই বেশী হয়। কি করবো, তিনবার বমি এলো। কিন্তু তিনবারই শরীর থেকে মন তুলে নিয়ে ধ্যান ক'রে ওর spell (প্রকোপ) ভেঙ্গে দিলুম। ধ্যান করলুম। শরীর গরম হয়ে গেল।"

ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে সমুদ্রবক্ষ হইতে ১০,৩১৯ ফিট উচ্চে বরফের মধ্যে গঙ্গোত্রী তীর্থ। গঙ্গোত্রী হইতেও বহু উচ্চে প্রায় অষ্টাদশ মাইল দূরে তুষারাচ্ছন্ন গোমুখী তীর্থ। কেদারনাথে একজন উদাসী সাধু মহারাজের সঙ্গী হওয়ায় তিনি অক্লেশে গঙ্গোত্রী, গোমুখী ও যমুনেত্রী গমন করিয়াছিলেন। গোমুখী তীর্থে গমন করিয়া মহারাজ আরও একটি উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন এবং পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইলেন। সম্মুখেই দূরে মহাযোগীর ধ্যানস্তব্ধ মৌন ও বিরাট শ্বেত মূর্ত্তিটি নিয়ত অগ্রে করিয়া মহারাজ ধ্যানে মগ্ন হইলেন। সে স্থান ছিল সমুদ্রবক্ষ হইতে ১৪,০০০ ফিট উচ্চে - সুতরাং চিরতুষারের দে- । মহারাজ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"পদব্রজে গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তিস্থলে গিয়াছিলাম এবং সমুদ্রবক্ষ হইতে প্রায় ১৪,০০০ ফিট উচ্চে একটি পর্ব্বতগুহায় বসিয়া তিন মাস অতিবাহিত করিয়াছিলাম। এই কালের অধিকাংশই কটিয়াছিল ভগবানের ধ্যানে। আমি তখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে দৃশ্যমান জগৎ একটি স্বপ্ন মাত্র।"

কি সুন্দর, কি মহান্ সেই পার্ব্বত্য দৃশ্য! যতদূর চক্ষু যায় চিরতুষারের রৌদ্রকরোজ্জ্বল অনন্ত রেখা—উচ্চ, নীচ, তরঙ্গায়িত। কোথাও আলোকে ঝলমল, কোথাও বা কুয়াসার জালে অনুজ্জ্বল। নিম্নদিকে স্থানে স্থানে নিবিড় পাইন বন। বৃক্ষের শাখায় শাখায় পত্রে পত্রে তুষারের জটা জাল। সেই তুষার জটাকল্প কোথাও আবার বৃহৎকায় সরীসৃপের মত

পর্ব্বতগাত্র অবলেহন করিতে করিতে নিম্নে গঙ্গা সলিলে মিলিত হইতেছে। মানব-শিল্পীর অতিশয় প্রোজ্জ্বল কল্পনা এই বাস্তবের বহু নিম্নে পড়িয়া থাকে। এখানে আসিলে মানুষ মানুষকে ভুলিয়া গিয়া চারিদিকে কেবল ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করিতে বাধ্য হয়। মহারাজ গঙ্গাতীর হইতে উত্তরকাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথা হইতে একটি দুর্গম বনপথে যমুনেত্রীতে আসিয়াছিলেন। সেই তুষার ক্ষেত্রে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তাহারই তপ্ত জলে আটার রুটী ও চাউল সিদ্ধ করিয়া তিনি ভোজন করিয়াছিলেন। নিশাকালে একটি পর্ব্বত গুহায় অবস্থান করিয়া পরদিন যমুনার তীরে তীরে মহারাজ নীচে নামিতে লাগিলেন এবং কিছুদিন ভ্রমণের পর দোরাদুন হইয়া পুনরায় হৃষীকেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ বলিতেন যে, তীর্থ দর্শন করিলেই তীর্থকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সঙ্গে আনিতে হয়, নতুবা তীর্থ দর্শন শুধু অর্থহীন ভ্রমণ মাত্রই রহিয়া যায়। মহারাজ যে সকল মহাতীর্থ দর্শন করিয়া হৃষীকেশে আসিয়াছিলেন সে সমস্তই তাঁহার হৃদয় মধ্যে ধরা ছিল বলিয়া তিনি অনুক্ষণ মনে মনে ভগবল্লীলার রসাস্বাদন করিতেন। তীর্থপথে চতুর্দ্দিকে প্রতিফলিত জ্যোতির্ম্ময় ভগবৎরূপ এবং তীর্থ মাহাত্ম্য তাঁহাকে সকল পার্থিব ব্যাপারই ভুলাইয়া দিল। মনে হইতে লাগিল যেন নব জন্ম লাভ করিয়াছেন এবং অমৃতসাগরের তটে বসিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি সুধা পান করিতেছেন।

হৃষীকেশে নিজ হস্তে ঘাসের ঝুপড়ী প্রস্তুত করিয়া প্রস্তরের উপর ঘাস বিছাইয়া মহারাজ বাস করিতে লাগিলেন। সে সময় অদ্বিতীয় ষড়দর্শন-বিৎ বেদান্তী সাধু ধনরাজ গিরি মহারাজ হৃষীকেশে

থাকিতেন। মহারাজ তাঁহার নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এক করে চন্দন ও অপর করে বিষ্ঠা লইয়া এই হৃষীকেশেই মহারাজ অভেদ মন্ত্রের সাধন করিয়াছিলেন।

মহারাজের ন্যায় অতুল প্রতিভাশালী ও কুশলী একজন শিষ্যকে পাইয়া গিরি মহারাজের আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি পরম যত্নে মহারাজকে বেদান্ত শাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন। উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ হৃষীকশে আসিয়া গিরি মহারাজের নিকট কালী মহারাজের সন্ধান করিলে গিরি মহারাজ শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন "অভেদানন্দ! অলৌকিকী প্রজ্ঞা!"

হৃষীকেশে মহারাজ যে কি ভাবে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার সামান্য বিবরণই জানা যায়। উত্তরকালে তাঁহাকে বলিতে শুনি - সর্ব্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছি এবং দুস্তর কঠোর তপস্যায় কাল কাটাইয়াছি। (৭) এইখানে "একদিন তাঁহার মনে হইল রোগই ব্রহ্মজ্ঞান পরীক্ষার কষ্টিপাথর। রোগ যন্ত্রনায় নিতান্ত কাতর হইলেও যদি ব্রহ্মজ্ঞান ঠিক থাকে তবেই জ্ঞানে সিদ্ধাবস্থা বুঝিতে হইবে।" মহারাজ অনতিবিলম্বে মনে মনে কহিলেন—"আমার কঠিন পীড়া হউক"। ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, কারণ তাহা বেদবাক্য—মনুষ্যবাক্য নহে। সঙ্কল্পসিদ্ধ ব্রহ্মবিদের বাক্য তিন দিন মধ্যেই সফল হইল — তিনি জর, ব্রঙ্কাইটিস্ ও রক্তামাশায় রোগে আক্রান্ত হইলেন। সে সময় হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও সন্ন্যাসী বেশে সান্ন্যাল মহাশয় স্বামী কৃপানন্দ হৃষীকেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বিশেষ চেষ্টায় মহারাজ কথঞ্চিৎ আরোগ্য হইলে পর তাঁহাকে কাশীতে প্রেরণ করা হইল।

কাশীতে আসিয়া বংশী দত্তের বাটিতে থাকিতে থাকিতে অল্পদিনের মধ্যেই মহারাজ আর একটু সুস্থ হইয়া উঠিলেন কিন্তু তখনও চলচ্ছক্তি পাইলেন না। এমন সময় একদিন পূর্ব্বপরিচিত গাজিপুরের প্রমদাচরণ মিত্র তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া জানাইলেন যে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতেছিলেন কিন্তু পথেই কঠিন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার বাটীতেই শয্যাশায়ী হইয়াছেন। মহারাজ ছিলেন স্বামিজীর কনিষ্ঠ সহোদর—এক মন প্রাণ, কেবল দেহ মাত্র ভিন্ন ছিল। তিনি কাহারও নিষেধ না মানিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামীজির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অক্লান্ত সেবায় স্বামীজি বিশেষভাবে আরোগ্যলাভ করিলেন বটে কিন্তু মহারাজ সেই পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। অনেকেই মনে করিল, এবার আর মহারাজের প্রাণরক্ষা হইবে না। কিন্তু মহারাজের সেদিকে আদৌ লক্ষ্যই ছিল না। আত্মভাবে অবস্থিত থাকিয়া তিনি নিরন্তর ধ্যান করিতে লাগিলেন—'চিদানন্দঃ স্বরূপঃ শিবোঽহম্।" আমার আবার মৃত্যু কোথায়? আত্মার কি কখনও পীড়া হয়? আত্মা বিজ্বরঃ আত্মা বিমৃত্যুঃ ; আত্মা বিশোকঃ। লোকচক্ষুতে মহারাজের মৃত্যু আসন্ন হইলেও মনের শক্তি তাঁহাকে বলীয়ান্ করিয়া তুলিল। তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিলেন। এদিকে বলরামবাবুর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ায় স্বামীজিকে অবিলম্বে কলিকাতায় যাইতে হইল। কলিকাতায় আসিয়াই তিনি মহারাজের সেবার জন্য তাঁহার নিজের শিষ্য স্বামী সদানন্দকে প্রেরণ করিলেন। প্রায় চারি মাস শয্যাগত থাকিবার পর মহারাজ সেবার আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

তীর্থদেবতা তাঁহাকে এমনি করিয়াই পাইয়াছিলেন যে প্রাণনাশকারী কঠিন পীড়ার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবামাত্র মহারাজ অনতিকাল মধ্যেই স্বামী সদানন্দকে (গুপ্ত মহারাজ) সঙ্গে লইয়া পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। তিনি তীর্থে তীর্থে ভগবানকে দেখিতেন এবং মন্দিরে মন্দিরে প্রাণবন্ত বিগ্রহের আরাধনা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় হইয়াছিল শ্রীমন্দির। নানা স্থানে ঘুরিয়া মহারাজ শেষে ত্রিবেণীর সন্নিকটে ঝুসিতে একটি পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য সদানন্দ স্বামী এবার যে মহারাজের শুধু সঙ্গীই হইয়াছিলেন তাহা নহে, ছাত্র হইয়া মহারাজের নিকট হিন্দী "বিচারসাগর" এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিতেন। অধ্যাপনাদি কার্য্য শেষ হইলে পর যমুনার তটে যখন রাত্রি নামিত, চারিদিকের কলকোলাহল যখন নীরব হইত, যখন কল্লোলিনী যমুনার কলধ্বনিও কোন সময়ে কর্ণে আসিত, কখনও আসিত না—মহারাজ সেই সময়ে "রাজযোগ" অভ্যাস করিতেন এবং জপে ও ধ্যানে মগ্ন হইতেন।

বর্ষা সমাগমে একদিন আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল, মুষল-ধারে বৃষ্টি নামিল। নিকটবর্ত্তী গুহায় একজন নানক পন্থী সাধু থাকিতেন। তিনি কহিলেন, সত্বর মাধুকরী করিয়া কিছু না আনিলে হয় ত মহারাজের দিনটা উপবাসেই কাটিবে। মহারাজ অম্লান বদনে কহিলেন—কাটে ত উপবাসেই কাটুক। আজ আর মাধুকরী করিব না; দিবার কর্ত্তা যিনি তিনি কিছু দেন কিনা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি।

মহারাজ সদানন্দ স্বামীর সহিত শাস্ত্রালোচনায় মগ্ন হইলেন। এদিকে বেলা ক্রমেই শেষ হইতে লাগিল। মহারাজ তখনও মাধুকরী

করিতে বাহির হইতেছেন না দেখিয়া নানক পন্থী সাধু মনে মনে বলিতে লাগিলেন—আজ মহারাজের অদৃষ্টে উপবাস! এমন সময় বরাহনগর নিবাসী একজন গৃহী ভক্ত মৈত্র মহাশয় এক ঝুড়ি ফলমূল ও মিষ্টান্নাদি লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ হইল যে, মৈত্র মহাশয় প্রয়াগকৃত্য করিবার জন্য আসিয়া মহারাজের ঝুসিতে অবস্থানের কথা জানিতে পান এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য সহসা ব্যাকুলতা অনুভব করিতে থাকেন। রিক্ত হস্তে সাধু দর্শন করিতে নাই বলিয়া আসিবার সময় তিনি কিছু ভেট আনেন। ভাগ্যবানের বোঝা এইরূপেই ভগবান বহিয়া থাকেন—শুধু চাই একান্ত নির্ভরশীলতা —ঠাকুর যাহাকে বলিতেন "ঝড়ের আগে এঁটো পাতা" হ'য়ে থাকা— শুধু তাহাই, আর কিছু নহে।

ঝুসিতে মহারাজের ধ্যান এমনি গভীর হইত যে, এলাহাবাদ দুর্গের তোপধ্বনিও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত না। কলিকাতার মঠে তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেন,—"কর্ণ হইতে মনকে টানিয়া লইলেই গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি আর শুনিতে পাইবে না।" মহারাজ ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া নিত্যানন্দে বিরাজ করিতেন। এই আনন্দই ব্রহ্মানন্দ। ইহার বিনাশ নাই, ক্ষয় নাই, পরিবর্ত্তন নাই—ইহার কোন প্রকার প্রতিক্রিয়াও নাই। দেহাত্মবোধ তিরোহিত হইয়া আত্মজ্ঞান প্রতিভাত না হওয়া পর্য্যন্ত নিত্যানন্দলাভ কাহারও ঘটে না।

ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানীর কুড়িটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া মহারাজের জীবনে-তিহাসের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে যে, মহারাজের হিমালয় ভ্রমণ সেই সকল সাধনকে তাঁহার হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

দুর্জ্জয় এবং অতিশয় কষ্টসাধ্য বিপদসঙ্কুল পথে বিচরণ, কখনও বা এমন অবস্থায় উপস্থিতি যখন প্রতিপাদক্ষেপেই মনে হইয়াছে যে, পদস্খলন মাত্রেই মৃত্যু অনিবার্য্য তখন মানব-মাত্রকেই বিষয়ে অনাসক্ত করিয়া তোলে। সাধারণ মানব এইরূপ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া কোন প্রকারে নিরাপদ স্থানে ও সুবিধাজনক পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হইবামাত্রই পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হইয়া যায়। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখের ন্যায় দুর্গম তীর্থগুলি যে সে নিজ শক্তিবলে অনায়াসে দর্শন করিয়াছে—কোন বিঘ্নই তাহাকে বাধা দিতে পারে নাই, এই প্রকার দম্ভে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। "অহং" সেখানে এতই প্রবল হইয়া উঠে যে, ভগবান পলায়নের পথ খুঁজিয়া পান না।

কিন্তু মহারাজের তীর্থভ্রমণের ফল হইয়াছিল অন্যরূপ। নির্জ্জন হিমালয়ের গম্ভীর রূপরাশির মধ্যে তিনি ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন এবং হৃদয়পদ্মে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আমরা তীর্থে যাই বটে কিন্তু ফিরিবার সময় তীর্থকে সঙ্গে করিয়া আনি না—পরিত্যাগ করিয়াই আসি। রূপ দেখিয়া তখনকার মত মুগ্ধ হই বটে কিন্তু রূপসাগরে ডুবিয়া যাইতে পারি না। আমাদিগের তীর্থ দর্শন তাই শুধু সখের ভ্রমণ মাত্রই হয়—উহা জীবনকে ধন্য করে না। আমরা যেখানে দেখিয়াছি—দূরে আলোকসমুজ্জ্বল তুষারের তরঙ্গায়িত মালা, নিকটে নয়ন মনোহর কুসুমের রাশি—কোথাও বা ভয়ানক বন, নতোন্নত শীর্ণ কর্কশ পন্থা আর তাহারই বহু নিম্নে রেখাবৎ প্রস্তরাহতা উন্মাদিনী গঙ্গা বা অলকনন্দা - এই মাত্র, আর কিছু নহে, মহারাজ সেখানে দেখিয়াছিলেন সেই "মৎপরং" ব্রহ্ম;—দেখিয়াছিলেন—"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্"—সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত তিনি, অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের

গুণরাশি যেন দণ্ডে দণ্ডে উৎসারিত হইতেছে! এইরূপ দর্শনের ফলে একজন সাধারণ সন্ন্যাসী হইতে রূপান্তরিত হইয়া মহারাজ হইয়াছিলেন দেবসন্ন্যাসী। সেই দেখা ত আমরাও দেখিয়াছি—কিন্তু মহারাজ দেখিয়া দেখিবার নয়ন পাইলেন, আমরা দেখিয়া দেখিবার নয়ন হারাইলাম। সদ্য তীর্থ প্রত্যাগত এই দীন লেখককে মহারাজ যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তীর্থ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ ত?" তখন লজ্জায় অধোবদন হইতে হইয়াছিল।

নূতন জীবন, নূতন নয়ন এবং নূতন মন লইয়া মহারাজ বরাহনগর মঠে ফিরিলেন। দেখিলেন নরেন্দ্রনাথাদি অনেকেই তখন আর মঠে নাই; কে কোন্ দিকে গিয়াছেন কেহ জানে না। মহারাজ মঠে আসিয়া পূর্ব্ববৎ সাধন ভজনে ও অধ্যয়নে ডুবিয়া গেলেন। কিছুদিন এই ভাবে কাটিল। একদিন শশী মহারাজ জানাইলেন যে, মঠে এত পড়াশুনার জন্য কোন কোন গুরুভ্রাতা একান্ত বিরূপ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের বিবেচনায় উহা ঠাকুরের মতবিরুদ্ধ কার্য্য! তাঁহারা পরামর্শ করিতেছেন যে, ঠাকুরের মতবিরোধী সাধুর স্থান বরাহনগর মঠে নাই। তাহাকে প্রহার করিয়া বিদায় করিতে হইবে!

মহারাজ শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া পাইলেন বটে কিন্তু মঠে থাকিলে পাছে মঠের শান্ত জীবনযাত্রার কোন বিঘ্ন ঘটে এই কারণে কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি পুনরায় তীর্থযাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মনে মনে পণ করিলেন, আর কখনও বরাহনগর মঠে আসিবেন না।

আকাশ ছিল তখন একেবারে মেঘাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে মৃদু মৃদু বর্ষণও হইতেছিল। তেমন সময়ে মঠ ত্যাগ করিতে শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তেজোদৃপ্ত পণবদ্ধ সন্ন্যাসীর মন তখন

মঠ ত্যাগ করিয়াছে—কে আর তখন তাঁহার যাত্রা রোধ করিতে পারে। মহারাজ গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া আবার সেই পূর্ব্বপরিচিত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিলেন। ক্রমে বারাণসী অতিক্রম করিলেন; প্রয়াগ, দিল্লী, আগ্রা, চিত্রকূট ও অযোধ্যা দর্শন করিলেন। একটী মহাদেশের ন্যায় বহু বিস্তৃত এই ভারতভূমি। তাহার সাগরের বেলায় বেলায়, তাহার পুণ্য সরিতের তটে তটে, তাহার গহন কাননের শীতল ছায়ায় ছায়ায়—তাহার রৌদ্রতপ্ত বিস্তীর্ণ নানা প্রান্তরে, শৈলে শৈলচূড়ায় সাধু মহাত্মাগণ-পরিষেবিত অসংখ্য তীর্থক্ষেত্র। মহারাজ যেদিকে চক্ষু গেল সেই দিকেই চলিলেন—যে তীর্থ দর্শন করিতে অভিলাষ হইল তাহাই দর্শন করিলেন। কত গ্রাম কত নগর কত নরনারীর বিচিত্র বসনভূষণ আচার-ব্যবহার রীতিনীতি সুখদুঃখ তাঁহার হৃদয়ে দাগ কাটিতে লাগিল। সত্যকার ভারতবর্ষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে জয়পুর, খেতড়ি, আবুপর্ব্বত, গিরিগির্ণার অতিক্রম করিয়া সুপবিত্র নর্ম্মদা অতিক্রম পূর্ব্বক জুনাগড়ে যাইবার উদ্দেশ্যে পোরবন্দরে আসিয়া উপনীত হইলেন। শঙ্কর পাণ্ডুরাং ছিলেন পোরবন্দরের একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি তখন অথর্ব্ব বেদ সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত করিতেছিলেন। মহারাজের অদ্ভুত জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ভাস্বর প্রতিভা ও চরিত্র মাধুর্য্য পাণ্ডুরাংকে এমনি মুগ্ধ করিল যে, তিনি নির্ব্বন্ধতিসহকারে অনুরোধ করিয়া মহারাজকে কয়েক দিন পোরবন্দরে ধরিয়া রাখিলেন। তাঁহারই নিকট মহারাজ শুনিয়াছিলেন যে, সচ্চিদানন্দ নামধারী কোন অলৌকিক প্রতিভাশালী বাঙ্গালী সন্ন্যাসী পোরবন্দরে আসিয়াছিলেন এবং জুনাগড় অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। মহারাজের মন বলিল, এই সচ্চিদানন্দ নিশ্চয়ই নরেন্দ্রনাথ।

দুই তিন দিবস মাত্র পোরবন্দরে থাকিয়া মহারাজ জুনাগড়ের দিকে ছুটিলেন।

সত্য সত্যই নরেন্দ্রনাথ তখন আত্মগোপন করিয়া স্বামী সচ্চিদানন্দ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি জুনাগড়ের নবাব সাহেবের মন্ত্রীর আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। নবাব সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী গুজরাটি ব্রাহ্মণ মন্‌সুখরাম সুর্য্য রাম ত্রিপাঠীর সহিত তখন নরেন্দ্রনাথের বেদান্ত বিচার চলিতেছিল। মনসুখ রাম সূর্য্য রামের বাটীতে দুই গুরুভ্রাতার অপ্রত্যাশিত ভাবে সাক্ষাৎ ঘটিল।

জুনাগড়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহানন্দে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। মহারাজ সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। মনসুখরাম ত্রিপাঠীর সহিত মহারাজের সংস্কৃততেই বেদান্ত বিচার হইল। তাঁহার পাণ্ডিত্য সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। যাহা হউক, কয়েক দিন পরই মহারাজ নরেন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইয়া দ্বারকা ও প্রভাসতীর্থ দর্শন করিলেন এবং জাহাজে উঠিয়া বোম্বাই আসিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন ছিলেন বোম্বাইয়ের মুরারজি গোকুলদাসের অতিথি। আবার দুই গুরুভ্রাতার সেখানে মিলন হইল। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন —"আমি এখন নিজের মধ্যে এমন একটী প্রবল শক্তির সন্ধান পাইয়াছি যে, মনে হইতেছে যেন এই দেহ আর সে শক্তিকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না—হয়ত বা উহা অচিরেই ফাটিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে।"

বোম্বাই ত্যাগ করিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাবালেশ্বর আসিয়া মহারাজ শুনিতে পাইলেন যে, নরেন্দ্রনাথ তখন নরোত্তমমুরারজি গোকুল দাসের অতিথিরূপে তথায় বাস করিতেছেন। মহাবালেশ্বরে

আবার দুই গুরুভ্রাতায় সাক্ষাৎ ঘটিল। কয়েক দিন পর মহারাজ গেলেন পুণা, বরোদা, নাসিক, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতির দিকে এবং নরেন্দ্রনাথ গেলেন রামেশ্বর ও কন্যাকুমারী অভিমুখে।

পুণা, বরোদা, নাসিক, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া তাপ্তী, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতির পুণ্য সলিলে স্নাত হইয়া দিনের পর দিন মাধুকরী করিতে করিতে মহারাজ রামেশ্বর গমন করিয়া তীর্থকৃত্যাদি সম্পন্ন করিলেন। তিনি যখনই যে তীর্থে যাইতেন তখনই তথাকার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কৃত্যাদি যথাশক্তি পালন করিতেন। ৺কামাখ্যায় গিয়া তিনি ষোড়শোপচারে কামাখ্যাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন। মলিন জলে পরিপূর্ণ সৌভাগ্য কুণ্ডে অবগাহন এবং পরম ভক্তির সহিত সেই জল পান করিতেও তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। সেই স্থানে অল্পায়তন দুর্গম পর্ব্বত গহ্বরে মহাবিদ্যার মূর্ত্তিগুলি বর্ত্তমান আছে। লোকের নিষেধ না মানিয়া তিনি মশাল জ্বালিয়া হামাগুড়ি দিয়া সেই সকল গুহা মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহাশক্তির পূজা করিতে বিরত হন নাই। বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া তিনি বশিষ্ঠকুণ্ডের ত্রিধারার সম্মুখীন হইবামাত্র কেমন যেন হইয়া গেলেন এবং ক্ষিপ্রপদে ধারার মধ্যে অবতরণ করিতে প্রয়াসী হইয়াই পদে প্রস্তরাহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সেদিকে তখন তাঁহার লক্ষ্য মাত্র ছিল না। অবিলম্বে উঠিয়া তিনি ধারা মধ্যে অবতরণ করিলেন এবং প্রফুল্ল বদনে স্নান করিতে লাগিলে। অন্য স্থানে দেখিতে পাই যখন তিনি তুষারমণ্ডিত অমরনাথের তুষারময় লিঙ্গ দেহ দর্শন ও আলিঙ্গন করিয়াছিলেন তখনও অতিশয় নিষ্ঠার সহিত তীর্থকৃত্য পালন করিতে বিরত হন নাই। সেই স্থানের দারুণ শীত তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। আবার তিব্বতের পথে শ্রীশ্রীক্ষীরভবানীর

মন্দিরে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তি দর্শনে তিনি ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। এইভাবে ভারতের নানা তীর্থদর্শন ও তীর্থক্ষেত্রে বা তন্নিকটে বসিয়া সেই সেই ভাবের ধ্যান করায় মহারাজের তাপস-জীবন সিদ্ধকাম হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের শেষকালে তিনি রামেশ্বর হইতে ধনুষ্কোটি তীর্থে গমনপূর্ব্বক মহাসমুদ্রত্রয়ের সঙ্গমস্থলে ভক্তিভরে স্নানাদিকৃত্য শেষ করিয়া পদব্রজে মাদ্রাজের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, কাঞ্চী, কুম্ভকোনম্ প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে নানা উচ্চচূড় শ্রীমন্দির ও বিপুলকায় শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে তিনি মাদ্রাজে উপনীত হইলেন এবং চতুর্থ শ্রেণীর ডেক প্যাসেঞ্জাররূপে একখানি জাহাজে উঠিয়া কলিকাতায় নামিলেন। জাহাজে 'বিস্বাদ সমুদ্রজল সিক্ত তিক্ত চিড়া' তিন দিন পর্য্যন্ত তাঁহার ভক্ষ্য হইয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া মহরাজ জানিতে পাইলেন যে, মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে। তিনি আলমবাজার মঠে গমন করিলেন—বরাহনগর মঠে আর যাইতে হইল না। যাত্রারম্ভের পূর্ব্বে তিনি যে পণ করিয়াছিলেন তাহা এইরূপে সিদ্ধ হইল।

আর্য্যাবর্ত্তের প্রধানাংশ এবং দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান কতকগুলি স্থান পদব্রজে ভ্রমণ করিবার সময় মহারাজ নানা শ্রেণীর বিশেষতঃ সাধারণ শ্রেণীর লোকের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়াই ভারতের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, অতি অল্প লোকেরই তাহা জন্মে। এই সময়েই মহারাজ বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দেশের জনগণের শিক্ষার ভার

স্বদেশীয়গণ কর্ত্তৃক গ্রহণ এবং নারীসমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বিধানই দেশহিতব্রতধারী জনগণের প্রধান কর্ত্তব্য। তিনি বলিতেন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আসিবে ধর্ম্ম এবং শিক্ষা ও ধর্ম্ম সম্মিলিত হইলেই এই লাঞ্ছিত, হৃতসর্ব্বস্ব, পরপদদলিত, আত্মমর্য্যাদাবিক্রীত ভারত আবার আপন মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে—নিজপদে ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারিবে—সে আবার নূতন করিয়া শিখিয়া লইবে তাহার পুরাতন পাঠ—সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্। দেশের সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা কালে তাঁহার ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া তিনি সর্ব্বদা বলিতেন—দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা বিদেশীয়ের করে ন্যস্ত থাকিলে দেশপ্রাণ, নির্ভিক, ধার্ম্মিক ভারতসন্তান পাইবার আশা দুরাশা মাত্র। বৈদেশিক মুদ্রায় চিহ্নিত এদেশের সন্তান কদাচিৎ দাস-মনোবৃত্তির শৃঙ্খল ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয়—করতালিমুখর জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভিন্ন কদাচিৎ সে দেশের জন্য ভাবে—দেশের জন্যই বাঁচে এবং প্রয়োজন হইলে দেশের জন্যই মৃত্যুকে বরণ করিতে পারে। পরানুকরণ. পরের অশন বসন ও ভূষণ এবং চিন্তা যাহার প্রতিদিনের সঙ্গী, নিজের দেশেও অতিথি সে !

স্বদেশকে অতিশয় নিকট করিয়া জানিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার দুঃখে তাহার লজ্জায় তাহার লাঞ্ছনায় তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা যে আগ্নেয়গিরি জ্বলিত তাঁহার India and Her People নামক গ্রন্থ সেই বহ্নির একটি শিখা মাত্র। এই গ্রন্থখানি ভারতের নরনারীর নামে অর্পণ করিয়া মহারাজ উৎসর্গপত্রে বলিয়াছেন—"ভারতের নরনারী যাহাতে পূর্ণ গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যাহাতে তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা ফিরিয়া আসে সেই উদ্দেশ্যে

ভগবৎচরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা নিবেদন করিয়া এই গ্রন্থ গভীর সহানুভূতির সহিত তাহাদের করে অর্পিত হইল।"

ভারতের ধনাঢ্যসমাজ মহারাজের চিন্তার বহির্ভূত ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণের দরদী বস্তু ছিল ভারতের সর্ব্বহারার দল। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ইহাদিগকে উন্নত করিতে পারিলেই "ভারতের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।" মহারাজকে বলিতে শুনা যায়—"আমাদের গোড়াতেই গলদ। নীচু থেকে begin (আরম্ভ) করতে হ'বে। আগে ঘর সামলাও।" তাঁহার মন্ত্রই ছিল এই—"দেবত্ব তোমার মধ্যে ঘুমুচ্ছে। তাকে জাগাও।.........তুমি যদি ইচ্ছা কর, তখনই অমনি ধর্ম্ম আরম্ভ হবে।"

ভারতের নানাবিধ সংস্কারসাধনের জন্য সর্ব্বনিম্নস্তর হইতে সংস্কার আরম্ভ করিবার নীতিই ছিল মহারাজের সংস্কার-নীতি। 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা' এই মহামন্ত্রটিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া মহারাজ ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। সুতরাং ধনৈশ্বর্য্য দিবার ত তাঁহার ছিল না। তাঁহার যে সম্পদ ছিল তাহা তিনি জাতিকে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সে সম্পদটি হইতেছে মহাপ্রাণ। কর্ম্মকে উপাসনায় পরিণত করিতে পারিলেই সেই মহাপ্রাণ সহজলভ্য হয়। মহারাজ তাই কর্ম্মযোগের শঙ্খ নিনাদ করিয়া মানবকে উদ্বোধিত করিয়া গিয়াছেন।

ভারতভ্রমণের ফলে সাধারণ গরীব ভারতবাসীর দুঃখ মহারাজের নিজেরই দুঃখ স্বরূপ হইয়াছিল। এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন—"গরীব লোকদের দুঃখ বোঝবার জন্য—ওদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে কত

দিন রাস্তায় ধূলোর ওপর না খেয়ে চলে গেছে—ওই রাস্তায় ইট মাথায় দিয়ে ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে কত দিন না কাটিয়েছি।” এই যে সেদিন পঞ্চাশ লক্ষ বাঙ্গালী অনাহারে মরিয়া গেল, তাহাদিগকে ভাতের ফেন খাওয়াইবার জন্য আমরা কতই না সভা সমিতি করিলাম কিন্তু তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য একটি দিনও কি গোটা বাঙ্গালা উপবাসে কাটাইয়াছে ?

—*—

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### আলমবাজার মঠ

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শীতের প্রারম্ভে আলমবাজারে মঠ স্থাপিত হইল। সাধুগণ একে একে বাহির হইতে আসিয়া মঠবাসী হইতে লাগিলেন। বরাহনগর মঠের প্রতি সাধারণ লোকের যেমন একটি বিরাগের ভাব ছিল, দেখা গেল এখন তাহা ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া শ্রদ্ধার ভাব আসিতেছে। গৃহী ভক্তেরা দেখিলেন ইহা ঠাকুরের মঠ—ইহা ভাঙ্গিবার নহে। তখন ভাবস্রোতের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাঁহারা রবিবারে বা ছুটির দিনে মঠে আসিয়া রাত্রিতে গৃহে যাইতেন। তাঁহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনা ও কীর্ত্তনাদি বেশ জমিয়া উঠিত। কলিকাতায় যে রামকৃষ্ণভক্তদিগের একটি মঠ হইয়াছে এ সংবাদ বাঙ্গালার বাহিরে সুদূর পাঞ্জাবে পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। বোম্বাই, আল্‌মোড়া এবং অন্যান্য দূর স্থানেও এই মঠের সংবাদ গেল। মধ্যে মধ্যে দুই চারি দল হিন্দুস্থানী সাধু আসিয়া দুই একদিন মঠে বাসও করিয়া যাইতেন।

মহারাজ যেমন দক্ষিণভারতের তীর্থাদি দর্শন করিয়া আলম-বাজারে আসিলেন, অন্যান্য সাধুরাও তেমনি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া নানা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ পূর্ব্বক মঠে আসিলেন। প্রত্যেকেরই হৃদয়ের উদারতা তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে—প্রত্যেকেই তখন উগ্র সাধন ভজনের সাহায্যে আপন আপন ভাবে উচ্চমার্গে যাইবার জন্য চেষ্টিত। তখন মনে হইত, শ্রীশ্রীঠাকুরই যেন নিজেকে খণ্ডিত করিয়া মঠের সাধুদিগের বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তুলসী

মহারাজ ও শশী মহারাজ তখন হইয়াছেন মঠের ভাণ্ডারী ও সেবক। সাধুসেবার সকল অংশ নিজেরাই লইবেন অপরকে দিবেন না এইরূপই ছিল তখনকার ভাব।

বরাহনগর মঠের শেষ কিছুদিন সেখানকার অবস্থা কিছু সচ্ছল হইয়াছিল, শুধু ভাত ও তেলাকুঁচার পাতা সিদ্ধ আর আহার করিতে হইত না। কৌপীন বহির্ব্বাসের সংখ্যাও কিছু বৃদ্ধি হইয়াছিল। আলমবাজারে মঠ আসিলে পর অবস্থা আরও কিছু ভাল হইল। ভাত, ডাল, তরকারী এবং সেই সঙ্গে একটু অম্বল পর্য্যন্ত সাধুরা খাইতে পাইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য তখন আর শুধু বাতাসা ছিল না। রাত্রিতে লুচি ও সন্দেশের ভোগ হইত।

মঠে তখন কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে আগেকার মত আর সে উল্লাস বা সে উদ্দাম নৃত নাই—সে কোলাহলও নাই। আছে শুধু নীরবে জপ ধ্যান ও নীরবে অধ্যয়ন। পাছে অপরের সাধনার বা পাঠের বিঘ্ন হয় এই জন্য কেহ তখন সশব্দে পদচালনা পর্য্যন্ত করিতেন না—বেশী উচ্চ কণ্ঠে কথা পর্য্যন্তও বলা হইত না। তখন একজন আর একজনের নিকট বিনয়ে গলিয়া যান, নম্রতায় নত হন। উচ্চ নীচ ভাব কিছুমাত্র নাই নিজেদের মধ্যে "গুরুগিরি বা মাতব্বরী"ও নাই। সকলেই যেন সমান; সকলেই যেন এক। একজন সাধু কেমন করিয়া আর একজনকে অন্তর দিয়া ভালবাসিবেন, কেমন করিয়া শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান করিবেন, পরস্পর পরস্পরকে ছোট-বড় সকল কাজে কি ভাবে সেবা করিবেন ইহাই তখন ছিল আলমবাজার মঠের বৈশিষ্ট। বাহনগর ছিল অনেকটা উদ্দাম, আলমবাজার হইয়াছিল সাধন-নম্র। বরাহনগর ছিল প্রয়োজনাধিক চঞ্চল, আলমবাজার হইয়া উঠিল অতিশয় ধীর স্থির এবং গম্ভীর।

বরাহনগরেও প্রেম ছিল, কিন্তু তাহা ছিল নূতনের উন্মাদনায় উদ্বেলিত ও মুখর এবং কখনও বা তিক্ত ও সশংয়যুক্ত; কিন্তু আলমবাজারে যে প্রেম দেখা দিল তাহা ছিল মৌন, নিঃস্বার্থ এবং ভগবদ্ভক্তির মতই অনাবিল, স্বচ্ছ ও মধুর গাম্ভীর্য্যের মুদ্রায় সুচিহ্নিত। বরাহনগর ছিল সাধুদিগের মঠ—ঠাকুরের সেবা পূজা সেই মঠে হয় মাত্র, আর আলমবাজার হইল ঠাকুরেরই মঠ—ভক্তগণ সেই মঠের মার্জ্জনকারী মাত্র!

ধর্ম্মতত্ত্বের গভীর আলোচনা বরাহনগরেও যেমন চলিত, আলমবাজারেও চলিত সেইরূপই—সেই তর্ক-বিতর্ক, সেই সুতীব্র বিচারণা ও তীক্ষ্ণ আলোচনা। এমন কি পূর্ব্বের সেই উত্তেজনাও যে দেখা না যাইত তাহা নহে। এই আলোচনার কালে জানিবার ও শিখিবার ইচ্ছাই প্রবল হইয়া দেখা দিত—জানাইবার ও শিখাইবার ভাবটি আদৌ ছিল না। নিজ নিজ মত সমর্থনের জন্য তর্ক বিতর্ক নিয়তই হইত, কিন্তু তাহা ছিল অতিশয় শ্রদ্ধাপূর্ণ অথচ তাহাতে তেজের অভাব কিছুমাত্র দেখা যাইত না।

এই ভাবে দিনগুলি আনন্দেই যাইতেছিল। ধ্যান, ধারণা, অধ্যয়ন, আলোচনা এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ—আলমবাজার মঠে এতদ্ভিন্ন আর কিছু দেখা যাইত না। বরাহনগরে কোন কোন সাধুর অন্তর নিরাশায় পুড়িয়া যাইত—কৈ কিছুত পাইলাম না, কিছুত হইল না শুধু এই হতাশের ভাব! আলমবাজারে সে ভাব আর আদৌ ছিল না। তাঁহাদিগের নয়নে বদনে ফুটিয়া উঠিত ভগবৎকৃপালাভজনিত পরিতৃপ্তি।

ক্রমে ক্রমে অনেকেই মঠে ফিরিয়া আসিলেন। আসিলেন না কেবল নরেন্দ্রনাথ। এক এক সময় সাধুদিগের প্রাণ তাঁহার জন্য একান্ত বেদনাতুর হইয়া উঠিত। সঙ্ঘ আছে, সঙ্ঘের শাখা প্রশাখা আছে,

নাই কেবল শিরটি! এই দুঃখ অনেক সময়েই দুঃসহ হইয়া উঠিত। অনন্ত বিশ্বরচনার মধ্যে তিনি কি শেষে নিজেকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দিলেন—আর কি আসিবেন না! এই ভাব মনে আসিলেই সাধুরা চঞ্চল হইয়া উঠিতেন।

আলমবাজর মঠের এই নবভাবের মধ্যে কিছুকাল থাকিবার পরই মহারাজের পদে দারুণ পীড়া দেখা দিল। ক্ষতগুলি এমনি বেদনাতুর হইয়া উঠিল যে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া তিনি তিন মাস শয্যাশায়ী রহিলেন। সুদীর্ঘ কাল নগ্নপদে পর্য্যটনের কালে থ্রেড্ওয়ার্ম বা নাহারুর আক্রমণই ছিল মহারাজের এই পীড়ার কারণ। শরৎমহারাজ পূর্ব্বাপরই ছিলেন সেবাগত প্রাণ এবং প্রধানতঃ এই মহাপ্রাণতার জন্যই পরবর্ত্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে ও বাহিরে তাঁহার দেবতুল্য মর্য্যাদা ছিল। তাঁহার নাম শুনিলেই মনে পড়ে মূর্ত্তিমতী মৌনসেবার একখানি পুণ্যময় উজ্জ্বল চিত্র। শরৎ মহারাজ যাহা করিতেন তাহাকে 'সেবা' বলিলে অতিশয় ছোট করিয়া দেখা হয়। তাহা ছিল শিবের পূজা—ভক্তি, প্রেম, শ্রদ্ধা, ত্যাগ, প্রভৃতি সব কিছুই ছিল সেই পূজার উপচার। শরৎ মহারাজের সেই পূজারূপ সেবায় মহারাজ ধীরে ধীরে আরোগ্য হইতে লাগিলেন। তিন মাস চিকিৎসা ও শুশ্রূষার পর মহারাজ শরৎ বা নিরঞ্জন মহারাজের স্কন্ধে ভর দিয়া আবার যেন নূতন করিয়া পদক্ষেপ করিতে শিখিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পর এ দেশের সংবাদ পত্রগুলি সগৌরবে প্রচার করিতে লাগিল যে, বিবেকানন্দ স্বামী নামধারী ধর্ম্মতেজোদৃপ্ত ভারতের একজন অদ্ভুত সন্ন্যাসী বেদান্ত ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় মার্কিন দেশকে পরিপ্লাবিত করিতেছেন—অবরুদ্ধ পিঞ্জরের দ্বার ভাঙ্গিয়া তিনি মার্কিনের হৃদয়-

পক্ষীটিকে স্পর্শ করিয়াছেন বলিয়া সে দেশের খ্রীষ্ট পুরোহিত সম্প্রদায় রুষ্ট হইয়া তাঁহার উপর বজ্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু সে দেশের লোক শতে সহস্রে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতেছে এবং বেদান্তের আলোকে নিজেদের জীবন-পথটি দেখিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে। চিকাগোর নিখিল বিশ্ব ধর্ম্ম সম্মেলনে এই বিবেকানন্দই ছিলেন একমাত্র বক্তা যাঁহার কথা শুনিবার জন্য লোকে পরম আগ্রহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সভামণ্ডপে নীরবে অপেক্ষা করিত। চিকাগোর পথে পথে বিরাট শক্তি সম্পন্ন এই পীতবর্ণ ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসীর বৃহৎ এক এক খানি মূর্ত্তি বিলম্বিত হইয়াছিল এবং পথচারী নরনারী সেই মূর্ত্তির চরণতলে ভক্তিভরে নতি জানাইয়াছিল।

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক হিন্দু-প্রতিষ্ঠান ও দেশীয় সংবাদপত্রে এই পীতবর্ণ সন্ন্যাসীর কথাই আলোচিত হইতে লাগিল। আলমবাজার মঠ এই ঘূর্ণির বাহিরে থাকিতে পারিল না। সাধুদিগের মুখেও সেই এক কথাই শুনা যাইতে লাগিল—কে এই পীতবর্ণ সন্ন্যাসী? ইনি নরেন্দ্রনাথ নহেন ত? চিকাগোর ধর্ম্মসভার প্রায় ছয় মাস পর একদিন সহসা এই উৎকণ্ঠা ও সংশয়ের নিরসন হইয়া গেল—নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রচারকার্য্য সম্বলিত আমেরিকার কয়েক খানি সংবাদপত্র মঠে পাঠাইয়া দিলেন। তখন সকলে জানিতে পাইলেন যে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া নরেন্দ্র-নাথ মার্কিনে গিয়াছিলেন এবং চিকাগোর ধর্ম্মমহামণ্ডলে ও অন্যান্য স্থানে ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা করিয়াছেন।

স্বামীজির অতি অদ্ভুত বিজয় লাভে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া মার্কিনের খৃষ্টান পাদ্রী, থিওসফিক্যাল সোসাইটীর সদস্যবৃন্দ এবং বাঙ্গালার ব্রাহ্ম

সমাজের নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নানারূপ কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন। প্রতাপচন্দ্র বলিতে লাগিলেন —এই বিবেকানন্দ কলিকাতার একটা বকাটে ছোঁড়া—বাপ-মা খেদানো যুবক মাত্র। তাহার কোন অভিমত হিন্দুসমাজের বা হিন্দুধর্ম্মের অভিমত নহে। এ দেশের কেহ বা বলিলেন—বিবেকানন্দ একজন ভারতের রাজনৈতিক চর! যাহা হউক, মার্কিনের ধুয়া ধরিয়া এদেশের খৃষ্ট পাদ্রিরাও স্বামীজির বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিলেন। এদিকে মাদ্রাজ হইতে আলমোড়া এবং বোম্বাই হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত সকল স্থানের হিন্দুগণ স্বামীজির জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন এতদিনে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক খৃষ্ট জগৎ বিজিত হইয়া গেল—পাশ্চাত্যে ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার স্বর্ণসিংহাসনে উপস্থাপিত হইল!

আমেরিকা হইতে বিবেকানন্দ স্বামীজির পত্র আসিলে মহারাজ তাঁহার দূরপ্রসারী দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে, ভারতের সংবাদপত্রে স্বামীজির জয় ঘোষণা করিলেই যথেষ্ট হইবে না—বিষোদ্গার-কারী মার্কিনীদিগের দেশে তাঁহাকে হিন্দুভারতের একমাত্র ও যোগ্য প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে মার্কিনে ভারত-গৌরবের বিজয়কেতন উড্ডীন করা একান্ত দুরূহ বা অসম্ভবও হইতে পারে! মার্কিনীরা এবিষয়ে যতদিন সংশয়শূন্য না হইবে ততদিন তাহারা স্বামীজিকে গ্রহণ করিতে চাহিবে না। মহারাজ তাই "উন্মাদের মত" পরিশ্রম করিয়া কলিকাতার পৌরগৃহে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর দিবসে একটি বিরাট সভার অধিবেশন করাইলেন। সেই সভার প্রধান পুরোহিত ছিলেন তাৎকালিক সর্ব্বজনমান্য বঙ্গনেতা রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়, সি-আই-ই। হিন্দুবাংলা সে দিন পৌরগৃহে

৩ (ক)

স্বামীজিকেই ভারতের যোগ্য প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল।

তখনকার আলমবাজার মঠের নাম কয়জনে জানিত? এবং সেই ক্ষুদ্র মঠে যে কয়েকজন সাধু থাকিতেন তাঁহাদিগকেই বা তখন কয়জনে চিনিত? সেই মঠের একজন সাধুর পক্ষে এইরূপ বিরাট একটি অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করা যে কত কঠিন ছিল তাহা ক্ষণমাত্র চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ একটি সার্ব্বজনীন বৃহৎ সভার অধিবেশন করানো এবং সেই সভায় গণ্য মান্য ব্যক্তিদিগকে আনয়ন প্রভৃতি আনুসঙ্গিক নানা কার্য্যের বিশালতার কথা ভাবিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মহারাজকে কেন "উন্মাদের মত প্রানপণে খাটিতে হইয়াছিল।" তখন তাঁহার শরীর ছিল কৃশ ও একেবারেই অপটু—কিন্তু কর্ত্তব্যের ডাক ছিল অতিশয় গুরুতর। তিনি দেহকে উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যটিকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া পৌরগৃহের সভা সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারিয়াছিল। তিনি বলিতেন—"আমি যখন কার্য্য করি তখন আমার দেহবুদ্ধি থাকে না। সর্ব্বদাই যদি দেহবুদ্ধি করি তা'হলে ত কার্য্য করা যায় না। যারা সর্ব্বদা দেহের দিকে মন দেয় তাদের মন নীচু হয়ে যায়।" যাহা হউক, সভার কার্য্য জয়ধ্বনির মধ্যে সমাপ্ত হইল। কিন্তু তাহাই ত যথেষ্ট ছিল না। সভার কার্য্যপ্রণালী মুদ্রিত করা, সভার রিপোর্ট মার্কিনে এবং অন্যান্য নানাস্থানে প্রেরণ প্রভৃতি সমস্তই মহারাজকে সাধনার মত করিতে হইয়াছিল। নিজের পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন যে এই সমস্ত কার্য্যই তিনি সাধনার মত করিয়াছিলেন।" মহেন্দ্রনাথের পুস্তক (স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান) পাঠে মনে হয় যে মহারাজই

সর্ব্বপ্রথমে এই গুরুতর কার্য্যভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া একাই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। কলিকাতার এই টাউন হলে সভার সাফল্যসম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ বিলাত হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ; "How successfully K—and J—brought about the Town Hall meeting ; it was indeed a momentous task !" (অর্থাৎ, কি সাফল্যের সহিত না 'কে'—এবং 'জে'—টাউন হলের সভাধিবেশন করাইয়াছিলেন ; বাস্তবিকই ইহা ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্মভার) (The Complete Works of Swami Vivekananda—Vol. VI, Page 291, third edition, 1940)

কলিকাতায় সভাধিবেশনের পর মহারাজ তাঁহার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য উত্তর ভারতে গমন করিলেন এবং কয়েকটি তীর্থক্ষেত্র দর্শন করিয়া কুমায়ুঁ বিভাগের প্রধান নগর আলমোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আলমোড়া একটি স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া পরিচিত। সেখানে বদ্রীসা খুল্‌ঘোড়িয়ার আতিথ্য স্বীকার করিয়া মহারাজ কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার রুগ্ন দেহের কিছু উন্নতি হইল বটে, কিন্তু মানসিক অশান্তি দূর হইল না। আদর্শ চরিত্র স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে মানুষে যে ঘৃণিত কুৎসা রটনা করিতে পারে ইহা ছিল মহারাজের চিন্তার অতীত। সেই ঘৃণিত নিন্দুকগণ আবার ধর্ম্মের নাম লয় এবং ধর্ম্মযাজক বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়! সাধারণলোক ইহাদিগের সংসর্গ পরিহার না করিয়া ইহাদেরই চরণে কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করে দেখিয়া মহারাজের মন অত্যন্ত তিক্ত হইয়াছিল। সত্যের এই ঘোরতর অবমাননা তাঁহার সহ্য হইতেছিল না। এতদিন তিনি মানুষমাত্রকেই শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সকলেই ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার কোন কোন স্বদেশবাসীর মিথ্যা কটূক্তি এবং বৈদেশিক ধর্ম্মযাজকদিগের জঘন্য হিংসাবৃত্তি এক এক সময়ে মহারাজকে অত্যন্ত ম্রিয়মান করিয়া তুলিত। যাহা হউক তিনি ছিলেন ত্যাগী, জ্ঞানী ও উদারনৈতিক সন্ন্যাসী। আলমোড়ার নির্জ্জন নিবাস কক্ষে এই বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মহারাজের হয়ত মনে হইয়া থাকিবে, লোকে যাহাই বলুক না কেন সন্ন্যাসীকে তাহার নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেই হইবে। ঠাকুরের মত তাহাকেও বলিতে হইবে—'লোক না পোক।' মহারাজের স্মরণ হইল, যদি ভগবানের আদেশ পাইতে চাও তবে মনের দ্বার রুদ্ধ কর। আর্য্যধর্ম্মের প্রচার কিরূপে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে মনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মহারাজ তাহারই পথ দেখিতে পাইলেন। সুযোগ্য প্রচারকের অভাবে আর্য্যধর্ম্মের যে কত গ্লানি হইতেছে তাহাও তিনি মানসনয়নে দেখিতে পাইলেন। মানস-পটে অগ্নিবর্ণে প্রতিভাত হইল—কর্ত্তব্য পালনই যাহার ধর্ম্মের মূর্ত্তি জগতের হিতসাধনই যাহার তপস্যা ও পূজা—সেই সন্ন্যাসীকে আত্মবলি দিবার জন্যই সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহা ভিন্ন ভারতের সন্ন্যাসীর মর্ম্মকথা আর কিছু নাই।

কর্ম্মবীর বিশ্রাম শয়ন ত্যাগ করিয়া অমনি লেখনী ধারণ করিলেন এবং ভারতের ইতিহাস ও শাস্ত্র সকল মন্থন করিয়া হিন্দুপ্রচারকের যোগ্যতা নির্ণয়ে আত্মনিয়োগ করিলেন। সেই প্রবন্ধে, তিনি দেখাইলেন যে স্মরণাতীত কাল হইতে ঈশ্বরের অবতারগণ এবং পুণ্যশ্লোক মহর্ষিগণ আর্য্যধর্ম্মের জীবনীশক্তিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। চৈতন্য বা সজীবতা বাদ দিলে জীবন যেমন আর জীবন থাকে না—প্রচার বাদ দিলে ধর্ম্মও তেমনি আর ধর্ম্ম থাকে না—অধঃপতনের দুর্নীতিপূর্ণ প্রভাব

আসিয়া ধর্ম্মকে গ্রাস করে। ধর্ম্মের আসনে তখন আসিয়া বসে কালিমা-লিপ্ত ধর্ম্মতন্ত্র। কালক্রমে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণই আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমারিল ভট্ট, শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ভারতের ধর্ম্মপ্রচারক সকলেই সন্ন্যাসী। আর্য্যধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আবার জ্ঞানে গরীয়ান্, ত্যাগে মহীয়ান্, কর্ম্মে অক্লান্ত সন্ন্যাসী-দিগকেই অগ্রসর হইতে হইবে—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিয়া আর্য্যধর্ম্মকে যুগোপযোগী মূর্ত্তি দান করিতে একমাত্র সন্ন্যাসিরাই সক্ষম। ভগবানের আদেশ পায় নাই যে, তাহার সামর্থ্য নাই যে সে প্রচারক হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায়—চাপরাশ নাই যার তাহার কথা শুনিবে কে? আমরা দেখিতে পাইব যে এইরূপ চাপরাশহীন মার্কিনী ভক্তেরা নিউইয়র্কে তেমন কিছু করিতে পারেন নাই বলিয়াই তথাকার বেদান্ত সোসাইটী প্রথমে আদৌ কোন প্রতিষ্ঠা পায় নাই! কিছুকাল পর্য্যন্ত উহাকে কেবল নামসর্ব্বস্ব বা 'Nominal' হইয়াই থাকিতে হইয়াছিল।

মহারাজ যে কখনও প্রচারক হইবেন ইহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল বটে, কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে প্রচারক হইবার উপযুক্ত শক্তি ও শিক্ষা দিয়াই গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে শিখাইয়া দিলেন, আর্য্যধর্ম্ম, হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, খৃষ্টান, আস্তিক নাস্তিক সর্ব্বমানবের ধর্ম্ম। সে-ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

হিন্দুপ্রচারকদিগের কর্ম্মসূচী এইভাবে নির্ণয় করিয়া মহারাজ আলমোড়ায় যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তাহা 'The Hindu Preacher' নামে প্রসিদ্ধ। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বর দিবসে উহা 'ব্রহ্মবাদিন্'

পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিলে এখন মনে হয় যে মহারাজ যেন নিজের কর্ম্মসূচীই প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজ মনে পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই বাণী—"যে লোকশিক্ষা দেবে তার যদি চাপরাস না থাকে তা হ'লে হাসির কথা হ'য়ে পড়ে। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! হিতে বিপরীত হয়। ভগবান্ লাভ হ'লে কার কি রোগ বুঝতে পারা যায়। তাতে ঠিক ঠিক উপদেশ দেওয়া যায়।"

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সুদীর্ঘকালের প্রব্রজ্যা সম্পন্ন করিয়া মহারাজ আলমোড়া হইতে আলমবাজারে আসিলেন। তখনও তাঁহার দেহের ক্লান্তি দূর হয় নাই। পদব্রজে পরিভ্রমণের জন্য দেহ তখন দুর্ব্বলই আছে। এমন সময় লণ্ডন হইতে স্বামীজির 'তার' আসিল—'কালীকে পাঠাও।' সঙ্গে সঙ্গে পাথেয় স্বরূপ টাকাও আসিয়া পৌঁছিল।

চিকাগোর ধর্ম্ম সম্মেলনের পর আমেরিকার কার্য্য শেষ করিয়া ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজি নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডনে আসিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই লণ্ডনের প্রচারকার্য্য বিস্তৃতি লাভ করিল। তখন তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য শশী মহারাজকে লণ্ডনে পাঠাইবার আদেশ আসিল। শশীমহারাজ অসুস্থ থাকায় শরৎ মহারাজ মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ডে গমন করিলেন এবং কিছুদিন লণ্ডনে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচারব্যপদেশে গুড্উইন্ সাহেবের সঙ্গে আমেরিকায় গমন করিলেন।

লণ্ডনে যাইবার জন্য যখন সঙ্ঘনেতার আদেশ আসিল তখন মহারাজ ছিলেন নিরামিষাশী ও একাহারী। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি সংস্কৃত এবং হিন্দী সাহিত্যেই ব্যুৎপন্ন—ইংরাজের দেশে, ইংরাজ নরনারীর মধ্যে ইংরাজী ভাষায় ভারতধর্ম্ম প্রচারের ক্ষমতা তাঁহার নাই! মহারাজের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—

আমার কোন যোগ্যতা নাই। আমি লণ্ডনে যাইতে পারিব না। অপর কাহাকেও পাঠাও। গুরুভ্রাতৃগণ সম্মত হইলেন না। বলিলেন—তোমাকেই যাইতে হইবে। স্বামীজির আদেশ।

অপ্রত্যাশিত প্রথম আঘাতের পর মহারাজ তাঁহার বিদ্রোহী চিত্তকে ক্রমে ক্রমে শান্ত করিলেন এবং ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া লণ্ডনে যাইতে সম্মত হইলেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কলিকাতার আউটরামঘাটে 'গোলকুণ্ডা' জাহাজ নঙ্গর ফেলিয়া জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। গুরু-ভ্রাতৃগণ নানা উৎসাহ বাক্যে মহারাজের অবসাদগ্রস্ত হৃদয়কে উৎসাহিত করিয়া তাঁহাকে লইয়া ঘাটে আসিলেন। 'জয় গুরু মহারাজের জয়' ধ্বনি শুনিতে শুনিতে মহারাজ জাহাজে উঠিলেন।

রাত্রি আসিল। জাহাজে দীপশিখা জ্বলিল। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে নৌকায় নৌকায়, জাহাজে জাহাজে ও জেটিতে জেটিতে অসংখ্য আলোক জ্বলিয়া উঠিল—কিন্তু মহারাজের মনের কালী দূর হইল না। অপরিচিত ব্যক্তি দিগের মধ্যে রাত্রি যাপন করিতে তাঁহার মন একেবারেই অস্বীকার করিল। তিনি জাহাজের রেলিং ধরিয়া ঘাটের দিকে পলকহীন নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। জীবনের ত্রিংশৎবৎসরের সমুদয় দিনগুলি তাঁহার চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলচ্চিত্রের মত ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

মহারাজ বিভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং জাহাজ হইতে নামিয়া বলরামবাবুর বাগবাজারের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আলম-বাজার মঠে সংবাদ পৌছিতে বিলম্ব হইল না। গুরুভ্রাতৃগণ ছুটিয়া আসিয়া মহারাজকে ঘিরিয়া ধরিলেন এবং ঠাকুরের কথা ও স্বামীজির কথা বলিতে বলিতে নিজেরাও দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, মহারাজকেও

প্রদীপ্ত করিয়া তুলিলেন।

পরদিন প্রভাতে গুরুভ্রাতাদিগের শুভেচ্ছা গ্রহণ করিয়া মহারাজ যথাসময়ে জাহাজে যাইয়া উঠিলেন। তাঁহার মন তখন কি এক নূতন তেজে মাতিয়া উঠিয়াছে।

জাহাজ নোঙ্গর তুলিল।

বিদায় কালের শেষ অভিনন্দন নদীর উপর দিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল—জয় গুরু মহারাজের জয়।

মহারাজের সন্ন্যাসী হৃদয়েও একটি কাঁটা খচ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল! তাঁহার মন বলিতে লাগিল—মাগো জন্মভূমি, বিদায়—বিদায়!

—•—

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## লণ্ডন

গোলকুণ্ডা জাহাজ মান্দ্রাজের বন্দরে আসিয়া ভিড়িলে আল্‌সিং পেরুমল্ প্রভৃতি স্বামীজির কয়েকজন বন্ধুর সহিত মহারাজ কয়েক ঘণ্টা আনন্দে অতিবাহিত করিলেন। কলোম্বোতে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৌদ্ধ-প্রচারক শ্রীযুত অনাগরিক্ ধর্ম্মপালের অতিথি হইলেন। ক্রমে জাহাজ লবনাম্বুরাশি মথিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। মহারাজ যখন এডেন বন্দরে আসিলেন তখন প্রবল মৌসুমী বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। উহা তখন ঝড়ে পরিণত হইল। মহারাজ সমুদ্রপীড়ায় তিন দিন শয্যাশায়ী রহিলেন। এডেন হইতে সৈয়দ বন্দর পর্য্যন্ত ভালই কাটিল, কিন্তু ভূমধ্যসাগর ছাড়িয়া লিস্‌বন্ অতিক্রম করিবার পর বিস্কে উপসাগরে পুনরায় ঝড় উঠিল। মহারাজ আবার সমুদ্রপীড়ায় কাতর হইলেন। যাহা হউক প্রায় পাঁচ সপ্তাহে মহারাজ যখন লণ্ডনে আসিয়া পৌছিলেন তখন ডকের বিপুল জনতা তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জাহাজ হইতে ডকে নামিলেন। দেখিলেন, তাঁহাকে স্বামীজির নিকট লইয়া যাইবার জন্য ডকে কেহ আসে নাই। সেই অপরিচিত স্থানে অপরিচিত বিদেশীদিগের মধ্যে পড়িয়া মহারাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উঠিলেন। হঠাৎ একজন বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার নিকট শুনিলেন যে, ভারতের সুবিখ্যাত ব্যবহার-জীব মিষ্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জির নিকট গেলে স্বামীজির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। মহারাজ যেন অকুলে কুল পাইলেন এবং যুবকটির সঙ্গে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলে পর স্বামীজির নিকটে যাইবার আর

৪

কোন অসুবিধা রহিল না। এদিকে স্বামীজির ও মিষ্টার ষ্টার্ডি মহারাজকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ডকে আসিয়া দেখিলেন যাত্রিরা যে যাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কিছু অবিলম্বে ডকে আসিয়াছিলেন বলিয়া মহারাজের দেখা পাইলেন না। স্বামীজি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং ত্বরায় আবাসস্থলে আসিয়া দেখিলেন মহারাজ আসিয়াছেন। দুই গুরুভ্রাতার—সোদরোপম দুইটি বন্ধুর—সম্মিলনে তখন যে আনন্দস্রোত বহিল তাহা বর্ণনাতীত।

মহারাজ ভারত হইতে আসিয়াছিলেন, তখন বুঝিতে পারেন নাই যে ইংলণ্ডের শীত কত প্রবল। মিস্ মুলার তৎক্ষণাৎ মহারাজের জন্য শীতোপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া দিলেন। মহারাজ এবং স্বামীজি কিছুকালের জন্য উইম্‌বিল্‌ডনে মিস্ মুলারের গৃহে অতিথিরূপে থাকিয়া পরে ১৪ নং গ্রে কোর্ট গার্ডেনে একাট ফ্লাট লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কোন দাসদাসী ছিল না। সমুদয় গৃহকর্ম্মই নিজেদের করিতে হইত। রন্ধনের এবং পরিবেশনের ভার লইয়াছিলেন মহারাজ। স্বামীজি তখন লণ্ডনের অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সহিত সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার যশোভাতি তখন চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা ও কথোপকথন তখন লণ্ডনে নবচিন্তার একটি ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। তখন তাঁহার প্রতিষ্ঠা এমনি হইয়াছে যে গণ্যমান্য পরিবারের অনেক মহিলা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিয়া বসিবার জন্য আসন না পাইয়া ভূতলে বসিয়াই বক্তৃতা শুনিতেন। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহ, তথাকার বাছা বাছা ক্লাব, সোসাইটী, সাধারণ নরনারী এবং অভিজাতবর্গ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়—

এমন কি ধর্ম্মযাজকেরা পর্য্যন্ত তখন স্বামীজিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাইতেছেন। এই সময় স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় লণ্ডন হইতে ভারতের "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রে লিখিয়াছিলেন (১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮): "আমি একথা বলিতে বাধ্য যে স্বামীজি এখানকার বহু ব্যক্তির চক্ষুরুন্মীলন ও হৃদয় সম্প্রসারণ করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রভাবেই এখানকার অনেক লোক এখন হিন্দুশাস্ত্রনিহিত অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী হইয়াছে······বিবেকানন্দের ধর্ম্মমতের বিস্তৃতিবশতঃ শত শত ব্যক্তি এখানে খৃষ্টধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।" (৯)

স্বামীজি তখন নিজের বান্ধব-বান্ধবীদিগের সহিত মহারাজের পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিলেন। লণ্ডনের দ্রষ্টব্য নানাস্থান উভয়ে মিলিয়া দর্শন করিলেন। স্বামীজির শিষ্যা মিস্ স্টুটারের আহ্বানে উভয়ে একদিন একটি বিখ্যাত রঙ্গালয়ে গমন করিয়া সার্ হেন্‌রী আর্‌ভিং এবং মিস্ এলেন টেরীর অভিনয়কুশলতা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। সেই অভিনয় রজনীতে ইংলণ্ডের যুবরাজ (পরে সম্রা‌ট সপ্তম এডওয়ার্ড) স্বয়ং একজন দর্শক ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্য করিলেন যে, রঙ্গগৃহে সবই আছে, নাই কেবল যীশুখৃষ্টের নামটি।

এই ভাবে লণ্ডনে মহারাজের এক মাস কাটিয়া গেল। স্বামীজি সহসা একদিন তাঁহার করে একখানি মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দিয়া বলিলেন—'কালী, খৃষ্ট থিওসফিক্যাল সোসাইটীতে কাল তোমাকে বক্তৃতা দিতে হবে।' মহারাজ কহিলেন—'বক্তৃতা! সে অসম্ভব! আমি কিছুতেই পারব না।' স্বামীজি দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—'তা হবে না, পারতেই হবে। এম্‌নি করে তোমাকে বক্তৃতা দেওয়া শিখতে হবে।' স্বামীজি যখন কোন আপত্তি শুনিলেন না তখন মহারাজ হতাশ হইয়া কহিলেন,

'কেমন করে আরম্ভ কর্‌তে হবে, কেমন করেই বা শেষ কর্‌তে হবে বলে দাও।' স্বামীজি কহিলেন—'প্রাণে ভাব এলেই মুখে তা ফুটে উঠ্‌বে।' মহারাজ তখন পঞ্চদশী অবলম্বনপূর্ব্বক একটি ভাষণ রচনা করিয়া কহিলেন—'নরেন আমি পড়ি, তুমি একটু শোন।' স্বামীজি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'এখন শুন্‌ব কেন, সভায় শুন্‌ব।'

মহারাজ দেখিলেন যে সে পাষাণে কর্দ্দমের লেশ মাত্রও নাই। তিনি একরূপ মরিয়া হইয়া উঠিলেন এবং স্বামীজির সঙ্গে সঙ্গে সভাগৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য বহু নরনারী সভাস্থল পূর্ণ করিয়াছে। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, আমি মাত্র এনট্রান্স্ পাশ দিয়াছি—কতটুকুই বা ইংরাজী জানি! এই মহতী সভায় কোন্ সাহসে আমি বক্তৃতা করিতে উঠিব।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যায় ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ারে মিষ্টার স্পেপ্‌লীর বৃহৎ হলে সেই সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

শ্রোতৃমণ্ডলের সমক্ষে মহারাজের পরিচয় দেওয়া হইল। তখন ত মহারাজকে আসন ত্যাগ করিয়া না উঠিলে আর চলে না। তিনি করুণ নেত্রে স্বামীজির মুখের দিকে চাহিলেন এবং শ্রীগুরুর নাম লইতে লইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। জীবনে উহাই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা!

কোথায় পড়িয়া রহিল তাঁহার লিখিত অভিভাষণ! মহারাজ অনর্গল বলিতে আরম্ভ করিলেন—হিমালয়শৃঙ্গ হইতে বর্ষার বারিপ্রবাহ যেন তাঁহার মুখ দিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বেদান্তের গূঢ় তত্ত্বগুলি দণ্ডে দণ্ডে সহজ, সরল ও মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। বক্তৃতা শুনিয়া স্বামীজির আনন্দ আর ধরে না। তিনি আবেগের সঙ্গে

কহিলেন—'এখন যদি আমি মরি তাহাতে আর দুঃখ নাই। আমার বাণী তোমার সুমিষ্ট কণ্ঠ হইতে প্রচারিত হইবে এবং বিশ্ব উৎসুক হইয়া তাহা শুনিবে।' (১০) ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলিলেন—'স্বামী অভেদানন্দ দেখ্ছি আজন্মই প্রচারক। তিনি যেখানেই যাবেন তাঁহার জয় সুনিশ্চিত।' এই সভাধিবেশনের পরের দিনই ২৮শে অক্টোবর স্বামীজি ইংলণ্ড হইতে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—'The new Swami (the Swami Abhedannada) delivered his maiden speech yesterday at a friendly society's meeting. It was good and I liked it; he has the making of a good speaker in him, I am sure.' (অর্থাৎ, নবাগত স্বামী অভেদানন্দ একটি বান্ধব সোসাইটীর সভায় গতকল্য তাঁহার প্রথম বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি ভালই হইয়াছিল এবং আমি উহা পছন্দ করিয়াছিলাম। আমি দৃঢ় নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি যে, একজন সুবক্তার সর্ব্বলক্ষণই তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে।' (The Complete Works of Swami Vivekananda, Part V, page 90, 4th edition, 1936).

এতদিন যে ধ্যানস্তিমিত সন্ন্যাসীটি মহারাজের হৃদয়মধ্যে সমাধিমগ্ন ছিলেন, পাশ্চাত্যে কর্ম্মের আহ্বানে সেই সন্ন্যাসী সেদিন সভাগৃহে সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিলেন এবং সিংহবিক্রমে প্রার্থনা করিলেন—হে ওজস্বরূপ আমাদিগকে ওজস্বী কর, হে বীর্য্যস্বরূপ আমাদিগকে বীর্য্যবান কর, হে বলস্বরূপ আমাদিগকে বলবান কর। ওজো দেহি মে, বীর্য্যং দেহি মে, তেজো দেহি মে। মহারাজের অন্তরের গোপনশক্তি সেদিন জাগ্রত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। কি ইংলণ্ডে, কি আমেরিকায়, কি জার্ম্মানীতে অথবা অন্যান্য দেশে সেই অপূর্ব্ব শক্তি পরে দিনের পর দিন

বীর্য্যবতী হইয়া বৈদান্তিক সিংহগর্জ্জনে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করিয়াছিল। মহারাজ বলিতেন—স্বামীজি এবং ঠাকুরের শক্তিই সর্ব্বদা তাঁহার মধ্যে খেলিত। তিনি যখন যাহা বলিতেন তাহা ঠাকুরের কথা, নিজের কিছুই নহে। ঠাকুর বলাইতেন, তিনি বলিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যে সর্ব্বদা তাঁহার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন মহারাজ ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেন। একবার তাঁহার কোন শিষ্যকে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—'শ্রীশ্রীঠাকুর আমার ভিতর আছেন। যাঁহারা আমার আশ্রয় লইয়াছে তাহারা তাঁরই আশ্রয় পাইয়াছে জানিবে। কারণ আমি দীক্ষা দিবার সময় প্রত্যেককে তাঁহার সন্তান বলিয়া তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া থাকি। তিনি তাঁহাদের গতি করিবেন আমি একটা উপলক্ষ্য মাত্র। গুরু এবং ইষ্ট অভিন্ন। গুরুর ধ্যান করিলে গুরু ইষ্টকে দেখাইয়া দেন।' (১১)

লণ্ডনে অবস্থানকালে মহারাজের সহিত ভুবন বিখ্যাত আচার্য্য মোক্ষ মূলর, পল্ ডয়সন্ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের আলাপ পরিচয় ও নানাবিষয়ে আলোচনা হয়। আচার্য্য মোক্ষ মূলরের সহিত তিনি সংস্কৃতভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। যে অক্টোবর মাসে মহারাজ লণ্ডনে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা করেন সেইদিন হইতেই তিনি একজন অনন্য সাধারণ দার্শনিক ও সুবক্তারূপে সেই রাজনগরীতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বামীজির চিত্ত সেই মাস হইতেই ভারতের দিকে ছুটিয়াছিল। মহারাজের বক্তৃতার পরই তাঁহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে লণ্ডনের কার্য্য সৌকর্য্যার্থ তাঁহার নিজের আর থাকিবার প্রয়োজন নাই—বুঝিতে বাকী রহিল না যে তিনি যেরূপ সহকর্ম্মী চাহিয়াছিলেন তাহাই পাইলেন। ১৮৯৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর তিনি

ইংলণ্ড হইতে লিখিয়াছিলেন—"In the first place we want a man who has a thorough mastery of Englisha nd Sanskrit...... we want them, first, who will be able to teach. In the second place I trust those that will not desert me in prosperity and adversity alike......The most trustworthy men are needed." (অর্থাৎ, প্রথমে চাই সেই রকম একজন লোক ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষায় যিনি সুদক্ষ......আমরা তাঁহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে চাই যাঁহারা আচার্য্য হইবার যোগ্য। দ্বিতীয়তঃ, আমরা সেইরূপ লোক চাই যাঁহাদিগকে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে তাঁহারা সম্পদে ও বিপদে আমাকে পরিত্যাগ করিবে না...সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বস্ত লোকেরই প্রয়োজন। (The Complete Works of Swami Vivekananda, Part VI, page 311, 3rd edition, 1949)। স্বামী সারদানন্দ যে তখন যশের সহিত আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন স্বামীজি সে সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাইতেন। সুতরাং ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বেদান্ত যে ভালভাবেই চলিবে এবিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি ভারতে আসিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং লণ্ডনের সকল কার্য্যভার অকুণ্ঠিতচিত্তে মহারাজের করে অর্পণ করিলেন।

স্বামীজির লণ্ডন পরিত্যাগের দিন আসন্ন হইবার পর ডিসেম্বর মাসে পিকাডিলিতে একটি বিরাট সভা আহূত হইল। তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধু ও ভক্তগণ তাঁহাকে একখানি মানপত্র প্রদান করিলেন। সেই অভ্যর্থনাসভায় মহারাজও উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজির সহিত বিচ্ছেদের মুহূর্ত্ত যতই আসন্ন হইতে আসন্নতর হইতে লাগিল, সভায় উপস্থিত

নরনারী ততই পরম আগ্রহে মহারাজের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলেন। অতি অল্পদিন মধ্যে লণ্ডনের ন্যায় বৃহৎ রাজধানীতে মহারাজ যেরূপ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া লোকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে সকলের তখন ধারণা হইয়াছিল যে সেই নবাগত ধর্ম্মবক্তা স্বামী অভেদানন্দ তাঁহাদিগের ব্যথিত হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন। ("The Swami Abhedananda was there. He had now made a place for himself in the huge metropolis, and it was to him that the gathering unconsciously turned for solace on this day of loss." (১২)।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিতে সঞ্জীবিত স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে যে অসীম প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া অশেষ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন, স্বামীজির আত্মগুণপণার সঙ্গে সঙ্গে সেই মহদ্ব্যাপারের পশ্চাতে ছিল তাঁহার চিকাগোর গৌরব এবং সাধারণ ভাবে মার্কিনের জয়ঘোষণা। কিন্তু মহারাজ মাত্র দুই মাসেই লণ্ডনে যে অসাধারণ গৌরব অর্জ্জন করিয়া নিজেকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহার পশ্চাতে ছিল শুধু তাঁহার নিজের লোকোত্তর প্রতিভা এবং অসামান্য শক্তি। এতদিন তিনি ছিলেন সকলের অপরিচিত, কিন্তু দুই মাস মধ্যে হইয়া উঠিলেন বহুজনসুপরিচিত। স্বামী প্রেমানন্দজীর কথায় (১৩) ঠাকুরের আপন হাতে গড়া ত বটেই, ঠাকুরের 'নিজের ছাঁচে গড়া' ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 'পরম প্রিয় ও বুদ্ধিমান শিষ্য'। শুধু ইহাই নহে—তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই কালী—ছেলেদের মধ্যে বুদ্ধিমান' এবং 'ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান।' শ্রীশ্রীমাতা সারদাদেবীর প্রিয়পুত্র ছিলেন তিনি—ছিলেন তিনি তৎপ্রদত্ত জপের মালার অমোঘশক্তিতে শক্তিমান।

মাতৃবরে তাঁহার কণ্ঠে হইয়াছিল শ্রীশ্রীবাগ্দেবীর অধিষ্ঠান। বহু অধ্যয়নাদির ফলে এবং বহু দর্শনজনিত অভিজ্ঞতায় মহারাজ বিষয়-গোচর সমুদয় জ্ঞানই লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বলিতেন—জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সমস্ত কাজই তিনি বিশেষজ্ঞের মত করিতে পারিতেন। আমরা দেখিতে পাই মহারাজ দক্ষিণেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া মার্কিন দেশে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই নানাভাবে নিজের বিষয়-গোচর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিয়াছিলেন। দার্শনিক বলিতে তিনি ছিলেন একজন অদ্বিতীয় দর্শনাচার্য্য, বৈজ্ঞানিক বলিতে বিজ্ঞানের নানা শাখায় অদ্ভুতভাবে ব্যুৎপন্ন, ঐতিহাসিক বলিতে পৃথিবীর ধর্ম্মেতিহাসের কোন কথাই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ছিলেন একাধারে রাজ-নৈতিক, সমাজ সংস্কারক, ধর্ম্মবেত্তা, সংগঠনকুশল, মনের ও দেহের বলে বলীয়ান এবং সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী সন্ন্যাসী। ছিলেন তিনি সর্ব্ববিষয়ে শ্লাঘা ও দম্ভহীন, কর্ম্মে ও চিন্তায় অহিংস, বিষয়ে অনাসক্ত, নিরহঙ্কার, সমচিত্ত, আত্মজ্ঞানানুশীলননিষ্ঠ সাধক। তাঁহার সমগ্র জীবনই ছিল শ্রীশ্রীগীতা-নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানসাধনপথের অনুবর্ত্তী।

মনে হয় এই সকল কারণেই স্বদেশে ও বিদেশে মহারাজের কীর্ত্তি ছিল অনন্যসাধারণ। উহা ছিল এতই সমুজ্জ্বল যে লণ্ডন হইতে তাঁহার মার্কিন গমনের পূর্ব্বেই উহার আলোক আটলাণ্টিকের বিপুল জলরাশি অতিক্রম করিয়া মার্কিন দেশেও বিচ্ছুরিত হইয়াছিল এবং তথাকার অতিশয় প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন' (New York Tribune) ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ দিবসের সংখ্যায় সে বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন। আবার ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভারতাগমনের পূর্ব্বেই কোকনদের শিল্প-প্রদর্শনী তাঁহার একখানি পূর্ণাবয়বচিত্র প্রদর্শনীক্ষেত্রে

রক্ষা করিয়াছিল। শত শত নরনারীর শ্রদ্ধাবনত মস্তক সেই অনুপম চিত্রে লিখিত সন্ন্যাসীর পাদমূলে বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে মহারাজকে লিখিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষে তোমার কত প্রতিপত্তি। কোকনদ নামক একটি স্থানে Industrial Exhibition হয়। তাহাতে তোমার এক বৃহৎ প্রতিকৃতি দর্শকগণের বিনোদনার্থ রচিত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ জীউর তুমিই উপযুক্ত গুরভাই ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন (১৩)। সুপ্রতিষ্ঠাসম্পন্ন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় অল্পদিন পূর্ব্বেও মার্কিনে গিয়া মহারাজের সমুজ্জল কীর্ত্তির 'দেদীপ্যমান' শিখা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া 'বিশ্ববাণী'র পৃষ্ঠায় তাহার ঘোষণা করিয়াছিলেন।

স্বামীজি ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিলেন। বুঝিয়াই আসিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে লণ্ডনের প্রচারকার্য্য কোন অংশে ক্ষীণ হইবে না। কার্য্যেও হইয়াছিল তাহাই। মহারাজের অধ্যাপনকৌশলে ক্লাসের ছাত্র সংখ্যা প্রত্যহই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তিনি যে একজন সুদক্ষ আচার্য্য এই ধারণা ছাত্রদের হৃদয়ে ক্রমেই বেশী বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। মহারাজ যে তখন শুধু লণ্ডনেই বেদান্ত, গীতা প্রভৃতির ক্লাস করিতেন তাহা নহে, উইম্‌বিল্‌ডন (Wimbledon) এবং অন্যান্য স্থানেও তাঁহাকে ক্লাস লইতে হইত। এই সকল স্থানে তিনি রাজযোগ সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিতেন। বড়দিন ও নববর্ষের (১৮৯৬ - ৯৭) উৎসবাদির পর মহারাজ ১৮৯৭ সালের ১২ই জানুয়ারী হইতে লণ্ডনে বেদান্তাদি সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। সে ভাষণগুলি যেমন ছিল মনোরম—তেমনি সেগুলি ছিল প্রাঞ্জল, সরল ও জ্ঞানগর্ভ।

তাঁহার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও ছিল নূতন। সপ্তাহের প্রথমভাগে কোনদিন প্রভাতে যে বিষয় বক্তৃতা হইত সন্ধ্যাকালে যে সকল শ্রোতা উপস্থিত থাকিতেন তাঁহাদিগের নিকটেও আবার সেই বক্তৃতারই পুনরুক্তি হইত। সায়ংকালের কিয়দংশ এবং পরদিন প্রভাতে শ্রোতৃবর্গের প্রশ্নাদির সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ উত্তর দিয়া মহারাজ নূতন আর একটি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। এইভাবে অধ্যাপনা হওয়ায় সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন, কারণ নিজ নিজ সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য তাঁহারা যথেষ্ট সুযোগ পাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ঠাকুর বলিতেন যে চাপরাশহীন প্রচারকের বাণী লোকে এক কর্ণ দিয়া শোনে এবং অপর কর্ণ দিয়া বাহির করিয়া দেয়, কিন্তু চাপরাশ আছে যাহার সে প্রচারকের কথা লোকের কর্ণে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মে আসন লয়। মহারাজের সম্বন্ধেও আমরা এই কথাই বলিতে পারি। তাঁহার বাণী শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিত, উহা কর্ণের পথে বাহির হইয়া যাইত না। স্বামীজির চরিতাখ্যায়কগণ বলিয়াছেন যে, এইভাবে প্রচারব্রত পালন করায় মহারাজ যে প্রতিদিন বেশী জনপ্রিয় হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই—'There was no doubt that he was becoming more and more popular'.

একবৎসরের প্রাণপণ চেষ্টায় মহারাজ নানাস্থানে রাজযোগের ক্লাস খুলিলেন, নানাস্থানে গীতার আলোচনা আরম্ভ করিলেন, নানাস্থানে ভারতসংস্কৃতি, ভারতের মহামন্ত্র ও বিশ্বমানবের ধর্ম্মপ্রচার করিলেন। শ্রদ্ধান্বিত শ্রোতৃবর্গ যখন নিত্য নিত্য তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিত এবং তাঁহার অমৃতময়ী বাণীর জন্য একান্ত লালায়িত রহিত সেই সময় আমেরিকায় নামমাত্রেই পর্য্যবসিত নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতি তাঁহাকে

আহ্বানের পর আহ্বান করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ আদেশ করিলেন—কালী, লণ্ডন এখন থাক্, তুমি নিউ ইয়র্কে যাও। সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মহারাজ আমেরিকা যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্তমণ্ডলীর নিকটে সে সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহারা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন।

লণ্ডনের সুব্যবস্থাকে তখনকার মত একরূপ ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বামীজি কেন মহারাজকে আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন এই জিজ্ঞাসাই স্বতঃই মনে জাগে। এদিকে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের কাজ তখন মার্কিনের কেম্ব্রিজে বেশ ভালভাবে চলিতেছিল বলিয়া জানা যায়। স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছেন—'কেম্ব্রিজে বেশ লেক্‌চার জম্‌ল, নানা যায়গা থেকে লোক আস্‌তে লাগল। মনে কর্‌লুম এইখানে একটি মঠ করে কাজ করব। কিন্তু যে সময় কাজটা বেশ জাঁকিয়া উঠেছে স্বামীজির এক চিঠি গেল—'শরৎ চলে আয়। এই ত পুঁটুলি-পাটলা গুটিয়ে দিলুম চম্পট।' সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বামীজি তখন ভারত হইতে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার ফলে কেম্ব্রিজের 'জাঁকান কাজ' বন্ধ হইল এবং লণ্ডনের সুপ্রতিষ্ঠিত ক্লাসগুলি ভাঙ্গিল। নিউ ইয়র্কে কোন গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া না থাকিলে মহারাজের ন্যায় একজন সুদক্ষ কর্ম্মীকে লণ্ডন হইতে নিউ ইয়র্কে যাইবার জন্য স্বামীজি কখনই আদেশ করিতেন না। ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে নিউ ইয়র্কের প্রয়োজন এতই গুরুতর ছিল যে, সেই কারণে লণ্ডনের মত একটি সুবিখ্যাত কেন্দ্র হইতে মহারাজের ন্যায় সুদক্ষ পরিচালককে নিউ ইয়র্কে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল।

লণ্ডন ত্যাগের পূর্ব্বাহ্ণে স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক স্থাপিত লণ্ডন বেদান্ত সমিতির সদস্যগণ মহারাজের নিকট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া অর্ঘ্য-রূপে একখানি মানপত্র নিবেদন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে মহারাজ পৃথিবীর নানাস্থানে অভ্যর্থিত হইয়া বহুমানপত্র গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু লণ্ডনের মানপত্রই বৈদেশিক পূজারী কর্ত্তৃক মহারাজের প্রথম পূজা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই মানপত্রের একস্থানে লিখিত ছিল—"আমরা স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা যেন আমাদের মস্তকের উপর ঝড়ের মত চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার উচ্চ উচ্চ কথার ভাব আমরা ধারণা করিতে পারি নাই। আপনার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার ও অকাট্য যুক্তির দ্বারা আমরা বেদান্তের মর্ম্ম ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছি এবং আমাদের মনের অনেক সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। আপনি নিউ ইয়র্কে যাইতেছেন, কিন্তু তথায় বেশীদিন থাকিবেন না। শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। আপনাকে কখনই আমরা ভুলিতে পারি না (১৫)।

—•—

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## নিউ ইয়র্কের রুদ্ধতোরণ

চিকাগোর ধর্ম্মমহাসম্মেলনের কালে মার্কিনের আধ্যাত্মিক ভাব বেদান্তের বাণী বা বিশ্বমানবের জন্য সুসমন্বিত কোন ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণের যোগ্য ছিল না। ভূত প্রেত এবং নূতন নূতন মহাত্মাদিগের আবির্ভাবে ও নব নব ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রহণের মোহে তখন মার্কিন সর্ব্বদা মুগ্ধ থাকিত। তখন বলিতে গেলে অলিতে গলিতে নূতন নূতন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিত। নানা শ্রেণীর লোকে তখন নানারূপ অভিনব ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া মার্কিনকে বাতুলাশ্রমে পরিণত করিয়াছিল। দেশ তখন হইয়া উঠিয়াছিল সয়তানের ভণ্ডামি ও প্রবঞ্চনার রন্ধনশালা। তখনকার দিনে যে কোন মতবাদ—তাহা যতই কেন যুক্তিহীন ও অসঙ্গত হউক না, নানাশ্রেণীর লোকে অবলীলায় তাহা গ্রহণ করিত। সে মতবাদের মধ্যে ভণ্ডামি যতই কেন প্রকট থাকুক না তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না। লোকে উহাই বিশ্বাস করিয়া মানিয়া লইত এবং এইরূপ বিশ্বাসীর সংখ্যাও তখন কম ছিল না। যাহা কিছু অস্বাভাবিক, যাহা কিছু অতিশয় গুহ্য ও দুর্ব্বোধ, যাহা কিছু প্রবল উত্তেজনার হেতু লোকে একান্ত আকাঙ্ক্ষার সহিত তাহারই জন্য অপেক্ষা করিত। মধ্যযুগের অধার্ম্মিকতা তখন এইভাবে মার্কিন দেশে বিরাজ করিতেছিল। লোকের এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তখন শত শত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। সেই সকল সমিতি ঘোষণা করিতে লাগিল যে শুধু মার্কিন নহে, সমগ্র বিশ্বের মুক্তি তাহাদের করতলগত এবং ২০ শিলিং হইতে ১০০ শিলিং পর্য্যন্ত চাঁদা দিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেই

যে কেহই মুক্তির অধিকারী হইতে পারে। যাহারা পারিত তাহারা চাঁদা দিয়া মুক্তি ক্রয় করিত।

দেশের অবস্থা যখন এইরূপ তখন স্বামী বিবেকানন্দ বেদ বেদান্ত উপনিষদাদি হইতে মুক্তা সংগ্রহ করিয়া মুষ্টি মুষ্টি ছড়াইতে লাগিলেন। মূল্য বুঝুক বা না বুঝুক নূতন কিছু একটা পাইল বলিয়া অনেকে মুক্তা কুড়াইতে লাগিল—প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিবার লোক ছিল বিরল। সে দেশে সভাসমিতির আয়োজন করিয়া সভায় লোক ডাকিবার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার রীতি আছে। যাহারা সেই কার্য্যে ব্রতী ছিল তাহারা সুযোগ বুঝিয়া স্বামীজিকে মূল্যবান পণ্যরূপে নানাস্থানে বিক্রয় করিতে লাগিল। সরল উদার ও সন্ন্যাসীর ধর্ম্মপ্রাণতা লইয়া স্বামীজি প্রথমে ইহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি দেখিলেন যে সভাগৃহ লোকারণ্য হইতেছে, কিন্তু সেই লোকযাত্রার মধ্যে কৌতূহল পরিতৃপ্তকারী ছিল যে কতজন, পূর্ব্বকথিত ভণ্ড ধর্ম্মবণিক ছিল যে কতজন স্বামীজি তাহা কিরূপে জানিবেন? ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া স্বামীজিকে নিজ নিজ দলভুক্ত করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় রহিল। কেহ কেহ আসিয়া এমনও ভয় দেখাইতে লাগিল যে, স্বামীজি তহাদিগের দলে না ভিড়িলে তাহারা তাঁহার বিশেষ অনিষ্ট করিতেও ত্রুটি করিবে না। স্বামীজি ছিলেন শৈলবৎ। সে পাষাণে কেহ দাগ কাটিতে পরিল না। পাষাণের দৃঢ়তা দেখিয়া তাহারা শেষে হার মানিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন—আমি সত্যের সেবক, মিথ্যার সঙ্গে সত্যের কোন সখ্যতা ঘটে না। যদি সমস্ত পৃথিবীও আমার উপর উদ্যতখড়্গ হয় আমি তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভয় পাইব না। আমি জানি পরিশেষে সত্যের

জয় অবশ্যম্ভাবী।

ধর্ম্মপ্রচারের পথে এইরূপ বাধা বিঘ্নের সঙ্গে সঙ্গে ছিল খৃষ্টপুরোহিত-দিগের সঙ্ঘবদ্ধ ঈর্ষা ও কুৎসা রটনা। স্বামীজির ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন অলোকসামান্য বাগ্মীর দ্বারা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করাইতে পারিলে তাহাদের মনস্কামনা যে সিদ্ধ হয় ইহা তাহারা বেশ বুঝিত। কিন্তু স্বামীজি ছিলেন ইস্পাতে গড়া। তাঁহাকে স্পর্শ করিতে আসিয়া এই পুরোহিতের দলই শেষে রক্তাক্ত কলেবর হইয়া উঠিল। স্বামীজি নানা প্রকাশ্য সভায় এমন তীব্রভাবে ইহাদিগকে তিরস্কার করিলেন যে তাহারা মর্ম্মে মরিয়া গেল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি ত্যাগ না করিয়া খল সর্পের ন্যায় স্বামীজিকে দংশন করিবার জন্য ফণা বিস্তার করিল।

সে দেশে তখন আর একটি সম্প্রদায় প্রবল ছিল। তাহারা 'স্বাধীন-চিন্তাবাদী' বা Free Thinkers নামে পরিচিত ছিল। এই দলে নিরীশ্বরবাদী, জড়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী এবং নিছক যুক্তিবাদীর কোনও অভাব ছিল না। যাহা কিছু ধর্ম্মগন্ধী তাহারা স্বভাবতঃ তাহারই বিরোধী ছিল। তাহারা মনে করিত, এই হিন্দুসন্ন্যাসী আদৌ তাহাদের সমকক্ষ নহে। পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য দর্শন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চাপে পড়িয়া হিন্দু সন্ন্যাসীর ধর্ম্মতত্ত্ব অনতিকাল মধ্যে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। সেই কল্পিত জয়লাভের আশায় একদিন তাহারা নিউইয়র্ক রাজনগরে একটি বিরাট সভার আয়োজন করিয়া স্বামীজিকে তথায় বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিল। স্বামীজি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সভা আরম্ভ হইল। তাহাদেরই জড়বাদ, তাহাদেরই বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতির সহায়ে স্বামীজি অনায়াসেই দেখাইয়া দিলেন যে ধর্ম্মজগতে তাহাদের স্থান কত নিম্নে এবং ধর্ম্মগগনে ভারতের স্থান

কত উচ্চে। তিনি দেখাইয়া দিলেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা শুধু ধ্বংস করিতে জানে, গঠন করিতে জানে না। মনুষ্যজীবনের বিশিষ্ট সমস্যা-গুলি সমাধান করিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান একেবারেই অক্ষম—পাশ্চাত্য জড়বাদ অধ্যাত্মবিদ্যার কাছ ঘেঁষিয়াও দাঁড়াইতে পারে না (১৬)।

মার্কিনের নানাস্থানে স্বামীজি যে সকল বক্তৃতা দিতেন তাহা শুনিবার জন্য যে বুদ্ধিমান বিচক্ষণ বিদ্বান ব্যক্তিরা আসিতেন না তাহা নহে। তাঁহারাও আসিতেন। তিনি ওয়াশিংটন ফিলসফিক্যাল্ সোসাইটীর আয়োজনে কতকগুলি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শুনিবার জন্য যে সকল সুবিজ্ঞ পণ্ডিত আসিতেন তাঁহাদের প্রধান কামনাই ছিল স্বামীজির মুখে ধর্ম্মের শুধু দার্শনিক তত্ত্বটুকুই শ্রবণ করা। স্বামীজি সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিতেন তাহা শুনিয়া এই সকল বিজ্ঞ শ্রোতার নিজ নিজ ধর্ম্মভাবের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিত না। দিনের পর দিন বেদান্তের বাণী শুনাইবার ফলে সেদেশে যে আদৌ কাহারও অন্তর বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় নাই তাহা নহে। স্বামীজি যদিও ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সনাতন ভারতধর্ম্মের ভাবধারা ধীরে ধীরে মার্কিনের চিন্তাজগতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু তিনি ইহাতে মনে মনে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহার অনন্যসাধারণ বাগ্মীতার প্রভাবে প্রতিদিন সভায় বহু লোক আকৃষ্ট হইতে থাকিলেও অনেকে প্রাণের সঙ্গে সনাতন ধর্ম্মকে মিলাইয়া লইতে পারিত না—তাহাদের সংস্কারে বাধিত এবং উহা খৃষ্টধর্ম্মযাজকদিগের দ্বারা প্রচারিত ধর্ম্মব্যাখ্যার একান্ত বিরোধী বলিয়া তাহাদের মনে হইত।

পরে স্বামীজির ধারণা হইয়াছিল যে, আমেরিকান চরিত্রে দৃঢ়তার একান্তই অভাব। নূতন কোন একটা ভাবকে ধরিতে তাহারা যেমন

ক্ষিপ্র, উহা ছাড়িতেও তাহারা তেমনি ক্ষিপ্র। কিন্তু ইংলণ্ডের লোক তেমন নহে। কোন নূতন তত্ত্বকে তাহারা সহজে গ্রহণ করে না বটে, কিন্তু একবার ধরিলে সহজে তাহারা ছাড়ে না (১৭)। যাহা হউক স্বামীজি তখন স্থির করিলেন যে জনসাধারণ তাঁহার বাণী লইতেছে কি না তাহা দেখিবার আর প্রয়োজন নাই বরং জন কতক ভক্তকে শিক্ষা দিয়া এখন এমন ভাবেই প্রস্তুত করা বিধেয় যাহাতে তাহারা অনুভূতির শক্তি লাভ করিয়া নিজ নিজ জীবনকে ক্রমোন্নত করিয়া তুলিতে পারে। স্বামীজির প্রতিভা ও ধর্ম্মময় জীবন দর্শনে অনেক বিমুগ্ধ নরনারী ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন (১৮)।

যাহা হউক আমেরিকায় শেষ পর্য্যন্ত বেদান্ত প্রচার যে তাঁহার মনের মত হইতেছে না ইহাতে তিনি ক্রমে ব্যথিত হইতে লাগিলেন। জড়বাদের কোলাহলে পরিপূর্ণ নিউ ইয়র্ক নগরী তাঁহার আর ভাল লাগিল না তিনি অচিরনকালমধ্যে৷ নিউ ইয়র্ক হইতে দূরে অবস্থিত সেণ্ট লরেন্স নদীগর্ভের নিভৃত ও সাধনো পযোগী 'থাউজাণ্ড্ আইল্যাণ্ড পার্ক' (Thousand Island Park) নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে গমন করিলেন। প্রচারের ক্লান্তির পর বিশ্রাম করিবারও তখন প্রয়োজন ছিল। তাঁহার মন তখন বলিতেছিল—'তাহারাই সত্যকার ভক্ত, ভগবান যাহাদিগকে আমার কাছে প্রেরণ করেন। আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাও এইরূপ। শুধু তাহারাই আমাকে সাহায্য করিতে পারিবে এবং সাহায্য করিবে। আর বাকী লোক ? ভগবান তাহাদের মঙ্গল করুন' (১৯)।

স্বামীজি 'থাউজ্যাণ্ড্ আইল্যাণ্ড্ পার্কে' আসিলেন, কিন্তু সেখানেও তেমন আগ্রহশীল দ্বাদশ জনের অধিক ছাত্র বা শিষ্য পাইলেন না। যাহা হউক এই কয়েকজনকে তিনি তাঁহার সত্যকার শিষ্যরূপে

গ্রহণ করিলেন (২০)।

পরিশেষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও আমেরিকায় কর্ম্মের অসাফল্যে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া স্বামীজি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার পরিকল্পনা করিলেন (২১)। কিন্তু তখনও নানা সভায় বক্তৃতা দিতে তিনি বিরত হইলেন না। দেখিতে পাইলেন সেই সকল সভায় 'Hood carrier' হইতে আরম্ভ করিয়া 'Scientist' পর্য্যন্ত নানা ভাবের লোক উপস্থিত হইতেছে। স্বামীজি ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং থাউজ্যাণ্ড্ আইল্যাণ্ড্ পার্ক দ্বীপে তাঁহার ভক্তদিগের মধ্য হইতে কয়েকজন যোগী গঠনের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন (২২)।

আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আসিয়া স্বামীজি তিন মাস বেদান্ত প্রচার করিতেই তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা ও অন্তর্নিহিত দেবশক্তি তাঁহাকে ইংলণ্ডে বহুজনপূজ্য করিয়া তুলিল। তিন মাস -পর তিনি যখন পুনরায় মার্কিনে আসিলেন তখন ইংলণ্ডের কর্ম্মসাফল্য তাঁহার মনে যথেষ্ট শান্তি ও প্রফুল্লতা আনিয়াছিল। দুই মাস মাত্র নিউ ইয়র্কে প্রচারকার্য্য করিয়া যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সুদক্ষ সন্ন্যাসী ভিন্ন অপরের দ্বারায় আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার ফলপ্রদ হইবে না তখন তাঁহার কতিপয় আমেরিকার শিষ্যবর্গের ভিতর হইতে কয়েকজনকে দীক্ষা দিয়া তাঁহা-দিগের উপরে বেদান্ত প্রচারের ভারার্পণ পূর্ব্বক তিনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গমন করিলেন। এই সময় কয়েকজনের অনুরোধে তিনি নিউ ইয়র্কে বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিলেন। সেই সমিতির ভার লইলেন তাঁহার নবদীক্ষিত আমেরিকার শিষ্যবর্গ (২৩)। যাহা হউক শেষ পর্য্যন্ত ইহারা বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না এবং ভারত হইতে একজন

গুরুভ্রাতাকে নিউ ইয়র্কে প্রেরণ করিবার জন্য তাঁহারা নির্ব্বন্ধাতিসহকারে স্বামীজিকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন (২৪)। তাঁহাদের পরামর্শকেই গ্রহণযোগ্য মনে করিয়া স্বামীজি তৎক্ষণাৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে কলিকাতা হইতে আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। আমরা দেখিয়াছি স্বামী সারদানন্দ মহারাজ কলিকাতা হইতে লণ্ডনে আসিয়া কয়েক দিন মাত্র তথায় ছিলেন এবং অনতিকাল পরে আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। মার্কিনে আসিয়া স্বামী সারদানন্দ বোষ্টন, ব্রুকলিন্ এবং নিউ ইয়র্কে যশের সহিত বক্তৃতাদি করিলেন। যাহাতে নিউ ইয়র্ক হইতে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বেদান্ত প্রচার চলিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি নিউ ইয়র্কে বাস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন বলিয়া স্বামীজির চরিতাখ্যায়ক-গণ লিখিয়াছেন (২৫)। কিন্তু স্বামী সারদানন্দের নিজের একটি উক্তি হইতে জানা যায় যে তিনি যখন কেম্ব্রিজে মঠ স্থাপন করিয়া স্থায়ীভাবে তথায় বাস করিবার কল্পনা করিতেছিলেন—কারণ সেখানেই তাঁহার 'লেকচার বেশ জমিয়াছিল'—সেই সময় কলিকাতা হইতে স্বামীজির আদেশ আসিল 'শরৎ—চলে আয়'। সারদানন্দ মহারাজ অল্পদিন পরেই আমেরিকা ত্যাগ করিয়া ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং লণ্ডনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রচারকার্য্য তখনকার মত বন্ধ রাখিয়া মহারাজ চলিলেন নিউ ইয়র্কে স্বামী সারদানন্দের স্থান গ্রহণ করিতে।

আমেরিকার রাজধানী নিউ ইয়র্ক এবং ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন। স্বামীজি মনে মনে জানিতেন যে, এই দুই রাজনগরীতে দুইটি বেদান্ত সমিতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে সমস্ত পাশ্চাত্য ভুবন সেই দুই সমিতির প্রচারকদিগের মুখে বেদান্তের বাণী শুনিতে পাইবে। লণ্ডনে তাঁহার আশানুরূপ কাজ হইতেছিল, হয় নাই কেবল নিউ ইয়র্কে। নিউ

ইয়র্কে সফলকাম হওয়াই স্বামীজির বিশেষ আগ্রহের বিষয় ছিল। এইরূপই অনুমান হয় যে, তাঁহার নিজের ও স্বামী সারদানন্দের চেষ্টায় তখন তাহা হয় নাই এবং অন্যান্য কারণেও তাঁহাকে প্রতীচী পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিতে হইল বলিয়া তিনি 'সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য পাত্র মনে করিয়া স্বামী অভেদানন্দের উপরে প্রতীচীর জ্ঞানসত্রের অধ্যক্ষতার ভার অর্পণ' করিলেন (২৬)। সংক্ষেপতঃ ইহাই মহারাজের মার্কিনে আগমন ও দীর্ঘকাল তথায় অবস্থানের কারণ।

স্বামীজি মার্কিনে যে সকল বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে মহারাজকেও সেই সমস্ত বাধাই অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার অগ্রগতির পথও ছিল বিশেষ দুর্গম। তাঁহার অসাধারণ সংগঠনকৌশল কিরূপে তাঁহাকে জয়যুক্ত করিয়া মার্কিনের হৃদয় জয়ী ধর্ম্মবীররূপে জগন্মান্য করিয়াছিল তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে দিবার চেষ্টা করিব। এই প্রসঙ্গে আপাততঃ এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্বামীজি তিন বার করাঘাত করা সত্ত্বেও যে নিউ ইয়র্কের অবরুদ্ধ তোরণ খোলে নাই, মহারাজ অবলীলাক্রমে সেই রুদ্ধদুয়ার মুক্ত করিয়া স্বামীজির আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। স্বামীজি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নিউ ইয়র্কে আসিয়া মহারাজের সহিত পরমানন্দে সমিতিভবনে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন— 'Thrice I knocked at the door of New York but it did not respond. I am glad that you have established a permanent head quarters. This is the first time I have found our home

in New York'. ( অর্থাৎ, তিনবার আমি নিউ ইয়র্কের দ্বারে করাঘাত করিয়াছি কিন্তু সে দ্বার খোলে নাই। তুমি যে সমিতির স্থায়ী বাসভবন স্থাপন করিতে পারিয়াছ ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। নিউ ইয়র্কে এই প্রথম আমি আমাদের আশ্রয়ভবন পাইলাম )।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট 'সেণ্ট্ পল্' জাহাজ আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়া ইংলণ্ডের সাদাম্পটান্ বন্দর হইতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র নিউ ইয়র্ক সহরের জেটিতে আসিয়া ভিড়িল। মহারাজ যখন জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন তখন তিনি ছিলেন একেবারে কপর্দ্দকহীন। মিষ্টার স্টার্ডির হাত দিয়া স্বামীজি যে অর্থ দিয়াছিলেন তাহা শুধু পাথেয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

মহারাজ জাহাজ হইতে জেটিতে নামিলেন। তাঁহার সঙ্গে তখন ছিল বেদ উপনিষদ এবং ষড়দর্শন সম্বন্ধে এক বাক্স পুস্তক। শুল্ক আদায়কারী কর্ম্মচারিগণ আসিয়া পুস্তকের বাক্সটি ধরিলেন এবং মাশুল চাহিলেন। সে সময় যুক্তরাজ্যে ডিংলে বিল্ নামে শুল্ক সম্বন্ধীয় একটি কড়া আইন প্রচলিত ছিল। সেই বিধানের বলে বিদেশী দ্রব্যের উপরে অত্যন্ত বেশী মাশুল ধরা হইত। মহারাজ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন তাঁহাকে যথাস্থানে লইয়া যাইবার জন্য জেটিতে কেহ উপস্থিত নাই। অবশেষে কর্ম্মচারিদিগের সহিত অনেক বাদানুবাদের পর তাঁহারা বুঝিলেন যে পুস্তকগুলি বিক্রয়ের জন্য পণ্য নহে—উহা একজন সন্ন্যাসীর পাঠ্য গ্রন্থ এবং ধর্ম্ম প্রচারকের নিত্যসঙ্গী। মহারাজকে আর মাশুল দিতে হইল না।

ইহাই স্থির ছিল যে মহারাজ মিস্ মেরী ফিলিপ্স্-এর অতিথি হইবেন। সেই বাড়ীর নম্বরটি তাঁহার জানা ছিল বলিয়া একখানি গাড়ী লইয়া তিনি জেটির বাহির হইলেন এবং সহজেই মিস্ মেরী ফিলিপ্সের

বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিস্ মেরী ফিলিপ্‌স্ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের একজন শিষ্যা এবং স্বামীজি কর্ত্তৃক আরব্ধ নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সেক্রেটারী। মহারাজকে জেটি হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য ইতিপূর্ব্বেই তিনি মিষ্টার ভ্যান হাগেন এবং অন্যান্য কয়েক জনকে জাহাজ ঘাটে পাঠাইয়াছিলেন। মহারাজকে জেটিতে না দেখিয়া তাঁহারা উদ্বিগ্নচিত্তে ফিরিয়া আসিয়া যখন মহারাজকে মিস্ ফিলিপ্‌সের বাড়ীতে দেখিতে পাইলেন তখন একটী হাসির রোল উঠিল।

হাগেন ছিলেন একজন হল্যাণ্ড বাসী। স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের যোগের ক্লাসে তিনি রাজযোগ অধ্যয়ন করিতেন এবং নিজেকে স্বামীজির একজন ব্রহ্মচারী শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। মহারাজের সহিত কথায় বার্ত্তায় হাগেন এতই প্রীত হইলেন যে তাঁহার নিত্য সঙ্গী হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া বিপুলকায় রাজনগরী নিউ ইয়র্কের নানা দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ তথায় যে নামসর্ব্বস্ব (nominally formed) নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতি গঠন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার সম্পাদিকা ছিলেন মিস্ ফিলিপ্‌স্। ভ্যান হাগেন, মিস্ ওয়ালডো, মিষ্টার গুডইয়ার ও তাঁহার পত্নী—কাগজেপত্রে এই কয়েক জনকে লইয়া সেই সমিতি গঠিত হইয়াছিল (২৭)।

নিউ ইয়র্ক যেমন বৃহৎ তেমনি একটি অদ্ভুত নগরী। উহার গগনচুম্বী প্রাসাদগুলি দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। এই সকল অট্টালিকা-গুলির মধ্যে তখন যেটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ ছিল তাহার নাম ছিল উলওয়ার্থ বিল্‌ডিং। উহা ৫৬ তলে বিভক্ত। পথে ভ্রমণ করিতে করিতে

মহারাজ দেখিতে পাইলেন একজন জ্যোতিষী বৃহৎ একটি দূরবীক্ষণের সাহায্যে পথচারীদিগকে গ্রহনক্ষত্র দেখাইতেছেন। মহারাজও সেই বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিলেন। শনিগ্রহ ও তাহার একাদশটি অগ্নিময় উপগ্রহ, চন্দ্রে বর্ত্তমান পর্ব্বত উপত্যকা প্রভৃতি সমস্তই তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। এইভাবে কয়েকদিন ভ্রমণ করিয়া মহারাজ যে শুধু নিউ ইয়র্কের দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিলেন তাহা নহে—নিকটবর্ত্তী গ্রেন আই-ল্যাণ্ড, ফিলাডেল্‌ফিয়া, ফ্রেডেরিক্সবার্গ, ওয়াশিংটন নগর প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিলেন। এই ভ্রমণব্যপদেশে নানা শ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিল। ফরাশী কাউন্‌টেস্‌ দাদেমার ছিলেন মহারাজের পূর্ব্ব পরিচিতা। একই জাহাজে মহারাজের সহিত তিনি নিউ ইয়র্কে আসিয়াছিলেন। তাঁহার এবং তাঁহার স্বামীর সহিত দেখা করিয়া মহারাজ পরিচয়কে বন্ধুত্বে পরিণত করিলেন। মহারাজের মুখে বেদান্তের কথা, ভারত সংস্কৃতির কথা, সাধারণভাবে ভারতের সর্ব্ব ধর্ম্মমতের কথা প্রভৃতি শুনিয়া কাউন্‌টেস্‌ এবং কাউণ্ট্‌ এতই প্রীত হইয়া উঠিলেন যে, আমেরিকায় বেদান্ত বাণী প্রচার করিবার জন্য যখন যেরূপ সাহায্যের প্রয়োজন তখনই তাহা দিবার জন্য তাঁহারা মহারাজের নিকট অঙ্গীকার করিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের যে সকল বন্ধু তখন নিউ ইয়র্কে ছিলেন, নিউ ইয়র্কে আসিয়াই মহারাজ তাঁহাদিগের নামে পরিচয় পত্র চাহিয়া স্বামীজিকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই সকল পুরাতন বন্ধু যাহাতে প্রচারকার্য্যে সাহায্য করেন সেজন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিবার কথাও মহারাজ স্বামীজিকে জানাইয়াছিলেন। পত্রের উত্তরে স্বামীজি কলিকাতা হইতে জানাইয়াছিলেন—"আমার বন্ধু-বান্ধবদিগের উপর নির্ভর

করিও না। স্বাবলম্বী হও এবং নিজে এমন বন্ধু করিয়া লও যাহারা তোমার সহায় হইবে। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া সকল বাধার সহিত যুদ্ধ কর।

নির্ব্বান্ধব এবং ভিন্ন মত ও ধর্ম্মাবলম্বীদের দেশে নামে মাত্র সম্বল একটি বেদান্তকেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে সুগঠিত ও সুপরিচিত করিবার জন্য যিনি প্রচারকরূপে প্রেরিত হইয়াছেন, এমন একটি মনোভঙ্গকারী আদেশ যে তাঁহার পক্ষে কতদূর মর্ম্মপীড়াদায়ক তাহা অন্যে বুঝিবে না। মহারাজ সে ব্যথা ভালরূপেই অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অন্তরে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে সঙ্ঘনেতার আদেশ যতই কেন কঠোর হউক না উহা তাঁহাকে একটুও দমাইতে পারিল না। আত্মিক বলে বলী যাঁহারা, পথের বাধা তাঁহাদিগকে আরও বেশী সুদৃঢ় সঙ্কল্পে বদ্ধ করে—সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে না।

ভগবদ্গীতার সেই মহদ্বাণী মহারাজের হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—শুধু কর্ম্ম করিবার অধিকারটিই তোমার—ফলের দিকে লোভ করিও না।

মহারাজ তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন—'আমি তখনই কৃতসঙ্কল্প হইলাম, নিজের কর্ম্মশক্তির দ্বারা জগৎকে দেখাইব যে সত্য সত্যই আমি একজন কর্ম্মযোগী ও খাঁটি সন্ন্যাসী ( I resolved that I shall prove by my works that I am a true Karma Yogi and a real Sannyasi ). ভগবানের ইচ্ছার উপর একান্ত নির্ভরতা তখন এক অটল সঙ্কল্পে মহারাজের হৃদয়কে উৎসাহে প্রদীপ্ত করিয়া দিল। তিনি পণ করিলেন, সেই অসীম নির্ভরতাকে অবলম্বন করিয়া বীর সৈনিকের কৃতসঙ্কল্পহৃদয়

লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, এই কর্ম্মের ফলাফল কি হইবে এই সকল চিন্তা তিনি মনে আদৌ স্থান দিবেন না।

তখন হইতেই সেই আরব্ধ কর্ম্মটি তাঁহার ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিল। পরে তখনকার মত নানা বাধা অতিক্রম করিয়া যখন তিনি নিউ ইয়র্কে বেদান্ত সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন তখনও সকল বাধার অন্ত হয় নাই। সমিতি গঠিত হইলে পর উহা যথাযোগ্যরূপে পরিচালন মানসে যখন তিনি নানাবিধ বিধি বিধান (constitution) প্রস্তুত করিলেন তখন সে দেশের লোক অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠিল—ভারতের একজন সন্ন্যাসীই যে সর্ব্বদা আসিয়া নেতৃত্ব করিবে ইহা তাঁহাদের সহ্য হইল না। "মহারাজের কথা"তে আমারা দেখিতে পাই—'আমেরিকার কর্ম্মক্ষেত্রে যোগদানের কিছু পরেই দুর্ব্বার প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে ওখানকার সঙ্গতিসম্পন্ন অনেকে যখন ধ'রে বসল, সেখানকার মঠের অধ্যক্ষ যে চিরকাল ভারতের সন্ন্যাসীরাই হবে তা' নয়—তারা খুসীমত যে কোন লোককে নিয়ে এসে বসাতে পারবে। স্বামীজি ( স্বামী অভেদানন্দ ) তৎক্ষণাৎ সেই তরুণ বয়সেই তাদের সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান ক'রে নির্ভয়ে নব উদ্যমে বেদান্ত সোসাইটি নিজেই গড়লেন' (২৮)।

যাহাদিগকে লইয়া নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটি, যাহাদিগের সহানুভূতি এবং বেদ বেদান্ত প্রভৃতি ভারত সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধা সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ, যাহারা ইচ্ছা করিলে এক ফুৎকারে বিদেশী ও বিধর্ম্মী, নিঃসহায় ও নিঃসম্বল যে কোন সন্ন্যাসীকেই তাঁহার সংগঠনকার্য্যসহ আটলান্টিকের বিস্তৃত বক্ষে নিক্ষেপ করিতে পারে—আবার যাহাদের সম্মতি থাকিলে সোসাইটীর মন্দির স্বর্ণময় হইতে এক দণ্ডও লাগে না তাহাদের নিকট হইতে এইরূপ প্রবল বাধা আসিলে অতি বড় বীর্য্যবান

কর্ম্মীকেও প্রায় হতচেতনই হইতে হয়। ইহার উপর যদি আবার তাঁহাকে নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়—অনাহারে বা বলিতে গেলে ভিক্ষান্নে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে হয়—এমনকি শত্রুতারও সম্মুখীন হইয়া, কাহারও সাহায্য না লইয়া বেদান্ত মন্দিরের প্রস্তররাশি শেষে একের পর এক আপনার করে গ্রথিত করিতে হয় এবং সংগঠন কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়া উন্নতশিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে জয়ধ্বনি দিতে হয়—তাঁহার পৌরুষ অপ্রমেয়, তাঁহার কর্ম্মকৌশল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর যোগসাধনা—তাঁহার কর্ম্মশক্তির গৌরব যে কোন অরাতিবেষ্টিত দুর্ম্মদ সেনাপতির রাজ্যজয়গৌরব অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে! মহারাজ সেই জয়গর্ব্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী। মার্কিনে তাঁহার জয়যাত্রা ঠাকুরেরই জয়যাত্রারূপে চিরদিন পরিচিত রহিবে। ঠাকুরের জয়রথচক্রের সেই দিগন্তবিস্তারি নির্ঘোষ যুগান্তকাল পর্য্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া কর্ম্মযোগের জয়শঙ্খরূপে পরিচিত হইয়া থাকিবে।

—•—

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## পথ নির্ণয়

সাধারণ লোকের ধারণা যে স্বামীজি নিউ ইয়র্ক পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডন গমন করিবার পূর্ব্বে নিজের চেষ্টায় ও তাঁহার আমেরিকান শিষ্যদের চেষ্টায় নিউ ইয়র্কে যে বেদান্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা একরূপ সুকর্ষিতই হইয়াছিল এবং স্বামী সারদানন্দ আমেরিকায় যাইয়া সেই বেদান্তক্ষেত্রকে আরও উর্ব্বর করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বামী অভেদানন্দ যখন নিউ ইয়র্কে আসিলেন তখন তিনি তথায় এমন একটি বেদান্তক্ষেত্র পাইয়াছিলেন যাহার জন্য তাঁহাকে বড় বেশী কিছু করিতে হয় নাই। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে স্বামীজির বৃহৎ জীবন চরিত পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, সত্য ইহা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। লণ্ডন যাইবার সময় স্বামীজি জানিতেন যে, বেদান্তের প্রতি নিউ ইয়র্কের লোকদের আন্তরিক টান বা শ্রদ্ধা তাঁহার সময়ে আসে নাই। তিনি যতটুকু আগ্রহ সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা ছিল অত্যন্তই ভাসাভাসা মাত্র—"He felt that the interest he had awakened was not what he wanted ; to his mind it was too superficial" (২৯)। (অর্থাৎ, তিনি অনুভব করিলেন যে যেরূপ আগ্রহ জাগ্রত করিতে তিনি চাহিয়াছিলেন তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, যে আগ্রহ জাগ্রত হইয়াছে তাহা ভাসাভাসা মাত্র)।

মহারাজ তাঁহার ডায়েরিতে বলিয়াছেন—"স্বামী বিবেকানন্দ যে বেদান্ত-প্রচার-ব্রত আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন আমি পণ করিলাম যে, সেই ব্রতকে কৃতিত্বের সহিত উদ্‌যাপিত করিবার জন্য প্রাণপণে পথের সন্ধান

করিব।" ("I was determined to find ways and means for making a success of the Vedanta work in New York which was started by Swami Vivekananda") (৩০)। কর্ম্মবীরের সঙ্কল্প এইরূপই হয়।

স্বামীজির চরিতাখ্যায়কগণ বলিতেছেন যে, ৬ই আগষ্ট মহারাজের নিউ ইয়র্কে আগমনের পর হইতেই বেদান্তের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা নবীন আগ্রহে বৃদ্ধি পাইয়াছিল—"Since the arrival of the Swami Abhedananda in New York on 6th August, the interest in the Vedanta Philosophy received a new impetus" (৩১)।

মহারাজের ডায়েরি হইতে জানিতে পাই—এই সাফল্য লাভ করিবার জন্য তাঁহার না ছিল কোন সঞ্চিত অর্থ, না ছিল নাগরিকগণ প্রদত্ত কোন এককালীন দান। তাঁহার থাকিবার ঘরভাড়া, আহারাদির ব্যয়, বক্তৃতা করিবার জন্য সংগৃহীত হলের ভাড়া, বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকাদিতে বক্তৃতা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রদানের ব্যয় প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাকে অর্জ্জন করিতে হইত। তাঁহার আয়ের একটি বই দ্বিতীয় পন্থা ছিল না। তাঁহার বক্তৃতার অন্তে একটি পেটিকা লইয়া কেহ কেহ উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহা সেই পেটিকায় ফেলিয়া দিতেন। সেই স্বেচ্ছার দান কুড়াইয়া মহারাজকে সর্ব্বপ্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। যে পরিমান অর্থ পাওয়া যাইত তাহাতে ব্যয় সংকুলান হইত না বলিয়া তিনি নিজের ব্যক্তিগত খরচপত্র যথাসম্ভব কমাইয়াছিলেন এবং আহারাদির জন্য তাঁহার ক্লাসের ছাত্রগণের নিমন্ত্রণের উপরই নির্ভর করিতেন। ইহা যেন ছিল ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসীর মাধুকরী বৃত্তি (৩২)। মহারাজের ছাত্রগণ যখন জানিতে

পাইলেন যে আহারাদির ব্যয় পর্য্যন্ত বহন করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই এবং অর্থ দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করে তেমনও কেহ নাই তখন তাঁহাকে উপবাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেহবা দিবসে কেহবা রাত্রে তাঁহাকে দিনের পর দিন আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন (৩৩)। দুই দিন নয় এই ভাবে তাঁকে সুদীর্ঘ ষোল মাস কাটাইতে হইয়াছিল। শুধু তাঁহার অপরিমেয় কর্ম্মনিষ্ঠা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া সত্বেও তাঁহাকে মার্কিনে একটি নবীন ধর্ম্মজগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ করিয়াছিল। অনন্তভাবময় ঠাকুরের অনন্ত ভাবরাশিকে নূতন নূতন রংএ রাঙ্গাইয়া মহারাজ যুগোপযোগী ও পাত্রোপযোগী করিয়া দুই করে বিলাইতেন। স্বয়ং ঠাকুর :তাঁহাকে চালাইতেন সুতরাং না চলিয়া তাঁহার উপায় ছিল না। এইভাবে মহারাজ যে ধর্ম্ম জগৎ সৃষ্টি করিলেন তথা হইতে শেষে চার্চ্চের গোঁড়ামি বিদূরিত হইয়া খৃষ্টত্ব বা দেবত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। মহারাজ মার্কিনের অন্তরাত্মাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন।. শুধু আবিষ্কার নহে আবিষ্কার করিয়া উহাকে নূতন গঠন দিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন—"কায় মন বাক্য যদি এক হয় তবে একমুষ্টি লোক পৃথিবী উণ্টে দিতে পারে এই বিশ্বাসটী ভুলো না। বাধা যতই হবে ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিস যতই নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিস প্রথমে তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই ত সিদ্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ। বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই"। মার্কিনে মহারাজের প্রচারজীবনে স্বামীজির মুখনিঃসৃত এই অতি সত্যবাণী খুব স্পষ্ট হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

নির্ব্বীর্য্য, ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মপ্রচারক সন্ন্যাসীমাত্র হইয়া মধ্যে মধ্যে সভা-

মণ্ডপে শুধু বাক্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বসিয়া থাকিলেই ভোগপ্রধান মার্কিনের জনগণের মনের মধ্যে স্থান পাইবার সম্ভাবনা যে মহারাজের ছিল না ইহা তিনি প্রথম হইতে বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মার্কিনের অন্তরকে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত নানাভাবে তাহাদের অন্তরঙ্গ হইবার জন্য আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার কর্ম্মকৌশলের প্রথমাংশ প্রকাশ করিতেছে।

আজ তাঁহাকে একদল মার্কিনের সহিত কোন লাইব্রেরী বা আর্ট্ গ্যালারী বা মেট্রোপলিটান্ মিউজিয়াম্ অভ্ আর্টস্ দর্শন করিতে যাইতে হইল, দিনান্তরেই আবার অন্য দলের আমন্ত্রণে সে দেশের রঙ্গালয়ে গমন অথবা এমল্ পাউরের ন্যায় সুবিখ্যাত বাদকের বাদ্য শুনিবার জন্য উপস্থিত হইতে হইল, অন্যদিন আবার কোন সহকর্ম্মীর সহিত সে দেশের বিবাহ বাসরে উপস্থিত থাকিয়া তিনি ভারতীয় ঋষির যোগ্য আশীর্ব্বচন পাঠ করিলেন। আবার এমন এক দিন আসিল যেদিন কোন সুবিখ্যাত মার্কিন নেতার দেহান্তের পর মৃতব্যক্তির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য অন্যের ন্যায় তিনিও গমন করিলেন। শুধু ইহাই নহে। সে দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-দিগের নানাবিষয়ে বক্তৃতাশ্রবণ, রবিবাসরীয় উপাসনাকালে খৃষ্ট ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া খৃষ্টান জগতে ধর্ম্মালোচনার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন—আবার মার্কিনের সহিত স্পেনের যুদ্ধ বাধিলে মার্কিনিদের জয় গৌরবে আনন্দ প্রকাশ এবং তাহাদের সহিত মার্কিন রণতরী ও সৈনিকদিগের কুচকাওয়াজ এবং স্প্যানিস্ (Spanish) বন্দীনিবাস সন্দর্শন—এ সবই মহারাজকে করিতে হইয়াছিল। কারণ সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী না হইলে কাহারও অন্তরঙ্গ হইতে পারা যায় না।

# রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, দার্জ্জিলিং
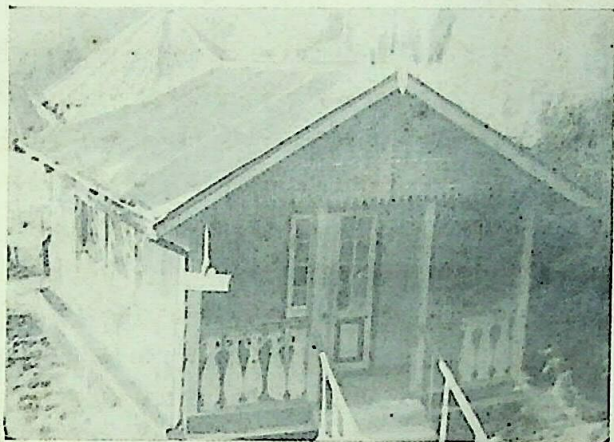
শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির
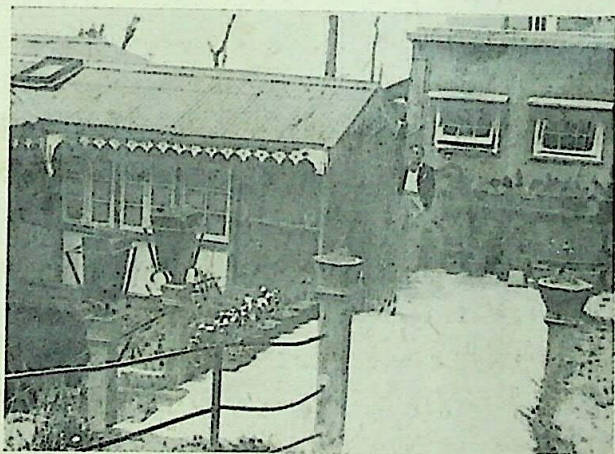
স্বামী অভেদানন্দের বসিবার ঘর

এই সকল কার্য্যের অবসরে সুযোগ হইবামাত্রই চিন্তাশীল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের সহিত নানা বিষয়ের বিচার ও আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে যাইয়া নব নব আবিষ্কার সম্বন্ধে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় প্রভৃতি যখন যাহা সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে মহারাজকে তাহাই করিয়া মার্কিনিদিগের অন্তরঙ্গ হইতে হইয়াছিল। কখনও বা তিনি তাহাদের নিকট গল্‌ফ্ (Golf) খেলিতে শিখিয়াছিলেন, কখনও বা আবার অশ্বারোহণে পটুতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। চরিত্রে যিনি মধুর, জ্ঞানে যিনি অপার, ঔদার্য্যে যিনি আকাশ, গাম্ভীর্য্যে যিনি সাগর—এমন একজন নির্ম্মল, সরল, স্বার্থশূন্য, অথচ সদাই সুদৃঢ়সঙ্কল্পী ও আত্মমর্য্যাদাশীল সন্ন্যাসী যদি এইভাবে কোন সমাজে মিশিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে সে কার্য্য অতিশয় সহজ। সর্ব্ব প্রথমে মহারাজ সেই সহজ পন্থাটি অবলম্বন করিতে লাগিলেন। লোকে দেখিতে লাগিল, তাহারা বুঝিতে লাগিল যে এই হিন্দু সন্ন্যাসীর দেহে এমন একটি প্রাণ আছে যাহা পরের দুঃখে গলে, পরের সুখে সুখী হয় এবং যাহা পরের গৌরবে গর্ব্ব অনুভব করে। তাহারা দেখিল বসুধা এই সন্ন্যাসীর কুটুম্ব হইয়াছে। সন্ন্যাসী আদেশ করে না—অনুরোধ করে। নিজে দূরে না থাকিয়া স্বয়ং সর্ব্বকার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সন্ন্যাসীকে এইভাবে বুঝিবার অবকাশ যাহাদের হইল তাহারা শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়িল এবং তাহাদেরই মুখে মুখে মহারাজের জয়গান দিনের পর দিন নানাদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ তারিখে মহারাজ তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছিলেন—"খ্রীষ্ট ধর্ম্মজগতের উন্নতমনা পুরোহিতদিগের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হওয়ার আমার প্রয়োজন ছিল। কারণ নিউ ইয়র্ক নগরের

৬

বহু শিক্ষিত এবং ক্ষমতাশালী নাগরিকদিগের উপর এই সকল খ্রীষ্ট পুরোহিতদিগের যথেষ্ট প্রভাব। তাহারা যদি আমার প্রচারকার্য্যকে মান্য করে এবং আমাকে সাহায্য করে তবেই আমার পক্ষে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব। তাহারা সাহায্য না করিলে আমি একপদও অগ্রসর হইতে পারিব না। আমি সেইজন্য সিদ্ধান্ত করিলাম যে, যে পথে বাধা বিঘ্ন খুবই কম আমি সেই পথটি ধরিব, মিশনারীদের সহিত বিরোধের পথে মিলিব না, কারণ সেদেশের লোকের মনে যে ধর্ম্মভাব আছে তাহার নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা এই মিশনারীরা। যদি তাহারা বন্ধু না হয়—যদি তাহারা তাহাদিগের আপন আপন এলাকার লোকদিগকে বলিয়া দেয় যে উহারা যেন আমার বক্তৃতাসভা বর্জ্জন করে—আমার ক্লাসে কেহ যেন আর না আসে—তাহা হইলে আমি আমার কোন্ সভায় সম্ভ্রান্ত শ্রোতার দেখা পাইব? নগরের ভাল লোক যাঁহারা তাঁহাদিগের সহানুভূতি লাভ করিবার জন্য তাই আমাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এই খ্রীষ্ট জগতে বেদান্ত সমিতি যাহাতে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে সেই জন্য আমি তাঁহাদিগকে বিশেষ-ভাবে ধরিয়া সম্মতি লইয়াছিলাম। তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে বেদান্তের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন"। (৩৪)

পাশ্চাত্য জগতে ক্লাব জীবনের মূল্য ও শক্তি অশেষ। সে দেশের ক্লাব্‌ই দেশের চিন্তা ও কর্ম্ম এবং জীবনগঠন নিয়মিত করে। খেলা-ধূলা এবং আমোদ-আহ্লাদের ভিতর দিয়া এই মহাব্যাপার সংঘটিত হয়। পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া ক্লাবে আত্মীয়তায় দাঁড়ায়। চিন্তা ও ভাবের আদানপ্রদানের ক্ষেত্র সে দেশের ক্লাব্। সেই ক্লাব্‌ভোগের ভিতর দিয়াই সে দেশের ভাগ্যবিধাতাদিগকে সৃজন করে,

পালন করে ও তাহাদিগেরই সাহায্যে জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে। জয় পরাজয়, বিপ্লব ও শান্তির বীজ ক্লাবের্ সীমা মধ্যে উপ্ত হইতে দেখা যায়। মহারাজকেও তাই এক ক্লাবের বৈঠক হইতে অন্য ক্লাবের বৈঠকে—এক ষ্টুডিওর বৈঠক হইতে অন্য ষ্টুডিওর বৈঠকে গল্পচ্ছলে বেদান্তের কথা, ভারতের কথা, ভারতের ধর্ম্ম সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা প্রভৃতি দিনের পর দিন শুনাইতে হইয়াছে এবং ক্লাবের সদস্যগণের সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের সুখ ও দুঃখের ভাগী হইতে হইয়াছে, তাঁহাদিগের ক্রীড়াকৌতুক, কখন বা শৈলারোহণ, কখনও বা নৌসংবাহন, কখন আবার স্কী (ski) পরিচালনা প্রভৃতি নানাবিষয়ে উৎসাহ দিতে হইয়াছে। এইরূপে মিলামিশার সময়ে কথা প্রসঙ্গে তিনি বেদ বেদান্ত উপনিষদাদির কথা বলিতেও ক্ষান্ত হন নাই। স্বামীজির চরিতাখ্যায়কগণ তাই বলিয়াছেন যে, মহারাজ তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের প্রথমাবস্থায় সে দেশের দর্শন, বিজ্ঞান, কলা ও ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশিষ্ট চিন্তানায়কদিগের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পারিবারিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে এই পরিচয় ঘটাইবার সুবিধা হইয়াছিল। এইভাবে নিজের সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে তিনি তাঁহাদিগকে সহায় করিয়াছিলেন (৩৫)। এইরূপ সকল প্রকার প্রচেষ্টাকেই স্বামীজির চরিতাখ্যায়কগণ স্বামী অভেদানন্দের 'অক্লান্ত পরিশ্রম' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে সেই 'অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণেই' সে দেশে বেদান্ত বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল (৩৬)। শেষে এমন দিন আসিয়াছিল যখন নিউ ইয়র্কের ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে খুব বেশী উদারমতাবলম্বী ও বিদ্বান বলিয়া পরিচিত রেভারেণ্ড্ মিষ্টার হেবার

নিউটন ( Rev. Mr. Heber Newton ) পর্য্যন্ত মহারাজের বক্তৃতার বিজ্ঞাপন তাঁহার চার্চ্চের নরনারীদিগের মধ্যে স্বয়ং প্রচার করিয়া সেই বক্তৃতা শুনিবার জন্য তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতেন। নিউটনের একটি প্রকাণ্ড পুস্তকাগার ছিল। পৃথিবীর নানাদেশের ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মেতিহাস— বিশেষ করিয়া যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সে সমস্তই যে সকল গ্রন্থে বিবৃত আছে সেই সকল গ্রন্থই ঐ পাঠাগারে ছিল। মহারাজ সেই পাঠাগারে অনায়াসগতি লাভ করিয়াছিলেন। হেবার নিউটন ভিন্নও অনেক প্রসিদ্ধ মিশনারী শেষে মহারাজের সহায় হইয়াছিলেন। দর্শনাদি সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই মহারাজ তৎক্ষণাৎ সদুত্তর দিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সজ্জনোচিত ভদ্র ব্যবহার সর্ব্বদা সকলকে পরিতুষ্ট করিত। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন কল্পে এ সকলও কম সহায়তা করে নাই।

সে দেশে এতদিন চার্চ্চের ডগমা( church dogma )কেই অবলম্বন করিয়া যাহারা এতদিন নিশ্চিন্তমনে বসিয়াছিল তাহারা মহারাজের মুখে শুনিতে লাগিল—"আত্মসংযম কর, আত্মজ্ঞান হবে। তা' হলেই জান্‌তে পারবে ভগবান কি। তোমার পশু-আমিটাকে দমন করে দেব-আমিটাকে প্রকাশ কর। ইহারই নাম আত্মসংযম। সত্য-নিষ্ঠা, আত্মসংযম, পবিত্রতা, বিবেক, বৈরাগ্য, নিঃস্বার্থ জীব প্রেম প্রভৃতির নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন করিলে তবে প্রকৃত ধর্ম্মনীতির সন্ধান পাওয়া যায়। ভগবানের কাছে শুধু ভগবানকেই চাও—আর কিছু চাহিও না। আত্মার অনুসন্ধান কর—আত্মার সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ কি তাহাই জানিতে চেষ্টা কর—ভগবান কি এবং কোথায় থাকেন ধ্যানের দ্বারা তাহা জানিয়া লও।"

ডগ্‌মা (dogma)র দ্বারা প্রভাবান্বিত যাহারা তাহারা এই সকল কথা শুনিয়া মহারাজকে প্রথমে একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিল। প্রশ্ন করিল—"স্বামীজি আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কি? আপনি কি আমাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বর্ব্বরতাপূর্ণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলেন?" মহারাজ কহিলেন—"না, না, কেন আমি তাহা বলিব?" তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল "তবে?" মহারাজ কহিলেন—"আপন আপন ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আমি কাহাকেও হিন্দু করিতে আসি নাই। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরোধীও আমি নই। জগতের অতিশয় মহৎ ধর্ম্মবেত্তাগণ যে ধর্ম্মনীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন আমি শুধু তাহাই শিখাইতে আসিয়াছি - তাঁহারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন আমি সেই কথাকেই প্রাঞ্জল করিয়া প্রচার করিতে আসিয়াছি। তাঁহারা বিশ্বমানবের মঙ্গলের জন্য নিজ নিজ জীবন দান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদিগের দ্বারা প্রচারিত ধর্ম্মনীতি শুধুই কতকগুলি নীতিবাক্য মাত্র নহে। মানুষ ইচ্ছা করিলেই সেই ধর্ম্মনীতিকে যথাপ্রয়োজনে আপন আপন আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং সাংসারিক সকল ব্যাপারেই কার্য্যকরী করিতে পারে। ভারতবর্ষ হইতে আমি শুধু এই বার্ত্তাটিই বহন করিয়া আনিয়াছি।

"বেদান্ত বলিলে সকল জ্ঞানের অন্ত বুঝায়। সে জ্ঞান সার্ব্বভৌম। কোন দল বা সঙ্ঘের মতবাদের মধ্যে তাহা নিবদ্ধ নহে। তাই নূতন করিয়া একটি দল সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। পৃথিবীর কোঠায় কোঠায় দল এবং দলে দলে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এমন অবস্থায় আর একটা নূতন দলের প্রয়োজন দেখা যায় না। বিভিন্ন দল বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিচিত্রতা দেখা যায়, তাহার মধ্যে ঐক্য কোথায় আছে তাহা বাহির করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই অগণিত

বিচিত্রতাও পরিশেষে একটি মাত্র ঐক্যেরই সন্ধান দেয় এবং সেইজন্যই পৃথিবীর সকল মতবাদ এক একটি পথ মাত্র। যত মত তত পথ।

"যীশুখৃষ্ট যে শিক্ষাকে প্রচার করিয়া গিয়াছেন বেদান্ত তাহাই প্রচার করে। কালের ধর্ম্মে যীশুখৃষ্টের প্রচারিত সেই ধর্ম্মনীতির উপর অন্ধকার নামিয়াছে। বেদান্ত সেই অন্ধকারকে দূর করিবার জন্য আলোক বিকীর্ণ করিতেছে মাত্র। তাঁহার নীতি ও শিক্ষার মূল ভিত্তি কি ছিল বেদান্ত তাহাই দেখাইতেছে। খৃষ্টত্ব যে কি মহান্ ভাব বেদান্ত তাহাই বুঝাইতেছে।

"মানুষ মানুষকে ভালবাসিবে—মানুষ মানুষের ধর্ম্মমতকে সহ্য করিবে —বেদান্তের মতে ইহা একটি অত্যন্ত ছোট কথা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই খৃষ্ট বা ভগবান আছেন—প্রত্যেক আত্মাই ভগবান। সেই ভগবানকে সাধনার দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে। ইহাই বেদান্তের প্রধান বাণী। খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন—আমি এবং আমার পিতা একই। এই বাণীকে যে নানা উপায়ে সত্যসত্যই উপলব্ধি করিতে পারা যায় বেদান্তের তাহাই বলিবার কথা। বেদান্ত বলে—নিঃস্বার্থ কর্ম্মের পথে, ভক্তির পথে, প্রেমের পথে, সদসৎ বিচারের পথে, মনঃসংযম ও শিক্ষার পথে—এইরূপ বহু পথে সেই মহাবাণীকে সত্যরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

"বর্ত্তমান বিজ্ঞান যে চরম সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বেদান্তের শিক্ষার সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। বেদান্ত দেখাইয়া দিতেছে যে, এই মহাশূণ্য হইতে বিশ্ব রচিত হয় নাই। বিজ্ঞানও বলে নাস্তি হইতে অস্তির কোন সম্ভাব্যতা নাই। এক সনাতন অনন্ত শক্তির বা এনার্জী (energy)র ক্রমবিবর্ত্তনে জগতের জন্ম। বিশ্ব হইতে—বিশ্বমানব

হইতে - সম্পূর্ণরূপে পৃথক কেহ একজন মূর্ত্তিমন্ত শক্তিমন্ত ভগবান কোথাও বসিয়া আছেন, বেদান্ত এমন কথা স্বীকার করে না। বেদান্ত অতিশয় দৃঢ়ভাবে বলে যে প্রত্যেক মানবের আত্মাই ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি—বলে যে প্রত্যেক আত্মাই দেবৈশ্বর্য্যময়—বলে যে প্রত্যেক আত্মাও যাহা ভগবানও তাহাই। বেদান্ত প্রচার করে যে ভাল এবং মন্দ—সং ও অসং—এতদুভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা শুধু কম বেশী (degree)র—মূলে কোন প্রভেদ নাই। বর্ত্তমান জীবনের বা অনাগত জীবনের প্রাপ্য দণ্ড ও পুরস্কার অলঙ্ঘনীয় কর্ম্মফল মাত্র। কোন ভগবানই তাহার কর্ত্তা নহেন।"

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এইরূপ নানা আলোচনা করিয়া মহারাজ নিউ ইয়র্কে আসন স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। কেহ কেহ এমন মতও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভাল খ্রীষ্টান বলিলে সত্য সত্যই যাহা বুঝায় ভারতের স্বামীজিরা তাহাই। আমরা যীশুর শিক্ষা, অল্পে অল্পে, খণ্ডে খণ্ডে, গ্রহণ করিতেছি, আর তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন পূরাপূরি (৩৭)।

মহারাজের প্রচারে তেজ ছিল—তাপ ছিল না, প্রাণ ছিল—মত্ততা ছিল না, বাস্তবের প্রত্যক্ষতা ছিল—স্বপ্নের কুহেলী ছিল না। ইতিহাস, ন্যায়, দর্শন এবং আধুনিক অগ্রগামী বিজ্ঞান পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভারে ভারে উপঢৌকন আনিয়া অর্ঘ্য দিয়াছে। সেই অর্ঘ্যসম্ভার মুষ্টি মুষ্টি বিক্ষিপ্ত করিয়া মহারাজ প্রতিকূলকে অনুকূল করিয়াছিলেন এবং অনুকূলকে শ্রদ্ধাবনত ভক্তে পরিণত করিয়াছিলেন। আচার, নিয়ম, বিধিবিধান—আধ্যাত্মিক জাগরণের ক্ষেত্রে ধর্ম্মতন্ত্রমাত্র, ধর্ম্ম নহে। সেই ধর্ম্মতন্ত্রই ধর্ম্মবাণিজ্যের জন্মদাতা। উহাই সমাজ হইতে সমাজকে এবং মানুষ

হইতে মানুষকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে—উহাই মানুষকে খর্ব্ব করিয়াছে, তাহাকে গৌরবদান করিতে পারে নাই। মহারাজ সেদেশে এবং এদেশে নিয়তই বলিয়া গিয়াছেন যে, মানবধর্ম্মের আদর্শ ও লক্ষ্য একটি মাত্র। উহার আর দ্বিতীয় নাই। সেই এককে, সেই ঐক্যকে পাইবার চেষ্টাই সাধনা। বেদ, বেদান্ত, বাইবেল্, কোর্-আন্ প্রভৃতি সেই একক পাইবার সাধনাই নির্দ্দেশ করিয়াছে। অসীম লোকযাত্রার মধ্যে নিজেকে বিস্তৃত করিয়া দিয়া সর্ব্বমঙ্গলের জন্য মহারাজ প্রচার করিয়া গিয়াছেন—এক ও অবিনশ্বর মানবধর্ম্ম—যাহাকে বলা হয় ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা বা সর্ব্ব পদার্থে ব্রহ্ম দর্শন—যাহার মূর্ত্তি প্রেম, যাহার পূজাবেদী সেবা, যাহার তুলাদণ্ড ঔদার্য্য।

"আমেরিকায় বেদান্তের প্রভাব" ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ( বিশ্ববাণী, পৌষ, ১৩৪৭ ) মহারাজ লিখিয়াছিলেন—"যখন প্রথম আমি আমেরিকায় যাই তখন সমস্ত মিশনারী সম্প্রদায় আমাদের শত্রু ছিল। তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যা অপবাদ রটনা করিত। আমিই সেখানে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে একাকী তাহাদের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়িয়াছি। মিশনারীগণই এই সকল মিথ্যা প্রচারের পাণ্ডা।"

মহারাজের অন্তরে একটি স্থান ছিল তাহা বড়ই কোমল এবং অতিশয় বেদনাতুর। সেই স্থানটি কেহ স্পর্শ করিলে মহারাজ তাহাকে মার্জ্জনা করিতেন না। সে স্থানটি ছিল তাঁহার স্বদেশ—সকল ধর্ম্ম, জ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মক্ষেত্র এই অধুনা হীনবীর্য্য পরপদদলিত নিগৃহীত লাঞ্ছিত ভারতবর্ষ। সেই ভারতের কোন অঙ্গে কেহ এতটুকু কালিমা অর্পণ করিবে ইহা তাঁহার সহ্য হইত না। তেমনটি দেখিবামাত্র তিনি সহস্র-ফণা বাসুকীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন। ঈর্ষ্যাপরায়ণ নিন্দক

তখন তাঁহার যুক্তি, তর্ক, বিচারণা ও বক্তব্য বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের সম্মুখে নতজানু না হইয়া পারিত না। কি ভারতে, কি মার্কিনে শত সহস্র জনসেবিত সভাগৃহে—এমন কি যেখানে তিনি মানের ও যশের পূজা লইবার জন্য সসম্ভ্রমে আহূত হইয়াছেন সেখানেও—ভারতনিন্দককে তিনি বজ্রদহনের জ্বালায় জর্জ্জরিত করিতে ভয় পান নাই, কুণ্ঠিত হন নাই। মার্কিনের গোঁড়া মিশনারীদের ইহা বুঝিতে বাকি ছিল না।

একবার তিনি আমেরিকার সভাগৃহে খৃষ্টান মিশনারীদিগকে বলিয়াছিলেন—"একালে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিই ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার করিতে অগ্রগণ্য হইয়াছে। একালের ধর্ম্মাচার্য্যগণ তাহাদিগের প্রাচীন সংস্কার সমূহ লইয়া এখন নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। আজ আর 'জেনেসিস'এর প্রথম অধ্যায়ের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারা যায় না যে, মাত্র ছয়টি দিনে এই বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। 'জেনেসিস্'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের সেই কথা ভগবান একটি মাটীর তাল লইয়া মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন এবং তাহার মুখে মুখ দিয়া ফুৎকার করিতেই সেই মৃন্ময় নরদেহে বায়ু প্রবাহ সঞ্চারিত হইল—কিম্বা সেই পুরাকাহিনী যে আদমের পঞ্জরাস্থি লইয়া ভগবান নারী ইভের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এ সকল কথা একালে আর কেহ মানে না। সর্প কথা কহে, গর্দ্দভেরও মুখে বাণী আছে, এরূপ কথা এখন আর কেহ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না।"

লোকের চক্ষু এখন খুলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক সত্যকেই একমাত্র ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া লোকে এখন ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান এতদুভয়ের মধ্যে ছেদবিহীন ঐক্য দেখিতে চাহে। যেখানে বিজ্ঞান জয়যুক্ত হইয়াছে, সেইখানেই বেদান্তেরও

জয় হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরই বৈদান্তিক তত্ত্বগুলি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত।

মহারাজের কয়েকটি সুবিখ্যাত অভিভাষণ যথা—'হিন্দু খৃষ্টকে গ্রহণ করে কিন্তু পাদরী প্রবর্ত্তিত খৃষ্টধর্ম্মনীতিকে পরিহার করে কেন?' ('Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity') 'ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি' ('The Scientific Basis of Religion'), 'বিংশ শতকের ধর্ম্ম,' ('Religion of the 'Twentieth Century') 'আত্মার সহিত ভগবানের সম্বন্ধ' ('Relation of Soul to God') প্রভৃতি মার্কিনী-দিগের সম্মুখে ধর্ম্মের যে সুমনোহর মূর্ত্তি তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহারা সেই মনোরম মূর্ত্তির চরণতলে শ্রদ্ধায় অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছে। মার্কিনধর্ম্মজগতে তাই যীশুখৃষ্ট ক্রমে ক্রমে যবনিকার অন্তরালে সরিয়া গেলেন এবং তাঁহার শূন্য আসন লইল 'খৃষ্টত্ব' বা খ্রীষ্টধর্ম্মভাবের অন্তর্নিহিত সার্ব্বভৌমিকতা। পুরোহিতপালিত ধর্ম্মতন্ত্র তখন অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন কল্পনা বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল।

মহারাজ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ 'আমেরিকায় বেদান্তের প্রভাব'এ বলিয়াছেন—'আমাদের বেদান্ত প্রচারের ফলে আমেরিকাবাসীদের মন হইতে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছে—যাহা এই কালে 'সত্যের দূতগণ' ( মিশনারীগণ ) প্রচার করিয়াছিলেন।……আমাদের বেদান্ত প্রচারের ফলে আমেরিকায় অনেক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের চোখ খুলিয়া গিয়াছে এবং গীর্জ্জায় উপাসনার সময় তাঁহারা বেদান্তের মত গ্রহণ করিয়া ঈশাহী ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলির নূতন ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সত্যান্বেষী ও চিন্তাশীল লোক আর ঈশাহী ধর্ম্মের গোঁড়ামী-পূর্ণ ক্রিয়া কাণ্ডে বিশ্বাস করেন না। এখন আমেরিকাতে নূতন নূতন

ধর্ম্মালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। New Thought, Christian Science, Spiritualistic Society প্রভৃতি নব নব ধর্ম্মমত প্রচারিত হইতেছে। আর এই সকলগুলিই হইতেছে মুখ্য বা গৌণভাবে আমাদের পঁচিশ বৎসর বেদান্ত প্রচারের ফল। খৃষ্টীয়ান সায়ান্‌স-এর প্রতিষ্ঠাত্রী মেরী বেকার এডি গীতার কয়েকটি শ্লোকের উপর তাঁহার সম্প্রদায়ের বনিয়াদ খাড়া করিয়াছেন। New Thought সম্প্রদায়ের সকলেই—বিবেকানন্দ স্বামীর ছাত্র এবং তাঁহারা আমার ক্লাসেও যোগদান করিতেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তিনিই সমস্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার আর দ্বিতীয় নাই; যীশুখ্রীষ্ট বলিয়া কোনও ব্যক্তি তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তবে তাঁহারা খৃষ্টত্ব নামক আধ্যাত্মিক আদর্শকে স্বীকার করেন। আর এই খৃষ্টত্ব সর্ব্বব্যাপী। ইহা আমাদের অন্তরেই বিরাজমান। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহারা মনে করেন যে, প্রত্যেক জীবাত্মাই স্বরূপতঃ 'খ্রীষ্ট'। এই উদার মতবাদ গোঁড়ামীপূর্ণ খৃষ্ট ধর্ম্মের গোড়ায় কুঠারাঘাত করিয়াছে।"

"আমরা যে নূতন ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদ্বারা তাঁহারা (আমেরিকানরা) খুবই অনুপ্রাণিত। ইউরোপেও ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে তাহার ধাক্কা লাগিয়াছে। তাই ইংলণ্ডেও আজ অসংখ্য খৃষ্টীয়ান-সায়েন্‌স্ চার্চ্চ এবং বহু নিউ-থট্ মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। সার্ আর্থার্ কনান্ ডয়েল, সার অলিভার লজ্ প্রভৃতি প্রেতবিদ্‌গণ বেদান্তের ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রেতবিদ্যা জানাইয়া দিয়াছে যে, আত্মা নিত্য ও অবিনশ্বর এবং মৃত্যুর পরে আমাদের অনন্ত নরকে যাইতে হয় না।......আজ বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এবং আমাদের বেদান্ত প্রচারের ফলে এই সকল শত শত বর্ষব্যাপী কুসংস্কার সমূহ শরতের

মেঘের ন্যায় পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক গগন হইতে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে দূর হইয়া যাইতেছে" (৩৮)।

এই যে অঘটন-ঘটনা—একটা বৃহৎ দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে সুতীক্ষ্ণ ভূকম্পের আলোড়নে নাড়িয়া কল্পনার আকাশ হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কঠিন ক্ষেত্রে তাহার অবতরণ—কোন্ ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল অপেক্ষা ইহা কম মনোমুগ্ধকর? যিনি পঁচিশ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় অসম্ভবকেও এইরূপে সম্ভব করিয়াছিলেন, কোন্ ঐন্দ্রজালিকের শক্তি অপেক্ষা তাঁহার শক্তি কম? তাঁহার এই শব-সাধনা কোন্ বীর সাধকের সাধনা অপেক্ষা হীনপ্রভ?

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট মহারাজ নিউ ইয়র্কের জেটিতে আসিয়া নামিলেন। তাঁহার এই বিরাট সাধনা আরম্ভ হইল ২৫শে আগষ্ট মিস্ মেরী ফিলিপ্‌সের বৈঠকখানায়। মিস্ ফিলিপ্‌স্ সেদিন কয়েকটি বন্ধুবান্ধবকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহারাজের সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। মার্কিনে একজন নিতান্ত অপরিচিত সহায়-সম্বলবিহীন সন্ন্যাসীকে এই দিন হইতেই আত্মচেষ্টায় নিউ ইয়র্কের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের সুধীজনের সহিত শুধু যে সুপরিচিত হইতে হইয়াছিল তাহা নহে, তাঁহাদের প্রাণের ভিতরেও প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। বেদান্তাদি সম্বন্ধে নানা কথা প্রসঙ্গে সেদিন তাঁহাকে সেই নব পরিচিত বান্ধব বান্ধবীদিগকে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করাইতে হইয়াছিল যে, স্বামী বিবেকানন্দের উপযুক্ত গুরুভাই তিনি—জ্ঞানে বৃহস্পতি এবং প্রচারকার্য্যে শ্রীশঙ্কর। তাঁহাকে এই পরিচয় সেদিন দিতে হইয়াছিল যে, ধর্ম্মগগনে তাঁহার স্থান বহু উচ্চে, সমুজ্জ্বল গ্রহ নক্ষত্রাদির সন্নিকটে। নানা ব্যক্তির বৈঠকখানায় দিনের পর দিন

কথোপকথনের মজ্‌লিসে তাঁহার সুললিত ও সারগর্ভ আলোচনা শুনিয়া লোকচিত্ত ক্রমেই তাঁহার দিকে শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রচার-কার্য্যে তাঁহার লোকোত্তর সাফল্য সে সময়ে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছিল তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার কৃতিত্বের উপর। সেই অগ্নিপরীক্ষায় অল্পকালের মধ্যেই তিনি অসাধারণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই বিস্ময়কর কাহিনী কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্রের অনুশাসনের জন্য আজ বিস্তৃতভাবে বলিতে পারিলাম না, এই দুঃখ।

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## প্রতিষ্ঠার পথে

মহারাজ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট নিউ ইয়র্কে আসিয়া পরবৎসর মে মাস পর্য্যন্ত নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া দিনের পর দিন প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিন্‌লে, বৈজ্ঞানিকপ্রবর এডিসন্, দুর্জ্জয় পরিব্রাজক ন্যান্‌সেন্, নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যসমাজ সুবিখ্যাত সাহিত্যিক আলাস্কার, প্রথিতযশা গভর্ণর, সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিৎ এল্‌মর গেট্‌স্, সুবিখ্যাত প্রোফেসর জেম্‌স্ এবং রয়েস্, ব্রুক্‌লিন্ এথিক্যাল্ সোসাইটির সভাপতি বহুজনমান্য ডক্টর্ জেন্‌স্ প্রভৃতি অসংখ্য গণ্যমান্য মনীষিগণ কর্ত্তৃক মহারাজ যখন বিশেষভাবে অভিনন্দিত হইলেন তখন সে বার্ত্তা সমাজের সাধারণ স্তরেও যাইয়া পৌঁছিয়াছিল। উচ্চ শ্রেণী কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সম্বৰ্দ্ধিত যিনি, অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের ব্যক্তিদিগের অর্ঘ্য তাঁহার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। মহারাজের পক্ষেও এ নিয়মের ব্যাঘাত ঘটে নাই। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা লাভ দুই-একদিনে বা দুই চারি মাসে হয় নাই। ইহার জন্য বহু দিন ধরিয়া বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। প্রথমে নর নারীর মুখে মুখে, পরে ক্লাবে ক্লাবে, ষ্টুডিওতে ষ্টুডিওতে এবং ওদেশের সুবিখ্যাত সংবাদপত্রাদিতে এবং কখনও বা এক শিক্ষাসংসদ হইতে অন্য শিক্ষাসংসদে মহারাজের খ্যাতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

আজ হয়ত তিনি মিসেস্ জ্যান্নুসের বন্ধুবর্গের সঙ্গে তাঁহার বৈঠকখানায় থিওসফির সঙ্গে বেদান্তের সম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেও, দুই দিন পরই Peoples Church এ বহুলোকের সম্মুখে দীর্ঘকাল-

ব্যাপী একটি অভিভাষণ দিতে হইল। তাহার বিষয় বস্তু ছিল—'হিন্দুদের ধর্ম্মাদর্শ'। সেই বক্তৃতা শুনিয়া চার্চ্চের সম্মিলিত শ্রোতৃগণ ধন্য ধন্য করিলেন। মহারাজ ডায়েরীতে লিখিয়াছেন—My lecture was highly appreciated by all persons in the congregation। একদিন 'বেদান্ত কি', অন্যদিন 'ব্যক্তিগত জীবনে বেদান্তের প্রভাব'—মিসেস্ জন্‌সনের ষ্টুডিওতে এই দুইটি বক্তৃতা হইয়া গেল। সেই মনোমুগ্ধকর ভাষণের বার্ত্তা অবিলম্বে নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। আবার মিসেস জ্যান্‌সের গৃহে 'পুনর্জ্জন্মবাদ' সম্বন্ধে বলিতে হইল। মহারাজের গুণগ্রাম তখন বহুলোকের এমনই জানা হইয়াছে যে সেই বক্তৃতা কালে অনেক লোক উপস্থিত হইয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ হৃদয়ে তাহা শুনিল। পর দিনই একটি বৃহৎ সভায় যে বক্তৃতা হইল তাহার বিষয় ছিল—'বৈচিত্রের মধ্যে একত্ব।' ইহার মাত্র পাঁচটি দিন পরেই বষ্টন নগর হইতে সাদর নিমন্ত্রণ আসিল। মহারাজ তথায় যাইয়া Free Religious Association-এর সমক্ষে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করিলেন। মহারাজ একদিন বক্তৃতা করিলেন—"পাপ ও পাপী" সম্বন্ধে। সেই অভিভাষণটি এতই সুন্দর হইয়াছিল যে, তাহার মর্ম্মমাত্র সংবাদপত্রে পড়িয়া গোঁড়া খৃষ্টানদিগের মুখপত্র সুবিখ্যাত 'The Outlook' এর প্রথিতনামা সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী মিষ্টার ব্রাড্‌ফোর্ড মহারাজের দর্শনপ্রার্থী হইয়া পত্র লিখিলেন। তখন নিউইয়র্কের The Vegetarian Society-র নিমন্ত্রণে মহারাজকে যে বক্তৃতা করিতে হইল তাহার বিষয়বস্তু ছিল—"হিন্দুরা নিরামিষাশী কেন?" সর্ব্ববিষয়ে প্রগাঢ় ছিল তাঁহার জ্ঞান ও অদ্ভুৎ ছিল তাঁহার বাগ্মীতা। তাই যখন তখন যে কোন বিষয়ে তিনি মনোজ্ঞ বক্তৃতা

করিতে পারিতেন। এতটুকুও বাধিত না। ভাষা ও ভাব সর্ব্বদা যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। একদিন—১৮৯৮ সালের ২৮শে মে—মহারাজ ডক্টর জেন্‌সের সহিত হার্ভার্ড্ ইউনিভার্সিটিতে গমন করেন। তখন সেখানে আসন্ন গ্রীষ্মাবকাশের কারণে উক্ত অধ্যাপকগণ তৎ-পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত প্রদত্ত দার্শনিক পাঠগুলির সারমর্ম্ম প্রকাশ করিতেছিলেন। মহারাজ ছাত্রদিগের মধ্যে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ছাত্রদিগের মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়াই প্রোফেসার জেম্‌স্ (Professor James) 'Unity' বা একত্বের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কগুলিই বিশেষ ভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতা মহারাজের নিকট অতিশয় চিত্তাকর্ষক মনে হওয়ায় তিনি উহার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিলেন। বক্তৃতার অন্তে প্রোফেসার জেম্‌স্ মহারাজকে 'একত্ব' (Unity) সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করিলেন। মহারাজ বলিলেন—আমি মিসেস্ ওলি বুলের গৃহে কেম্ব্রিজ কন্‌ফারেন্স্ (Cambridge Conference) এর সদস্যদিগের সম্মুখে পরদিন রবিবারে "ধর্ম্মশাস্ত্র কি এবং উহা কি শখায়" এই বিষয় বক্তৃতা করিব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি। তবে যদি আপনি সেই সভায় উপস্থিত থাকেন তাহা হইলে আমি পর-মানন্দে 'একত্ব' সম্বন্ধেই বক্তৃতা করিব। প্রোফেসার জেম্‌স্ সম্মত হইলে পর মহারাজ পূর্ব্বপ্রচারিত বক্তৃতার বিষয়বস্তুটী তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তিনি 'বহুত্বের মধ্যে একত্ব' (Unity in Variety) এই বিষয় বক্তৃতা করিবেন। এত অল্প সময়ের মধ্যেই মহারাজ বক্তৃতার বিষয় বস্তু পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন।

কথামত পরদিন ২৯ শে মে মহারাজ 'বহুত্বের মধ্যে একত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার অন্তে সে দেশে বক্তাকে নানা প্রশ্নের

উত্তর দিবার রীতি আছে। প্রোফেসার জেম্‌সের চতুঃপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার ছাত্রগণ বক্তৃতা শুনিতেছিল। প্রোফেসার নিজের প্রশ্নগুলিকে ছাত্রদের মুখ দিয়া করাইতে লাগিলেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। তখন সভাপতি ডক্টর জেন্‌স্ (Dr. Janes) কহিলেন যে, প্রোফেসার জেম্‌স্ যদি স্বয়ং প্রশ্ন করেন তাহা হইলে স্বামীজি অতি আনন্দের সহিত সেই সকল প্রশ্নেরও উত্তর দিবেন। কিন্তু প্রোফেসার জেম্‌স্ কোন প্রশ্ন করিতে সম্মত হইলেন না। বোধ হয় প্রোফেসার জেম্‌স্ নিজের ছাত্রদিগের সম্মুখে তর্কে পরাজিত হইবার আশঙ্কা করিলেন। সভা শেষ হইলে প্রোফেসার জেম্‌স্ মহারাজের করমর্দ্দন করিয়া পরমানন্দে কহিলেন—বক্তৃতাটি যেমন হইয়াছে সুন্দর ও প্রাঞ্জল, তেমনি উহা হইয়াছে সম্পূর্ণরূপে সুযুক্তিপূর্ণ।

কিন্তু এইখানেই এই তর্কের অবসান হইল না। প্রোফেসার জেম্‌স্ পরদিন মধ্যাহ্নে জলযোগের জন্য মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিলেন। উপযুক্ত সময়ে মহারাজ ডক্টর জেন্‌স্-এর সহিত জলযোগের জন্য প্রোফেসারের বাটীতে আসিয়া দেখিলেন যে প্রোফেসার রয়েস্, প্রোফেসার ল্যান্‌ম্যান্ এবং প্রোফেসার সেলার—(Professor Shaler)—উপস্থিত আছেন। প্রোফেসার ল্যান্‌ম্যান্ ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য। জলযোগের সময় প্রোফেসার জেম্‌স্ অকস্মাৎ একত্বের বিরুদ্ধে যুক্তির অবতারণা করিলেন। পূর্ব্বে এবিষয় মহারাজকে আদৌ কোন আভাস দেওয়া হয় নাই। তথাপি তিনি অবিলম্বে এই তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বাদানুবাদ চারি ঘণ্টা কাল চলিল। প্রোফেসার রয়েস্, প্রোফেসার ল্যান্‌ম্যান, প্রোফেসার সেলার এবং ডক্টর জেন্‌স্ সকলেই মহারাজের যুক্তিবাদকেই সমর্থন করিলেন। এই সুতীক্ষ্ণ বিচারের

অন্তে ডক্টর্ জেন্‌স্ কহিলেন যে এইরূপ বিস্ময়কর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা তিনি পূর্ব্বে আর কখনও শুনেন নাই। আলোচনাটি যথাযথ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন ষ্টেনোগ্রাফার (stenographer) আনেন নাই বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন—("Dr Janes remarked to me after the discussion was over that he had never heard such a learned and wonderful discussion before and that he wished that there were a stenographer to take the whole discussion in short-hand writing"—Leaves from My Diary by Swami Abhedananda Vol I, part V, page 31, 1943)। ইহাকেই বলিব ভারতীয় পণ্ডিতের দিগ্বিজয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই ভাবে মহারাজ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ভারতের বেদান্ত মার্কিনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। নিউ-ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নানা খণ্ডরাজ্যে মহারাজের বক্তৃতা নরনারীকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়াছিল। পরিশেষে ইহাদিগের সকলের শুভ ইচ্ছা ও সহানুভূতি নিউ ইউর্ক বেদান্ত সমিতিকে গঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সহায় হইয়াছিল।

সংস্কৃত দর্শন ও সাহিত্যে মহারাজের অসীম পাণ্ডিত্য ছিল। তাহার উপর ছিল পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে অপূর্ব্ব অধিকার। পৃথিবীর ইতিহাস ছিল তাঁহার কণ্ঠাগ্রে। সেই কারণেই তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর সমক্ষে প্রমাণিত করিতে পারিয়াছিলেন যে, একালের অগ্রগামী বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণালব্ধ নানা সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভারতের বেদান্তের যথেষ্ট ঐক্য আছে। বেদান্তের যে তত্ত্বের সহিত হাক্‌স্‌লে (Huxley) অথবা টিন্‌ডাল (Tyndal), স্পেন্‌সার (Spencer) অথবা কান্টের

(Kant) মতের মিল আছে শুধু তাহাই যাহারা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন, মহারাজ সেই ঐক্য প্রদর্শন করিয়া এই শ্রেণীর পণ্ডিতদিগকেও নিজের দিকে টানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যখন ধ্যান ও রাজযোগের ক্লাস খুলিয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন তখন 'কিরূপে যোগী হইতে পারা যায়' ('How to be a Yogi') এই বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিবর্গ দিনের পর দিন তাঁহার ক্লাস পূর্ণ করিয়া থাকিতেন। শুধু ইহাই নহে, এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে অনেকে তখন ঐকান্তিক উৎসাহের সঙ্গে প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে লাগিলেন—শ্রীগীতার ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করিয়া মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার মানসে কেহ কেহ বা তখন সংস্কৃত ভাষাই শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন (৩৯)। এদিকে কোন কোন খ্রীষ্ট মিশনারী মহারাজকে রবিবাসরীয় উপাসনাকালে চার্চ্চের বেদী হইতে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন এবং মহারাজও সুমনোহর বাণী দিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করিতেন। নিউ ইয়র্কে মিশনারীদের যে কন্‌ফারেন্স্ (conference) বসিত সেখানেও বক্তৃতা করিবার জন্য মহারাজের আমন্ত্রণ হইত। চার্চ্চের বেদীতে দাঁড়াইয়া তিনিও অন্য মিশনারীর ন্যায় বক্তৃতা করিতেন। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর দেশে একজন অখৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারককে খৃষ্টানের গির্জ্জায় রবিবাসরীয় উপাসনা পরিচালনা করিতে দিয়া তাঁহাকে যে অসামান্য গৌরব প্রদান করা হইয়াছিল তাহার মূল্য অবধারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। যে চার্চ্চ প্রথমে ছিল মহারাজের শত্রু সেই চার্চ্চকেও তিনি কিরূপে বন্ধু করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার বিরাট কর্ম্মকৌশলের পরিচয় এবং সে পরিচয় অত্যন্ত বিস্ময়কর।

স্থানান্তরে বলা হইয়াছে ১৮৯৭ সালের ২৫শে আগষ্ট মিস্ মেরী ফিলিপ্‌সের গৃহে মহারাজ নিউ ইয়র্ক বাসী কতকগুলি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত প্রথম পরিচয়লাভ করিবার সুযোগ পান। সেই সুযোগের সূত্রে ক্রমেই তাঁহার পরিচয়ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর, তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ ভাষণ, তাঁহার সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম-তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিস্ময়কর বাগ্মিতা প্রভৃতি ক্রমে লোকের মুখে মুখে গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে প্রচারিত হইয়া মহারাজকে তাহাদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিল। মিস্ মেরী ফিলিপ্‌স তখন দেখিলেন, একটি বৃহদাকার হলঘর ভাড়া না করিলে মহারাজের বক্তৃতা-সভায় স্থান সংকুলান হয় না ; কারণ পারিবারিক বৈঠকখানায় ক্রমবর্দ্ধমান শ্রোতৃসংখ্যা আর ধরে না। সুতরাং তিনি ১৮৯৭ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর মট মেমোরিয়াল হল (Mott Memorial Hall) ভাড়া করিলেন। সেই হলে মহারাজ যে প্রথম বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার বিষয়বস্তু ছিল—"বেদান্ত কি ?"। সেদিন সভাগৃহে মাত্র ৪০ জন শ্রোতা ছিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল শ্রোতার সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ৪০ হইল ৮০, ৮০ হইল ১১০, অল্পদিনের মধ্যেই ১১০—১৪৫এ দাঁড়াইল। ক্রমে এইভাবে শ্রোতৃসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বষ্টন্ (Boston) এর নিউ-ইংল্যাণ্ড ক্রিমেশন সোসাইটি (New England Cremation Society) তে যেদিন মহারাজের বক্তৃতা হইল সেই দিন শ্রোতা ছিলেন এক সহস্র। এই এক সহস্র আবার ক্রমে ক্রমে সপ্ত সহস্রে পরিণত হইয়াছিল (৪০)। নিউ ইয়র্কের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেও নরনারী আসিয়া তখন মহারাজের বক্তৃতাসভায় এবং রাজযোগের ক্লাসে উপস্থিত হইতেন (৪১)। স্বামী বিবেকানন্দের লিখিত 'রাজযোগ' গ্রন্থের কিছু

কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া মহারাজ উহাই নিজের ক্লাসে অধ্যাপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিরাছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই মহারাজের যশোভাতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানাদিকে এইরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে তাঁহার নিউ ইয়র্কে আগমনের কিছু দিন পরে—১৯০১ খৃষ্টাব্দে—যখন একবার তিনি নিউ ইয়র্ক হইতে কালিফোর্ণিয়ায় যাইতেছিলেন তখন সর্ব্বত্র বন্ধুগণ তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া যাত্রাপথের স্থানে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যথাশক্তি মহারাজের একটু সেবা করিতে পারিলেই যেন তাঁহারা কৃতার্থ হন—সকলের মধ্যেই তখন এইরূপ সেবার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। পথে অপেক্ষা করিয়া বক্তৃতা দিবার জন্যও তখন নানাস্থান হইতে সনির্ব্বন্ধ আহ্বান আসিয়াছিল—("On his way he met friends on all sides who considered it a privilege to render him every service in their power. Invitations to talk and lecture were everywhere pressed upon him") (৪২)। এই প্রসঙ্গে বহুকালগত আর্য্য ভারতের আর একটি আন্তরিকতাপূর্ণ শ্রদ্ধায় সমুজ্জ্বল মহান অভ্যর্থনার চিত্র মানসপটে স্বতঃই সমুদিত হয়—সেদিন শান্তির দূত শ্রীকৃষ্ণ ভারতের নানা রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া দ্রুপদ রাজপ্রাসাদ হইতে রথারোহণ করিয়া কৌরবরাজ ধৃতরাষ্ট্রসমীপে গমনকালে নানা জনপদের নাগরিকদিগের নিকট হইতে প্রত্যেক বিরামক্ষেত্রেই এইরূপ প্রভূত শ্রদ্ধাঞ্জলীর দ্বারা পূজিত হইয়াছিলেন ( মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব্ব, ত্র্যশীতিতম অধ্যায় )।

আমেরিকায় আসিয়া মহারাজ জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করিতে ত্রুটি করেন নাই। সুযোগ পাইলেই নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যদিগের

নিকট বসিয়া তিনি নানা বিষয়ের পাঠ লইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না, অথচ সেই সময়েই তাঁহারই বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া ঐ সকল প্রবীণ আচার্য্য সম্প্রদায় বিমুগ্ধ হইতেছিলেন। এইভাবে মহারাজ জীবনবিদ্যা, স্নায়ুতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, নক্ষত্র বিজ্ঞান, নৃ-তত্ত্ব, শারীর বিদ্যা, খৃষ্টধর্ম্ম তন্ত্র, তুলনামূলক অধ্যাত্মিকতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব এবং ইতিহাস প্রভৃতির যাহা কিছু জানিবার সবই নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিয়া একেবারেই আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। দেখা যায় নানা প্রেতাহ্বানচক্রে (seance) উপস্থিত থাকিয়া তিনি বহু আত্মিকদিগের সহিত নানারূপ বাক্যালাপ করিয়াছিলেন এবং প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে মৃত্যু ধ্বংস নহে—উহা একটি অবস্থান্তর মাত্র। মৃত্যু হইলে আত্মার বা সত্যকার 'আমি'র বিনাশ হয় না—আত্মা অমর। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রি রিলিজাস্ এসোসিয়েসন অভ্ আমেরিকার (Free Religious Association of Americaর) একটি বহুজনাকীর্ণ বার্ষিক সভায় সমগ্র নিউ-ইংল্যাণ্ডের অনেকানেক পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে তিনি একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রথিতযশা ডক্‌টর্ জেন্‌স্ (Dr. Janes) সেই সভার উদ্বোধন করেন। সভায় আলোচনার বিষয় ছিল—"অমরত্বের ধারণা" ("Conception of Immortality")। কয়েক জন প্রসিদ্ধ বক্তার বক্তৃতার পর মহারাজ সেই সভায় অতিশয় প্রাঞ্জল ও মনোমুগ্ধকর ভাষায় মৃত্যু, আত্মা, অমরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার শেষাংশে তিনি নির্ভীকভাবে বলিয়াছিলেন—'সকল ধর্ম্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য এক—অমরত্বলাভ এবং আত্মার ক্রমোন্নতি বিধান। শুধু ডগ্‌মা (dogma) এবং অন্ধবিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম তাহার চরম আদর্শ হইতে লক্ষ্যচ্যুত হইয়াছে এবং আত্মোৎকর্ষ

সাধনের পন্থা হইতে দূরে আসিয়াছে' ("The object of all religions is the same, the attainment of immortality, the cultivation of the soul. Christianity misses its ideal when it turns to dogmas and beliefs instead of pursuing soul culture".) (৪৩)। এইরূপ সংসাহসপূর্ণ সতেজ উক্তি মহারাজের ন্যায় নির্ভীক মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

স্বামীজির চরিতাখ্যায়কগণ ঠিকই বলিয়াছেন—'স্বামী অভেদানন্দের বিচিত্র কর্ম্মকাহিনী আর সবিস্তারে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই; এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বেদান্তের বাণী যে দূর দূরান্তরে প্রসৃত হইয়া জ্ঞানলাভেচ্ছু বহু আমেরিকানের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে—তাঁহার বিরামহীন ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠাই তাহার প্রধান কারণ। দেখা গিয়াছে, পর পর প্রত্যেক বক্তৃতাতেই তাঁহার শ্রোতৃসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমেই অধিক সংখ্যক লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার সরল, সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট হৃদয়গ্রাহী বাক্পটুতা যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রোতৃবর্গ সেই সকল ভাব গ্রহণ করিবার জন্য আন্তরিকতা প্রকাশ করিয়াছে'—"We need not recount his varied activities here in detail any more. Suffice it to say that it was greatly due to his untiring perseverence and faithfulness that the message of Vedanta steadily spread into broader fields and gained a firmer foothold in the lives of many American students. Each succeeding lecture found him making a larger application and attracting greater numbers, who

became earnest students of the philosophy he taught with such impressive eloquence, simiIpcity, and directness. Under his able control and management, the work of organisation was fully accomplished, and the Society came to be accepted and recognised as an established fact by prominent persons and even by many ministers of the Christian Church. Everything seemed to point to an awakening on the part of the public to the fact that the Vedanta was a power to be reckoned with in the United States") (৪৪)। এই উক্তি নিঃসন্দেহরূপে দেখাইতেছে যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্তের সত্য প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ।

আমেরিকায় প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া মহারাজ কিছু দিনের মধ্যেই প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, তিনি যে একজন সুযোগ্য ও সুদক্ষ ধর্ম্মাচার্য্যই ছিলেন তাহা নহে—আমেরিকার প্রচার ব্যাপারকে সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে নানা কারণে তিনিই ছিলেন একমাত্র সুযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার অসাধারণ সংগঠন শক্তি, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার নির্ভুল বিচারণা এবং সংবিবেচনা, নিউ ইয়র্ক সমিতির ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রয়োজনটুকুর প্রতিও তাঁহার অশেষ মনোযোগ এবং কর্ম্মক্ষেত্রে পাশ্চাত্য কার্য্যপদ্ধতি ও অধ্যাপনার রীতি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ—এই সমস্তই বেদান্তকে সাফল্যের সহিত প্রচার করিবার সহায় হইয়াছিল—("The Swami proved himself not only an able and efficient teacher, but furthered the success of the work in every other way, by his remarkable organising power, sound judgment and

consideration, careful attention to the needs of the Society to the minutest details, and by his power of adaptability to Western methods of work and teaching") (৪৫)।

## নবম পরিচ্ছেদ

### নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতি ও বেদান্তের প্রতিষ্ঠা

মহারাজের নিউ ইয়র্কে আগমনের পর সাত মাস কাটিয়া গেল। এই কালটি তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই অতিবাহিত করিলেন, কারণ তিনি নিজেই অপ্রতিষ্ঠিত থাকিলে বেদান্ত সমিতিকে সুদৃঢ় পাদপীঠের উপর স্থাপিত করিত কে? তিনি যাহাকে ডায়েরীতে কঠোর সংগ্রাম ("hard struggle") বলিয়াছেন, সাত মাস ধরিয়া মহারাজকে সেই সংগ্রামই করিতে হইয়াছিল। সেই সুতীব্র সাধনায় মহারাজ যখন সিদ্ধিলাভ করিলেন তখন তিনি নিউ ইয়র্কে বেদান্ত সমিতি নূতন করিয়া গঠন করিবার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম ভাগে নিউ ইয়র্ক ছাড়িয়া ওয়াশিংটনে আসিবার প্রাক্কালে মহারাজ তাঁহার ডায়েরীতে যাহা লিখিয়াছিলেন, কিভাবে তিনি নিউ ইয়র্কে বেদান্ত সমিতি স্থাপন করিয়াছেন উহাতে তাহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

সেই ইঙ্গিতটি যে কি তাহা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে বলিতে হয় যে, মহারাজ নিউ ইয়র্কে আসিয়া বেদান্ত সমিতির একটি নামই মাত্র পাইয়াছিলেন—'নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতি'। সে সমিতির না ছিল কায়া, না ছিল প্রাণ। মহারাজ ডায়েরীতে বলিয়াছেন—"Swami Vivekananda nominally formed a Vedanta Society with Miss Philips as its Secretary and Mr. Van Haagen, Miss Waldo and Mr. and Mrs. Goodyear as its members". (৪৬)। মহারাজ দেখিলেন, স্বামী বিবেকানন্দকে ঘিরিয়া ইতঃপূর্ব্বে যে শিষ্যমণ্ডলী দেখা

দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তখন বেদান্ত ত্যাগ করিয়াছেন। সামান্য যে কয়েকজন তখনও অনুরাগী ছিলেন মহারাজ শুধু তাঁহাদিগকে লইয়া কাজ আরম্ভ করিলেন (৪৭)।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত মহারাজের বক্তৃতা দিবার কাল ('season') সাফল্যমণ্ডিত হইল। মহারাজ ডায়েরাতে বলিয়াছেন যে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার সমুদয় প্রাগায়োজন এই সময় করা হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি নানাস্থানে ধারাবাহিক বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন এবং রাজযোগ ও বেদান্তদর্শনের ক্লাসে নিয়মিত ভাবে অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন। আবার এই সময়েই তিনি অনেক সম্ভ্রান্ত মার্কিনীদিগের সহিত পরিচিত হইয়া নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটিকে আত্মনির্ভরযোগ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন—"I conducted the various pioneering works of the Vedanta Society of New York, delivered series of public lectures in different places, held classes on Raj Yoga and Vedanta Philosophy, met several prominent American people and laid the foundation of the Vedanta Society in New York on solid self-supporting basis" (৪৮)।

স্বামী বিবেকানন্দের চরিতাখ্যায়কগণও বলিয়াছেন—স্বামী অভেদানন্দের সুদক্ষ পরিচালনায় ও সুনিপুণ ব্যবস্থায় ( নিউ ইয়র্কে ) সংগঠন-কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইয়াছিল। ( তথাকার ) বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এমন কি অনেক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক পর্য্যন্ত সোসাইটিকে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—"Under his able control and

management, the work of organisation was fully accomplished, and the Society came to be accepted and recognised as an established fact by prominent persons and even by many ministers of the Christian Church." (৪৯)।

মহারাজের মে মাসের উক্ত উক্তির পূর্ব্বে মার্চ্চ মাসের ডায়েরীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বেদান্তসমিতি স্থাপন ("organising") করিবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য মিষ্টার লেগেটের গৃহে একটি অ-সাধারণ সভা হয়। সেই সভায় মিষ্টার গুড্ইয়ার (Mr. Goodyear), মিষ্টার টম্সন্ (Mr. Thomson), ব্রুক্লিনের মিষ্টার হিগিন্স্ (Mr. Higgins) এবং মিসেস্ কুল্স্টন (Mrs. Coulston) উপস্থিত ছিলেন। যদিও স্বামী বিবেকানন্দ মিষ্টার লেগেট—(Mr. Leggett)—কেই এই নামসর্ব্বস্ব সোসাইটির সভাপতিরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিনের সভায় মিষ্টার লেগেট উপস্থিত ছিলেন না। যাহা হউক অন্যান্য সভ্যগণ সকলেই ছিলেন মহারাজের নিজের ক্লাসের ছাত্র। সাধারণ সভায় প্রদত্ত মহারাজের বক্তৃতাগুলি তাঁহারা সর্ব্বদাই শুনিতেন। তাঁহার ক্লাসের প্রতি ইহাঁদের আকর্ষণ ছিল খুবই তীব্র। বেদান্তসমিতি গঠন করিবার জন্য তাঁহারা সকলেই সাহায্য করিবেন বলিয়া মহারাজকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। মিষ্টার লেগেট প্রথমে মহারাজের দিকে ততটা আকৃষ্ট ছিলেন না। কিন্তু পরে মহারাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে বেদান্তের দিকে লেগেটের ঝোঁক হইয়াছিল। তিনি মহারাজের ক্লাসে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ঘোর ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ের দ্বারা লক্ষপতি হইয়াছিলেন। মহারাজের ইচ্ছা ছিল যে, বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হইলে পর ('after it was

organised') এবং আইন মত উহা রেজিষ্ট্রী হইলে পর ('incorporated') তাঁহাকেই সমিতির প্রথম সভাপতি করিবেন। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য মহারাজ তখন কার্য্য করিতেছিলেন (৫০)।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল বেদান্ত সমিতি স্থাপন করিবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য মিষ্টার লেগেটের পাঠাগারে আবার একটি সভা হইল। ইহার পর মহারাজ নানা সভায় তাঁহার সুবিখ্যাত বক্তৃতাগুলি করিতে লাগিলেন এবং গণ্যমান্য বহুলোক তাঁহার বন্ধু হইয়া উঠিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মিষ্টার ম্যাক্‌কিন্‌লে (Mr. McKinley) ১৯শে মে হোয়াইট্‌ হাউসে (White Houseএ) মহারাজের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সে অভ্যর্থনা ছিল খুবই আন্তরিক। ম্যাক্‌কিন্‌লে মহারাজকে বেদান্ত সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মহারাজও কথা-প্রসঙ্গে ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতবাসীর রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় প্রেসিডেণ্ট বাহাদুরের গোচর করিলেন।

এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত মহারাজ আমেরিকার নানাস্থানে বহু বক্তৃতা দিলেন এবং তাহারই ফলে বহু নরনারীর মন বেদান্তের দিকে আকৃষ্ট হইল। বেদান্ত সমিতির সংস্থাপনের পথে এতদিন যে বাধা ছিল মহারাজ ক্রমে ক্রমে তাহাও দূর করিতে সমর্থ হইলেন। শেষে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর সমিতি যথারীতি রেজিষ্ট্রী হইয়া গেল। মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দকে অগ্রজের ন্যায় দেখিতেন এবং সঙ্ঘনেতা বলিয়া সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন। সমিতি যখন রেজিষ্ট্রী হয় তখন অগ্রজপ্রতিম সঙ্ঘনেতার প্রাপ্য অর্ঘ্য তাঁহাকে দান করিতে মহারাজ কুণ্ঠিত হন নাই। দলীলে লিখিত হইল নিউ ইয়র্ক শহরের বেদান্ত সোসাইটি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

উহা নিউ ইয়র্কের আইনমত স্বামী অভেদানন্দ কর্ত্তৃক ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর রেজিষ্ট্রী করা হইল—(Leaves from my Diary by Swami Abhedananda, Vol I, part 7, page 49, 1943)। আদর্শ সন্ন্যাসী এইভাবেই নিজেকে সকল ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলেন।

মহারাজের ডায়েরীতে দেখি যে মার্কিনে আসিয়াই তিনি স্বামীজির বন্ধুদিগের নিকট পরিচয়পত্র চাহিয়াছিলেন। স্বাবলম্বী স্বামীজি গুরুভ্রাতাকেও স্বাবলম্বী হইতে উপদেশ দিয়া অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। সেই প্রত্যাখ্যানের আঘাত মহারাজকে যে লাগিয়াছিল তাহা তাঁহার উক্তির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে—"I was very much surprised at this advice"। কিন্তু সেই আঘাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন সেই কর্ম্মযোগী যিনি সর্ব্বদা মহারাজের অন্তরে বিরাজ করিতেন। মহারাজ তখনই পণ করিয়াছিলেন—"আমি কর্ম্মের দ্বারা দেখাইব যে আমি একজন প্রকৃত কর্ম্মযোগী এবং খাঁটি সন্ন্যাসী"। বেদান্ত সমিতি রেজিষ্ট্রী হইবার কয়েক বৎসর পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ যখন ভারতে আগমন করেন তখন নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সমিতির সদস্যগণ তাঁহার বিদায় অভ্যর্থনাকালে বরোদাধিপতি গাইকোবাড়ের উপস্থিতিতে যে মানপত্র অর্পণ করিয়াছিলেন, মহারাজের সেই কর্ম্মযোগ এবং নির্ভীক সন্ন্যাসব্রতের পরিচয় তাহাতেই দেদীপ্যমান আছে।

সদস্যগণ লিখিয়াছিলেন—"····· নয় বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে নানা কষ্ট, নানা বাধা—এমন কি শত্রুতারও সম্মুখীন হইয়াছেন, কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আপনি নির্ভীকভাবে নিজ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনি যখন নিউ ইয়র্কে

আগমন করেন তখন কয়েকজন মাত্র আগ্রহশীল ছাত্র পাইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের চতুর্দ্দিকে যে সকল ব্যক্তি ইতঃপূর্ব্বে আগ্রহের সঙ্গে সমবেত হইয়াছিলেন, এই ছাত্র কয়েকটি ছিলেন সেই দলের কয়েকজন মাত্র। ইহাদিগকে লইয়াই আপনি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

"কাহারও নিকট সাহায্য ভিক্ষা না করিয়া আপনি আপনার সন্ন্যাসি-জনোচিত হৃদয়ের বলে এবং আপনার অলৌকিক বিজ্ঞতা, ধৈর্য্য, তেজস্বিতা ও স্থিরপ্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া ( যাহা প্রতিপদে আপনার কর্ম্মকুশলতা প্রকাশ করিয়াছে ) এই বাণিজ্যনগরীতে বেদান্ত সমিতির সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করিয়াছেন এবং আজিকার এই বিরাট মন্দিরের প্রত্যেকখানি শিলা নিজ হস্তে এক এক করিয়া বিন্যাস করিয়াছেন। যাঁহারা নিউ ইয়র্কের ভাব জানেন শুধু তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন কত দুর্লঙ্ঘ্য বাধাই না ছিল আপনার পথে এবং কতই না মহৎ হইয়াছে আপনার সাফল্য।

"......পূর্ব্বাপর আপনি ছিলেন আমাদের চিরপ্রিয় গুরু এবং আচার্য্য। আমাদিগের মধ্যে অনেকে—যাহারা দুর্ব্বল দেহ ও কলুষিত মন লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছিল, আজ তাহারা দেহে সবল হইয়াছে এবং তাহাদের হৃদয় নবজীবনের আস্বাদে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দুঃখে ও হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাহারা একদিন ন্যুব্জদেহে অতিশয় সঙ্কোচের সহিত আপনার নিকট আসিয়াছিল, আজ তাহাদের নয়ন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়াছে। আজ তাহারা উন্নতশিরে জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছে। আপনার কাছে কাহারও আগমনই বৃথা হয় নাই। প্রত্যেকের অন্তরই আপনি আশায় পূর্ণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেকেই

নিজ নিজ হৃদয়ে শক্তি ও আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করিয়াছে" (৫১।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর সোসাইটি রেজিষ্ট্রী করা হইলে পর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ হইতে সোসাইটির সদস্য গ্রহণ করা আরম্ভ হইল। প্রথমে মহারাজ যে সমিতির মাত্র ৪টী সদস্য পাইয়াছিলেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর দিবসের 'উর্‌ষ্টার ইভ্‌নিং গেজেট' (Worcester Evening Gazette) নামক পত্রে দেখিতে পাই যে তখনই সোসাইটির সদস্য সংখ্যা হইয়াছিল ১৬০০ (৫২)। এই সকল সদস্যের মধ্যে ওদেশের গণ্যমান্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকই বেশী ছিলেন। দেখা যায় যে, মহারাজের বক্তৃতা শুনিবার জন্য প্রত্যেক বক্তৃতার দিনেই পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা অধিক সংখ্যক জ্ঞানবান এবং বুদ্ধিমান শ্রোতার আগমন হইত। ইহাদিগের মধ্যে গোঁড়া খৃষ্টান মিশনারী এবং অন্যান্য এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা সে দেশের নাগরিকজীবনকেন্দ্রে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। স্বামীজির চরিতাখ্যায়কগণ বলিয়াছেন যে এইরূপ শ্রোতার সংখ্যা নিয়মিতভাবে বাড়িয়া চলিয়াছিল—("Steadily increasing audiences of intelligent persons") (৫৩)। তখন যাঁহারা তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, মহারাজ চিরদিনের মত তাঁহাদের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন (৫৪)।

সেই সময়ে মার্কিনের কতকগুলি সুবিখ্যাত পত্রিকা যথা—The Sun, The New York Tribune, The Crittc, The Literary Digest, The Times, The Intelligence and Mind প্রভৃতি পঞ্চমুখে মহারাজ প্রচারিত শিক্ষার প্রশংসা করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিত। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পত্র-পত্রিকায় তখন দেখা যাইত যে, বেদান্ত ক্রমেই আমেরিকায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং পাশ্চাত্য মিশনারীগণ বেদান্তকে স্বীকার

না করিয়া পারিতেছেন না। স্বামীজির পরপরই মহারাজের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে নিউ ইয়র্কে বেদান্ত সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—"The untiring labours of the Swami Abhedananda, following upon those of the Swami Vivekananda, resulted in the firm establishment of the Vedanta in New York" (৫৫)। পাঠকগণকে এখন স্মরণ করিতে বলি যে, মহারাজের মাত্র ছয় মাসের (১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে পর বৎসরের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত) অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এইরূপ অঘটন ঘটিয়াছিল। দেবানুগৃহীত ভিন্ন অপরের পক্ষে এরূপ জয় লাভ কি সম্ভব?

স্বামী বিবেকানন্দের ইতিবৃত্তকারগণ বলিয়াছেন যে, মহারাজের আমেরিকা প্রবাসের দ্বিতীয় বৎসরে এক জানুয়ারী মাসেই তিনি নানা স্থানে দ্বাদশটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকটি ভাষণ শুনিবার জন্য বহু বিদ্বান ও জ্ঞানবান শ্রোতা ('large and intelligent audience') উপস্থিত হইতেন। এই সময়ে শ্রোতৃবর্গের বিশেষ অনুরোধে ("special request") অনেকগুলি বক্তৃতা ("several of his lectures") দ্বিতীয়, তৃতীয় এমন কি চতুর্থ বার পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। নানা সভাসমিতি ও প্রতিষ্ঠান হইতে তখন বক্তৃতা দিবার জন্য মহারাজের নিকট অসংখ্য অনুরোধ আসিত। মাত্র পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই তিনি নিজেকে এতই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত করিয়াছিলেন এবং এমন ভাবে মার্কিনীদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

স্বামীজির বৃহৎ জীবনচরিতে দেখিতে পাই—গ্রীষ্মাবকাশে বহুস্থানে ঘুরিয়া বক্তৃতা করিবার কালে বেদান্তের শিক্ষা এক স্থান হইতে অন্য একটি দূর স্থানে এবং তথা হইতে দূরান্তরে সম্প্রসারিত হইবার সুবিধা

ও সুযোগ মহারাজই ঘটাইতেন। ১৮৯৮—৯৯ সালের গ্রীষ্মাবকাশে তিনি দুই সহস্র মাইলেরও অধিক ভ্রমণ করিয়া নানা নগরে, নানা গ্রামে, নানা প্রতিষ্ঠানে শত সহস্র ব্যক্তির সমক্ষে ("spoke to several thousands of people") বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল শ্রোতাদিগের মধ্যে অনেকেই ছিলেন খুব উচ্চ শিক্ষিত এবং নানা বিষয়-কর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া সে দেশে সুপরিচিত (৫৬)। এই ভাবেই বেদান্তের বাণী, বেদান্তের ভাব, মার্কিনীদের অনেকের জীবনের অঙ্গ স্বরূপ হইয়াছিল।

মহারাজের কতকগুলি বক্তৃতা বিভিন্ন পুস্তকাকারে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটি প্রকাশ করেন। পরে কলিকাতার বেদান্ত সোসাইটি হইতে কতকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাজের এই সকল পুস্তকের মধ্যে "Re-incarnation" একখানি। তিনটি বক্তৃতা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। মহারাজের একজন ভক্ত মিষ্টার ভ্যাণ্ডারবিল্ট্ (Mr. Vanderbilt) এই তিনটি বক্তৃতা শুনিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে নিজ ব্যয়ে দুই সহস্র খণ্ড "Re-incarnation" বা জন্মান্তরবাদ মুদ্রিত করিয়া মহারাজকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি মহারাজের অন্যান্য পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। মহারাজের পুস্তকগুলি আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিশিষ্ট সমালোচকগণ কর্ত্তৃক বিশেষ-রূপে প্রশংসিত হইয়াছে এবং কোন কোন পুস্তকের একাধিক সংস্করণও বাহির হইয়াছে। এখনও মহারাজের অনেকগুলি অমুদ্রিত রচনা কলিকাতার 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ' এ আছে এবং ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল রচনার মধ্যে আছে গীতা ও কঠোপনিষদের

সুললিত ভাষ্য, উচ্চতর মনস্তত্ত্বের (Advanced Psychologyর) উপর বক্তৃতামালা, স্বামীজির যে 'রাজযোগ' নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটিতে অধ্যাপনা হইত তাহার উপর সুবিস্তৃত ভাষ্য ইত্যাদি। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মহারাজ তাঁহার অনেকগুলি বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি নিজেই সংশোধন করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিলে বলিতেন— "বাকী কাজ ত সেরে যেতে হবে।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নানাস্থানে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া মহারাজ গীতা অধ্যাপনার ক্লাস খুলিয়াছিলেন। যোগ ও ধ্যান শিক্ষা দিবার জন্য তিনি যে আয়োজন করিয়াছিলেন সে সকল ক্লাসে নিষ্ঠাসম্পন্ন বহু ছাত্র উপস্থিত থাকিতেন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহারা হিন্দুসংস্কৃতির মহত্ত্বের উপর বিশেষরূপে আস্থাসম্পন্ন না হইলে কখনই বিশেষ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার সহিত ("with great zeal and devotion") প্রাণায়াম শিক্ষা করিতেন না। এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ে কে আনিয়াছিল ? উত্তরে বলিতেই হইবে—তিনি ছিলেন সেই পরম 'কুশলী' আচার্য্য স্বামী অভেদানন্দ।

মহারাজের বৈদেশিক শিষ্য স্বামী অতুলানন্দ তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থে ('With the Swamis in America—Chap III, Page 26.' এ) লিখিয়াছেন—"স্বামী অভেদানন্দ ক্রমেই জনপ্রিয় হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার কাজও ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। কখনও তিনি বক্তৃতা দিতেছেন, কখনও ক্লাসে অধ্যাপনা করিতেছেন, কখনও বা কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে উপদেশ দিতেছেন—কখনও আবার তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে গ্রন্থাদি রচনা করিতেছেন। দেখা যাইত তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মব্যস্ত।"

তিনি আরও লিখিয়াছেন—"সোসাইটির দিন দিন উন্নতি হইতে

লাগিল, উহা বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। বক্তৃতা করিবার জন্য তখন নানা শিক্ষাসংসদ হইতে আহ্বান আসিতে আরম্ভ করিল—বিভিন্ন ক্লাব এবং প্রতিষ্ঠান সেই আহ্বানে যোগদান করিল। যে কার্য্য ব্যক্তিগত ও সামান্য ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, ক্রমে তাহা সর্ব্বসাধারণের আলোচনার সামগ্রী হইয়া উঠিল।" নানা নগর তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি যেখানেই গেলেন সেখানেই পাইলেন ভালবাসা, সেখানেই পাইলেন প্রশংসা, সেখানেই শুনিলেন জয়ধ্বনি।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার আমেরিকায় আসিয়া যখন দেখিলেন যে মহারাজের অলোকসামান্য শক্তির প্রভাবে বেদান্তের ভাব মার্কিনের হৃদয়ে বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছে এবং সোসাইটির একটি স্থায়ী বাসভবনও গঠিত হইয়াছে, তখন প্রসন্নপ্রীত হইয়া বলিলেন—"আমি তিন বার নিউ ইয়র্কের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়াছি, নিউ ইয়র্ক সে দ্বার খোলে নাই। তুমি যে এখানে সোসাইটির স্থায়ী বাসভবন করিতে পারিয়াছ ইহাতে আমি কত খুসী।" ইহার অল্পকাল পরই স্বামীজি ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন। মহারাজের ভারতে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা ছিল কিন্তু স্বামীজি নিষেধ করায় তখন আর ঘটিল না। স্বামীজি বলিয়াছিলেন তোমাকে আরও দশ বৎসর আমেরিকায় থাকিতে হইবে। পরে মহারাজ যখন কোন বিষয়ে তাঁহার নিকট উপদেশ চাহিয়াছিলেন তখন স্বামীজি জানাইয়াছিলেন—"কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে তোমাকে আমি আর কি বলিব। সমস্ত কাজের ভার তোমাকেই দিয়াছি"—("...I have no directions to give, I leave the work entirely

to you…"—Lectures and Addresses in India, Part I, 1929, by Swami Abhedananda)।

মহারাজের জ্ঞানগর্ভ ও সুললিত বক্তৃতা শুনিয়া নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন্, বষ্টন্, মিল্‌ফোর্ড্, নিউটন্ হাইল্যাণ্ড্, সালিম্, মণ্ট্‌ক্লেয়ার্, ইলিয়াট্, গ্রীণ একার্ প্রভৃতি বহু স্থানের শত শত নরনারী মুগ্ধ হইয়া গেল এবং ক্যানাডা, আলাস্কা, মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানেও তাঁহার অত্যুজ্জ্বল মনীষার পরিচয় অল্পকাল মধ্যেই প্রকাশ পাইল। ক্রমে মার্কিনের অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সমৃদ্ধিশালী অধিবাসিগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। "স্বামী অভেদানন্দের এক শিষ্যা Miss Boock (মিস্ মিনি বুক্) ক্যালিফরনিয়ায় আশ্রম করিবার জন্য 160 acres (১৬০ একর) জমী স্বামী অভেদানন্দকে দান করিয়াছিলেন। ঐ জমি স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দকে সমর্পণ করেন এবং তথায় শান্তি আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য তুরীয়ানন্দকে প্রেরণ করেন। ঐ শান্তি আশ্রম বর্ত্তমানে San Francisco (সান্ ফ্রান্‌সিস্‌কো) সহরের বেদান্ত সোসাইটির অধীনে চলিতেছে।" *

"দেহত্যাগের প্রায় চারি মাস পূর্ব্বে……কথা প্রসঙ্গে মহারাজ বলিয়াছিলেন—কেউ কেউ বলে যে পাশ্চাত্য দেশে আমি কোন কাজ করিনি। যদি আমি ২৫ বৎসর স্বামীজির কাজে লেগে না থাকতুম তবে পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যক্ষেত্র কি প্রসার হ'ত?

* "রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে পরমহংস পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ—(১) স্বামী অশোকানন্দের বিবৃতি" ইতি শীর্ষক আমার লিখিত একটি প্রবন্ধ সংশোধন করিয়া মহারাজ স্বহস্তে এই কথাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন।

দু'দিন বাদে পাশ্চাত্যেরা স্বামীজির বাণী ভুলে যেত…২৫ বৎসর ধরে ওদেশে আমি স্বামীজির প্রবর্ত্তিত পথে ঠাকুরকে প্রচার করেছি" (৫৭)।

লণ্ডনের ছাত্রদিগের বিশেষ অনুরোধে মহারাজকে ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে একবার তথায় যাইতে হয়। সেখানে বেদান্ত সমিতি সংস্থাপন পূর্ব্বক সুচারুরূপে বেদান্তপ্রচারের ব্যবস্থা করিয়া তিনি আবার মার্কিনে ফিরিয়া আসিলেন এবং "ভারত ও তাহার নরনারী" এই বিষয়ে ব্রুক্লিন্ ইন্ষ্টিটিউট্ অভ্ আর্ট্স্ এণ্ড সায়েন্স - (Brooklyn Institute of Arts and Science)-এর বক্তৃতামণ্ডপে যে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা করিলেন, আমেরিকার বিদ্বজ্জনসমাজ শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাগুলি মহারাজের সুতীব্র স্বদেশপ্রেমের বর্ণে অনুরঞ্জিত।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়া মহারাজ পুনরায় মার্কিনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তথায় বেদান্তের বাণী প্রচার করিয়া তিনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে চিরদিনের মত মার্কিন ত্যাগ করিয়া ভারতে আসেন। সেই সময় সান্ফ্রান্সিস্কোর বেদান্তআশ্রম তাঁহাকে যে মানপত্র দিয়াছিলেন তাহার একাংশে ছিল—"যদিও আমরা আরও অনেকগুলি ধর্ম্মাচার্য্যের সঙ্গলাভ করিয়াছি কিন্তু আপনার মত এমন অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার এবং এমন গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি যাহার আছে তেমন দ্বিতীয় আর একজন আচার্য্যকে পাই নাই। যাঁহারা নিষ্ঠার সহিত ভগবানকে চাহেন, কে আর আপনার মত তাহাদের অন্তরে ভগবৎ অনুভূতি জাগ্রত করিয়া দিবেন? আপনাকে হারাইলে আমাদের অবস্থা হইবে ঝড়ের সাগরে কর্ণধারহীন তরণীর মত। আপনি যে এত শীঘ্রই আমাদিগকে ছাড়িয়া ভারতে যাইবেন একথা আমরা ভাবিতেই

পারি না'। ("Although there are many teachers amongst us, still we have not found another like you who has such a vast treasure of wisdom and such a deep spiritual realisation and who has the power to awaken the Divine consciousness in the earnest souls of seekers after Truth. Therefore we feel that in your absence we shall be sailing in troubled water in a ship without her captain and can not bear the thought that you would leave us so soon and go to India")। কোন্ শিষ্য গুরুর নিকট হইতে ইহার অধিক কিছু পাইতে আশা করেন, আর কোন্ গুরুই বা ইহার অধিক শিষ্যকে দিতে পারেন ?

স্বামীজি বা মহারাজ মার্কিনে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন সেগুলি বেদান্তদর্শনের কোনও মন্ত্র বিশেষের বা শ্লোক বিশেষের বা ভাষ্যের ব্যাখ্যামাত্রই ছিল না। সেইগুলি ছিল বেদান্তের আলোকে সমুজ্জ্বল বিশ্বমানবের হিতসাধনকারী বাণী। সেই বাণীর পশ্চাতে ছিল বেদান্তের আলোক। সেই আলোক ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরেরই আলোক। বলিতে গেলে তাঁহারই অনন্ত ভাবগুলিকে একে একে বিশ্লেষণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহারাজ যে ভাবে আপন আপন জীবনে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাষণগুলি বলিতে গেলে সেই ভাবের এক একটি সুবিন্যস্ত ও সুবিস্তৃত ভাষ্য। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দেশী ও বিদেশী দর্শন, সেই ভাবগুলিকে প্রামাণিকত্ব দান করিয়াছে। এই অদ্ভুত প্রচার কাহিনী ও বক্তৃতাবলী পাঠ করিলে এই কথাই মনে হয় যে, যেখানে যেটীর প্রয়োজন হইয়াছে স্বয়ং ঠাকুরই যেন তাহা যোগাইয়া

দিয়াছেন বক্তৃতাগুলি ছিল যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীরই শ্রুতিলিখন। উহাই ছিল এই দুই মহাপ্রভুর বেদান্ত প্রচার, উহাই ছিল মার্কিনে ভারতের প্রতিষ্ঠা, উহাই ছিল তাঁহাদের সার্ব্বভৌম যুগপ্রয়োজনোপযোগী কর্ম্ম এবং অধ্যাত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ, সম্প্রসারণ এবং মার্কিনবাসীর জীবনে উহার মুদ্রাঙ্কণ। মানবজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যাহা, সর্ব্বাপেক্ষা দুরাবগাহ যাহা, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জটিল যাহা তাহাই এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, বহুদিনব্যাপী অভ্যাস এবং আজন্মপোষিত সংস্কার ও আচার নিয়ম এবং সামাজিক রীতিনীতির দুর্ভেদ্য অবরোধের মধ্যে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতি—স্থূল কথায় এই সবই ছিল মার্কিনের সভায় সভায় মহারাজের ও স্বামীজির দৈনন্দিন আলোচনার বস্তু। যাঁহারা ছিলেন শ্রোতা তাঁহাদের অনেকের নিকট হয়ত এই সকল কথা তিক্ত বোধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু সেই তিক্ততা দূর করিয়া তৎস্থলে মধুর প্রলেপ প্রদান—ইহাই এই দুই অতিবিশিষ্ট প্রচারকের প্রধান গৌরব ও চিরজীবী কীর্ত্তি। সে যেন ছিল মার্কিনের প্রাণ লইয়া খেলা। সে খেলায় এক স্বামীজি আর একজনের নকল মাত্র হইলে জিতের সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। উভয়কেই হইতে হইয়াছে মৌলিক, উভয়কেই হইতে হইয়াছে সর্ব্ববিষয়ে নবীন এবং উভয়কেই হইতে হইয়াছে প্রতি কথায় মধুবর্ষী। সুতরাং স্বামীজি কর্ত্তৃক মার্কিনে উপ্ত বেদান্তবীজকে জলসেক করিয়া আলোক ও আহার দানপূর্ব্বক মহামহীরুহে পরিণত করাই ছিল মহারাজের ২৫ বৎসরের কর্ম্মযোগ—এরূপ বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলা ত হইলই না, বরং ভুল বলা হইল বলিতে হইবে।

একটা জড়বাদী সুসমৃদ্ধ ও জ্ঞানগর্ব্বিত দেশের বহু লোকের চিন্তার

ধারাকে যিনি পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন পথে পরিচালনা করেন—যেমন আমেরিকার 'নিউ থট্ মুভ্‌মেণ্ট্' (New Thought movement)—তাঁহাকে নবীনের স্রষ্টা বলিব, আর অন্যের উপ্তবীজে জলসেচকারীকে বলিব উদ্যানপালক মাত্র। মহারাজের গৌরব ছিল সেই স্রষ্টার গৌরব। বোধ হয় এই কারণেই স্বামীজি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—কর্ম্মপদ্ধতির কথা তোমাকে আর কি বলিব, সকল কার্য্যের ভার তোমার উপরেই দিয়াছি (৫৮)।

প্রথমবার আমেরিকায় প্রবাসকালে মহারাজ একবার লণ্ডনে গমন করেন তাহা বলা হইয়াছে। ইউরোপে গমন করিয়া তিনি ইংল্যাণ্ড্, ফ্রান্স্, বেল্‌জিয়াম্, জার্ম্মানী ও ইটালী ভ্রমণ পূর্ব্বক ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পুনরায় মার্কিনে ফিরিয়া আসেন। এই সকল স্থানেও যে তাঁহাকে বেদান্তের ও ভারতসংস্কৃতির পরিচয় দিতে হয় নাই তাহা নহে। মহারাজ যখন মার্কিনে আসিলেন, নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি তখন এতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে যে, কার্ণেগী লাইসিয়াম্ (Carnegie Lyceum) এবং এসেম্ব্লীজ্ হলে (Assemblys Hall এ) ১৪টি বক্তৃতার পর মহারাজকে একটি বৃহত্তর হল ভাড়া করিতে হইয়াছিল। এই সময় মহারাজ যেমন সমিতির হলে বক্তৃতা করিতেন তেমনি নানা শিক্ষাসংসদের আচার্য্যগণও মধ্যে মধ্যে তথায় ছায়াচিত্র সংযোগে নানা বিষয় বক্তৃতা করিয়া লোকের চিত্তবিনোদন করিতেন—নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি তখন সর্ব্বজনবরেণ্য প্রতিষ্ঠানরূপে বহুজন কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তখন সোসাইটির পত্রিকা 'বেদান্ত বুলেটিন্'—(Vedanta Bulletin)—এর শত সহস্র পাঠক হইয়াছে এবং বেদান্ত সম্বন্ধীয় সাহিত্য তখন বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট হইতে সমাদর লাভ করিয়াছে।

লোকে তখন বুঝিয়াছে যে, ভারতের বেদান্ত একটি প্রচণ্ড শক্তি—তাহাকে আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই শক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া তখন সার্ অলিভার্ লজের মত লোকও খৃষ্টধর্ম্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন।

মহারাজের ব্যাঙ্গালোরের বক্তৃতা হইতে জানা যায় যে, প্রথমবার ভারতে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি ক্যানাডা, আলাস্কা, ইউনাইটেড, ষ্টেট্স্ এবং মেক্সিকোর নানা শহরে বেদান্তপ্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। নিউ ইয়র্কের বেদান্তকেন্দ্রই ছিল সর্ব্বপ্রধান, কিন্তু অন্যান্য কেন্দ্রগুলির যথোচিত পরিচর্য্যাও মহারাজকেই করিতে হইত। আমেরিকার কার্য্য খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া মহারাজের সাহায্যের নিমিত্ত স্বামীজি তুরীয়ানন্দ মহারাজকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর অন্যান্য দুই একজন স্বামীজিও নিউ ইয়র্কে প্রেরিত হইয়া মহারাজের কর্ম্মসহায়ক হইয়াছিলেন।

—৹—

# দশম পরিচ্ছেদ

## জয়যাত্রা

অনেক দিন হইতেই স্বদেশ মহারাজের প্রাণকে টানিয়াছিল কিন্তু কর্ম্মডোর তাঁহাকে মার্কিন হইতে মুক্তি দেয় নাই। যাহা হউক, তিনি যেমন ছুটি পাইলেন অমনি কালবিলম্ব না করিয়া লণ্ডনে আসিয়া 'মুলতান' জাহাজের আরোহী হইলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন জাহাজ আসিয়া কলম্বোতে ভিড়িল। দশবৎসর পূর্ব্বে এই পথেই অপরিচিত সন্ন্যাসী স্বামী অভেদানন্দ বিলাতে গিয়াছিলেন, ফিরিবার সময়ও তিনি মনে করিয়াছিলেন যে সেইরূপ অপরিচিতের মতই অলক্ষ্যে আসিয়া জন্মভূমির চরণ বন্দনা করিবেন। জাহাজ কলম্বোতে ভিড়িলে অন্যান্য যাত্রীর ন্যায় তিনিও নামিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু নামা আর হইল না—গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, ডক্টর বেঙ্কটরঙ্গম্ এবং কলম্বোর কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আসিলেন স্বামীজির শিষ্য স্বামী পরমানন্দ। ইঁহাদিগকে দেখিয়া মহারাজ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা যে তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই কিরূপে পৌঁছিল মহারাজ সেই কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বনে ফুল ফুটিলে যেমন তাহার সুবাস পবনসঞ্চালিত হইয়া দূরদূরান্তরে ভাসিয়া যায়, মহারাজের কীর্ত্তিকাহিনীর সুবাসও তেমনি তাঁহার আগমনের বহু অগ্রেই ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

তখনকার মত মহারাজের আর জাহাজ হইতে নামা হইল না। অপরাহ্নে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া শত সহস্র কণ্ঠের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে তাঁহার জয়যাত্রা আরম্ভ হইল। বেণুবীণাবংশীরবের সঙ্গে সঙ্গে সেই

শোভাযাত্রা 'কোটাহীনা' ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুসুমপরাগের ধারার মধ্যে শ্বেতবস্ত্রের উপর পদক্ষেপ করিতে করিতে মহারাজ সেই বাসভবনে প্রবেশ করিলেন। কলম্বোর জনসাধারণ মাল্যচন্দনের অর্ঘ্য দিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল এবং মানপত্র অর্পণ করিল। সেদিন সেই যে অভিনন্দনের শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, মহারাজ যতদিন ভারতে ছিলেন ততদিন উহা স্তব্ধ হয় নাই—সমগ্র হিন্দুভারতের সকৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ঘোষণা করিতে করিতে সেই মঙ্গলশঙ্খ ভারতের নগর হইতে নগরান্তরে মহারাজের অগ্রে অগ্রে বাজিয়া চলিয়াছিল।

কলম্বোতে মহারাজ বক্তৃতা প্রসঙ্গে কহিলেন—আরিস্‌টট্‌লের কালে হিন্দুদার্শনিকগণ কি এথেন্সে কি আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় এবং সিরিয়া ও সিনাই অঞ্চলে বাস করিতেন। পৃথিবীর অন্যান্য ভূভাগ তখন ছিল বর্ব্বরতার আবাসভূমি। এসিয়া এবং গ্রীসের সীমা পর্য্যন্ত ইউরোপই তখন সভ্যদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই পৃথিবীতে খৃষ্টধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল—ইহা আমি আমেরিকায় বহুবার প্রমাণিত করিয়াছি। খৃষ্টধর্ম্মে নূতন কিছু নাই। উহাতে যাহা আছে তাহা সবই আছে আমাদের। আমাদের ধর্ম্মকে আমি কোন বিশেষ নামে বিশেষিত করি না। এ ধর্ম্মের কোন নাম নাই। পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম এই ধর্ম্মের কুক্ষিগত। ভবিষ্যতে যদি কোন নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় তাঁহারও বীজ পাওয়া যাইবে আমাদের এই ধর্ম্মের মধ্যে। আমাদের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌম—ইহা বিশ্বমানবের ধর্ম্ম। আপনারা নিজ নিজ দেহের উপর কোন আস্থা রাখিবেন না। বিশ্বাস করুন আত্মাকে। আমরা প্রত্যেকেই সেই 'আত্মন্'—আমরা সকলেই শিব।

কলম্বো হইতে কাঁদি, তথা হইতে জাফ্‌না, অনুরাধাপুর প্রভৃতি

স্থানে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়া এবং মানপত্রাদির সময়োচিত উত্তর দিয়া মহারাজ সদলবলে টুটিকোরিন্ বন্দরে আসিলেন। ভারতে পদার্পণ করিবামাত্রই চারিদিক হইতে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উত্থিত হইয়া মহারাজকে সম্বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। কস্‌মপলিটান্ ক্লাব—(Cosmopolitan Club)-এ সমবেত চারিশত ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মহারাজ মানপত্র গ্রহণ করিলেন। কয়েকঘণ্টা পর যখন তিনি টিনেভেলীতে আসিলেন তখন দেখিলেন তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে যে শোভাযাত্রা পথে বাহির হইয়াছে—সুসজ্জিত হস্তী উষ্ট্র প্রভৃতি সেই শোভাযাত্রার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। পুরোহিতদিগের কণ্ঠনিঃসৃত বেদমন্ত্র—সঙ্গীত আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিয়া দিকে দিকে ভাসিয়া যাইতেছে। ধূপধুনা ও কর্পূর চন্দনের গন্ধে তখন দিক সকল আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। সে ত ছিল না কোন মহৎ মনুষ্যের বৃহৎ অভ্যর্থনা—সে ছিল একজন নরদেবতার শ্রীপাদপদ্মে প্রাণের পূজা। পূজারীর দল সেদিন ভক্তিচন্দনের স্রোত বহাইয়া নিজেরাও ভাসিয়াছিল, দেবতাকেও ভাসাইয়াছিল।

তেন্‌কাশী হইতে মহারাজ যখন মাদুরায় আসিলেন তখন দেখা গেল সেখানে বিপুল উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শত সহস্র অশিক্ষিত হিন্দু নরনারী প্রাণের আবেগে পথে বাহির হইয়া যুক্তকর মস্তকের উপর স্থাপিত করিয়া তখন দেবদর্শনের আশায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে পথিপার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছিল। ভারত যে ধর্ম্মের রাজ্য—ধার্ম্মিকের রাজ্য, মাদুরায় সেদিন সেই পুরাতন তত্ত্বের নবীন আবিষ্কার ঘটিয়াছিল। মহারাজ মাদুরা হইতে ত্রিচিনাপল্লীতে আসিলেন। পথে শ্রীরঙ্গমে প্রায় এক সহস্র ব্যক্তির সমক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার

বিষয়বস্তু ছিল—"আমেরিকায় হিন্দু ধর্ম্ম"। নাগরিকগণ মানপত্রে কহিলেন—"প্রথিতযশা আমেরিকান্‌গণ তাঁহাদিগের বন্ধুবান্ধবের নিকটে যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছেন এবং সংবাদপত্র সমূহে যে সকল বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা জানি যে আটলান্টিকের ওপারে আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দের উপর আপনার অসাধারণ আধ্যাত্মিক প্রভাব কতই না বিস্তার লাভ করিয়াছে"।

পরদিন পুণ্যতোয়া কাবেরীতে স্নান করিয়া মহারাজ শ্রীরঙ্গমের ভারতবিখ্যাত সুবৃহৎ বিষ্ণু ও জম্বুকেশ্বর শিবমন্দির দর্শন করিলেন এবং অপরাহ্নে বেদান্ত সম্বন্ধে একটি মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার অন্তে আতসবাজীর আলোকে সান্ধ্যগগন আলোকিত হইয়া উঠিল এবং হস্তী উষ্ট্র প্রভৃতি সমভিব্যাহারে মুগ্ধ জনসঙ্ঘ অসংখ্য প্রজ্বলিত মশাল ধারণ করিয়া মহারাজকে লইয়া নগর পরিভ্রমণ করিল। যুবকগণ মহারাজের গাড়ীর অশ্ব খুলিয়া লইয়া পরমোৎসাহে নিজেরাই গাড়ী টানিয়া লইয়া চলিল। তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীশঙ্কর, শ্রীবিবেকানন্দ এবং অন্যান্য ধর্ম্মবেত্তাদিগের জয়গান। পরদিন আবার পাঁচশত ছাত্র সমবেত হইয়া মহারাজের গাড়ী টানিতে টানিতে দুর্গকেন্দ্রে অবস্থিত পৃথ্বীবিখ্যাত পাষাণমন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। মহারাজ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অপরাহ্নে 'পুদুকোটা' রাজধানীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজ-অতিথি স্বরূপ তথায় বহুমানে সম্বর্দ্ধিত হইলেন। কলেজের বহুজনাকীর্ণ থিয়েটার হলে সেদিন যে মানপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল তাহারই একস্থানে বলা হইয়াছিল—'গত দশ বৎসর ধরিয়া আপনি যে ভাবে আমেরিকায় বেদান্ত দর্শনের পরম সত্য বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহাতে আধ্যাত্মিক

সংস্কৃতির গৌরবে ভারতভূমিই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে'। মহারাজ তান্‌জোরে আসিলেন। সেখানেও পূর্ব্ববৎ নাগরিকগণের শোভাযাত্রা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিল। পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি যখন কুম্ভকোনমে আসিলেন তখন রেলষ্টেসনে বহু লোক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছে এবং গুরুগম্ভীরে ঐক্যতান বাদ্য বাজিতেছে। মহারাজ ষ্টেসনের বাহিরে আসিলেন, লোকযাত্রাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মহারাজ যখন পদব্রজে ভারতভ্রমণ করিয়াছিলেন তখন এই কুম্ভকোনম্ বা দক্ষিণভারতের এই কাশীধামেই আসিয়া সাধুসঙ্গ করিয়াছেন। কুম্ভকোনম্ ছাড়িয়া মহারাজ কুড্ডালোরে আসিলেন। বহুলোক রেলষ্টেসনে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিল। অপরাহ্ণে দুইখানি মানপত্র গ্রহণ করিয়া মহারাজ অন্যূন দেড়ঘণ্টাকালব্যাপী যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার শ্রোতা তিন সহস্রের কম ছিল না।

কলম্বোতে যে জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল, এক মাস পর বৃহৎ দক্ষিণভারতের দ্বারদেশে তাহার সমাপ্তি ঘটিল। মহারাজ মাদ্রাজে আসিলেন। মাদ্রাজ তাঁহাকে যে ভাবে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিল, প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অপর কেহ সেই উত্তেজনা এবং সেই আন্তরিকতা অনুভব করিতে পারিবে না। মাদ্রাজের সুবিখ্যাত 'হিন্দু' পত্রিকা এই উপলক্ষে একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই বর্ণনার একস্থানে ছিল—'তিনি ( মহারাজ ) আমেরিকায় দশ বৎসর ছিলেন। এই দশ বৎসর নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়া, ক্লাসে অধ্যাপনা করিয়া এবং নানাস্থানে শিষ্যগণকে দীক্ষা দিয়া তাঁহার সময় কাটিয়াছিল। বেদান্তের প্রতিষ্ঠার জন্য এই কালে তিনি সর্ব্বতোভাবে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে সে দেশে নানাস্থানে বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বেদান্তকে

জনপ্রিয় করিবার জন্য শত শত পুস্তিকা প্রচার এবং গ্রন্থরচনা করা হয়। পাশ্চাত্য জাতির নিকট বেদান্ত যে প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ এই। স্বামী অভেদানন্দ নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া নিয়ত যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন তাহারই ফলে এই বেদান্ত সোসাইটিগুলির জন্ম হইয়াছে।

মহারাজের আগমনসময়ে মাদ্রাজের রেলষ্টেসনে এক অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল। ট্রেন আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেসন লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। যখন মহারাজ ট্রেন হইতে অবতরণ করিলেন অম্‌নি তখন শত সহস্র কণ্ঠের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তাঁহাকে স্বাগত জানাইল। রায়বাহাদুর আনন্দ চার্লু সি আই ই মহারাজকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলে পর মহারাজ শহরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল গুণমুগ্ধ শত সহস্র ব্যক্তি। সুকণ্ঠ গায়কদিগের কণ্ঠ হইতে তখন সুমধুর ভজনগীতি ধ্বনিত হইতে লাগিল। পথে পথে বহু সুবৃহৎ তোরণ রচিত হইয়াছিল। মহারাজকে লইয়া শোভাযাত্রা সেই সকল তোরণের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইল। যাত্রাপথের উভয় পার্শ্বই ছিল জনাকীর্ণ। সর্ব্বলোক সমস্বরে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করিতেছিল 'বন্দে মাতরম্' 'বন্দে মাতরম্'। এই ভাবে নগর ভ্রমণ করিয়া মহারাজ 'মোহন বিলাস'-এ আসিয়া উপনীত হইলেন।

মহারাজ যেদিন নিউ ইয়র্ক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন সেই দিনের বিদায়সভায় বরোদার গায়কোবাড় বলিয়াছিলেন—"স্বামী অভেদানন্দ যে শুধু বেদান্তধর্ম্মই প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা নহে, আমেরিকানদের হৃদয়ে ভারতের জন্য সত্যকার সহানুভূতি এবং প্রেমও তিনি জাগ্রত করিয়াছেন"। এ কথা খুবই সত্য। মাদ্রাজে বক্তৃতা-কালে মহারাজ বলিয়াছিলেন—"আজ আমি আধ্যাত্মিকতার যেমন

বিকাশ দেখিতেছি ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ভ্রমণ কালে এমন দৃশ্য আমার নয়নগোচর হয় নাই। যাহাই কেন ঘটুক না, ভারতবর্ষ কিছুতেই আধ্যাত্মিকতা পরিহার করিতে পারে না। আমরা যদি আধ্যাত্মিকতায় শক্তিমান হই তাহা হইলে আমরা সর্ব্ববিষয়েই শক্তিমান থাকিব"।

মাদ্রাজে থাকাকালে চারি পাঁচ সহস্র শ্রোতার সম্মুখে মহারাজকে যে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল তাহার বিষয়বস্তু ছিল—"বেদান্ত ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব"। মুগ্ধ হইয়া লোকে সেই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়াছিল। ঐ বক্তৃতাটিকে বেদান্তপ্রতিপাদিত নানা তত্ত্বের ভাষ্য রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পরদিন মহারাজ মাদ্রাজের শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় দর্শন করিয়া নারীশিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলেন—'পুরুষ-শিক্ষকের দ্বারা বালিকাদিগের শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা একটা ভ্রান্তি মাত্র। নারীর কি প্রয়োজন নারীই তাহা ভাল বোঝে, পুরুষ তাহা বুঝিতে পারে না।'

'রামকৃষ্ণ হোম'-এর গৃহের ভিত্তি স্থাপনকালে মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। মহারাজ ভারতবর্ষে যতগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতে তিনি অকুণ্ঠহৃদয়ে স্বামীজির প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। সজ্ঘনেতার প্রতি কি ভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে হয়—কি ভাবে মহত্ত্বের পূজা করিতে হয় স্বামীজি সম্বন্ধে মহারাজের উক্তিগুলি তাহারই উজ্জ্বল নিদর্শন।

মহারাজ প্রায় দশদিন মাদ্রাজে ছিলেন। তাঁহার তথাকার আবাস-স্থানের নাম দেওয়া হইয়াছিল 'অভেদানন্দ ভিলা'। গৃহস্বামী এই ভাবে

মহারাজের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

মহারাজ মাদ্রাজ হইতে ভেনিয়াম্‌বড়িতে আসিলেন। সেখানকার হিন্দু নাগরিকগণ তাঁহাকে যে মানপত্র দিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন যে মহারাজ "অখিল-বিদ্বন্মণ্ডলী-মণ্ডন", "অশেষপাষণ্ডীগণখড়্গ" ইত্যাদি।

যাহা হউক এই ভাবে আরও দুই একটি স্থানে অভিনন্দিত হইয়া মহারাজ বাঙ্গালোরে আসিলেন। কলম্বো হইতে ধর্ম্মপুরী পর্য্যন্ত কোন স্থানেই মহারাজের অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গালোর তাঁহাকে যে ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল তাহা অতুলনীয়। তাৎকালিক 'মহীশূর ষ্ট্যাণ্ডার্ড'-(Mysore Standard)-এ সেই সম্বর্দ্ধনার একটি প্রাণস্পর্শী বর্ণনা প্রকাশিত হয়। বর্ণনার এক স্থানে ছিল যে, সেই অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের প্রাণ আর কখনও এই ভাবে সম্মিলিত হইতে পারে নাই, যেমন হইয়াছিল সেই দিন যেদিন স্বামী অভেদানন্দের শুভাগমন ঘটিয়াছিল। রেলষ্টেসন হইতে তিন মাইল দূরে সহরটি অবস্থিত। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত বাঙ্গালোরের সকল লোক শোভাযাত্রা করিয়া মহারাজকে লইয়া সেই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে করিতে সেদিন আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিল। যুবকগণ এতই উৎসাহিত হইয়াছিল যে অনায়াসে মহারাজের গাড়ী টানিতে টানিতে এই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল। বিভিন্ন পল্লীর স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকা পর্য্যন্ত সেদিন রাজপথ বহিয়া ছুটিয়াছিল —ইচ্ছা একটিবার দেবদর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়।

মহারাজ বাঙ্গালোরে উপস্থিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই সিটি রেলওয়ে ষ্টেসন লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। উচ্চ নীচ রাজকর্ম্মচারীগণ সকলেই আসিয়া যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিলেন—ইচ্ছা একটিবার মহারাজকে

দেখেন। শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, দালাল—কেহ আর সেদিন গৃহে ছিল না। গবাক্ষে, গৃহের ছাদে, পথের উভয় পার্শ্বে—মহারাজের যাত্রাপথে সেদিন এই ভাবে লোকসমারোহ হইয়াছিল। মহারাজকে একবার দর্শন করিয়া সর্ব্ব অকল্যাণ হইতে মুক্ত হইবে ইহাই ছিল সকলের আকাঙ্ক্ষা। বলিতে গেলে সমস্ত বাঙ্গালোরই যেন সেদিন মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সম্মিলিত হইয়াছিল এবং যে যেখানে পারিয়াছিল সে সেইখানেই কোন রূপে দাঁড়াইয়াছিল।

মহারাজের শকট অগ্রসর হইল। অষ্ট সহস্রাধিক ব্যক্তি সমবেত হইয়া ভক্তিবিগলিত চিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। দলের পর দল চলিল ভজন-গান গাহিতে গাহিতে, দলের পর দল চলিল বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে। স্বামীজির বৃহৎ একখানি চিত্র পত্রে পুষ্পে সুশোভিত করিয়া সসম্মানে বাহিত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন চিত্র কেহ বা মাথায় করিয়া বহিল। নিজাম বাহাদুরের রাজকীয় শকটে চলিলেন মহারাজ। পথের উভয় পার্শ্বে শত শত লোক দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা মহারাজকে নতি জানাইতে লাগিল এবং বিতরিত প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক ধন্য হইল। সে যেন ছিল দেবতার একটি মহোৎসব—সে যেন শিবের শুভযাত্রা। ধ্বনির পর ধ্বনি উঠিতে লাগিল 'বিবেকানন্দকী জয়,'—'অভেদানন্দকী জয়'।

মানপত্রাদি গ্রহণের পর মহারাজ বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। শত সহস্র করের তালি বজ্ররবে তাঁহার অভিনন্দন করিল। মহারাজ বক্তৃতা করিতে লাগিলেন—যেন অগ্নিগর্ভ শৈলের নিরবচ্ছিন্ন উদ্গার।

বাঙ্গালোর হইতে যখন মহারাজ মহীশূরে আসিলেন তখন দেখিলেন তথাকার কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা

করিবার জন্য মিলিত হইয়াছে। রঙ্গচার্লু মেমোরিয়াল হলে যে সভা হইল তাহাতে প্রায় দশ সহস্র লোক উপস্থিত ছিলেন। মহীশূরের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিয়া মহারাজ শ্রীরঙ্গপট্টনে আসিলেন। সেখানে যে সভা বসিল তাহার পৌরহিত্য করিয়াছিলেন শ্রীরঙ্গপট্টনের মহারাজা। তিনি রাজসিংহাসনে না বসিয়া মহারাজের পার্শ্বে-ই কার্পেটের উপর উপবেশন করিয়া সন্ন্যাসীর চিরপ্রাপ্ত মর্য্যাদা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীরঙ্গপট্টনের সম্বর্দ্ধনা শেষ হইলে পর মহারাজ পুনরায় বাঙ্গালোরে আসিলেন। তাঁহার শুভাগমনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তথায় একটি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৯০ একার (প্রায় ৩০০ বিঘা) ভূমি দান করা হয়। মহারাজ তথায় ভাবী শিক্ষাকেন্দ্রের শিলাবিন্যাস করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালোর হইতে পুরী বহু দূরের পথ। মহারাজ সঙ্গিগণসহ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট পুরীতে আসিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি এবং পুরীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টেসনে আসিয়া মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। সুদীর্ঘ আড়াই মাস কাল একভাবে পরিশ্রম করিয়া মহারাজ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। পুরীর বায়ু তাঁহার দেহে শক্তি সঞ্চার করিতে লাগিল। কয়েক দিন তথায় অবস্থান করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় আসিবা মাত্র আবার সম্বর্দ্ধনা আরম্ভ হইল। কলিকাতার পৌরগৃহে (Town Hallএ) মহারাজ প্রায় তিন সহস্র ব্যক্তির সম্মুখে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার কিছু পরিচয় এই জীবনীর প্রথম খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে।

কিছুদিন বেলুড় মঠে গুরুভ্রাতাদিগের সহিত বাস করিবার পর কলিকাতার নানাস্থানে এবং চন্দন নগরে সম্বর্দ্ধিত হইয়া মহারাজ

কাশী ধামে আসিলেন। তথাকার হিন্দু অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থিত করিয়া লইলেন। এলাহবাদ, আগ্রা, আলোয়ার এবং আহম্মদাবাদে বহু সম্মানে সম্পূজিত হইয়া মহারাজ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে বোম্বাই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ভারতব্যাপী যশের কথা তখন কে না জানিত? বোম্বাইএ আসিবামাত্র সম্বর্দ্ধনার জন্য যথাযোগ্য আয়োজন হইল। মহারাজ সেখানে বহু শ্রোতার সম্মুখে এক বক্তৃতা করিলেন—তাহার বিষয়বস্তু ছিল 'সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম।' বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মহারাজ কহিলেন—'অন্যান্য সকল বিষয়ে আমরা ক্রীতদাসতুল্য হইয়াছি, কিন্তু ধর্ম্মক্ষেত্রে আমরা স্বাধীন। আমাদের ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্যই হইতেছে স্বাধীনতা। উহা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা—যাহার সংস্কৃতনাম মোক্ষ। অজ্ঞান, স্বার্থপরতা এবং অন্যান্য দুর্ব্বলতাই মানুষকে দাস করে। সেই দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার নামই মোক্ষ বা স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। প্রশ্ন হইবে, কি করিলে সেই স্বাধীনতা পাইব। উত্তরে বলিব—জ্ঞানার্জ্জন করিলেই তাহা লভ্য হয়। সত্যকে জানিতে হইবে। তাহা জানিলেই আমরা স্বাধীন হইলাম। সে সত্যের সন্ধান আমরা কোথায় করিব? উহা কি এই জগতেই আছে, না জগতের বাহিরে অন্য কোন স্থানে উহার স্থিতি? সে সত্য সর্ব্বব্যাপী—প্রতি অণুতে পরমাণুতে উহা বিকশিত। সেই অখণ্ড অনন্ত সত্যের মধ্যেই আমরা বাঁচি এবং তাহার মধ্যেই আমরা নিরন্তর বাস করি। এই সর্ব্বব্যাপী সত্যকে ছাড়াইয়া আমরা অন্য কোথাও যাইতে পারি না। সেই সত্যই সকল জীবনের ও সকল প্রকাশের কারণ।'

একদিন অন্য একটি বক্তৃতায় ভারতের ছাত্রদের দায়িত্ব সম্বন্ধে

নানা উপদেশ দিয়া মহারাজ পরদিন ব্যাবহারিক জীবনে প্রতিফলিত বেদান্ত সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়া ভারতে তাঁহার জয়যাত্রা শেষ করিলেন। কারণ ইংলণ্ড ও আমেরিকা তখন সর্ব্বক্ষণের জন্য তাঁহাকে স্মরণ করিতেছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ১০ই নভেম্বর স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে লইয়া মহারাজ 'মারমোরা' জাহাজে যাইয়া উঠিলেন।

জাহাজ ইংলণ্ডের দিকে অগ্রসর হইল।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

## শেষ কথা

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে মার্কিনে আসিয়া মহারাজ আবার পূর্ণ উদ্যমে বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। গিরিশিখরচ্যুত প্রবাহিণী যেমন বিপুল বেগে ধায়, কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝটিকা যেমন সকল বাধা অতিক্রম করিয়া দিগন্তের দিকে প্রধাবিত হয়—মহারাজের প্রচার-কার্য্য তেমনি সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মার্কিনের নানা খণ্ডে এবং ইউরোপের নানা দেশে ছুটিয়া চলিল। কোন কিছুই তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না। সত্য-ই সর্ব্বদা জয়ী হয়। মহারাজ সেই সত্যকেই প্রচার করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার যে জয় হইবে ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে। স্বয়ং ঠাকুর সর্ব্বদা ছিলেন যাঁহার সহায় ও পথপ্রদর্শক এবং নিজের মন্ত্রই কাল ও স্থানোপযোগী করিয়া যখন তিনি মহারাজের মুখ দিয়া প্রচার করিতেছিলেন, তখন সে বাণী না শুনিয়া কাহারও উপায় ছিল না। জড়বাদের ঝঞ্ঝা যে দেশকে ক্রমেই সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল, মহারাজ সেখানে শান্তিবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সে বারির পরশ পাইল যে, অমৃতের সন্ধান সে পাইল। লণ্ডনের বেদান্ত সোসাইটিকে অপমৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়া মহারাজ পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে প্রতিবৎসর একবার করিয়া লণ্ডনে যাইতে হইত।

এইভাবে আরও দীর্ঘদিন আমেরিকায় কাটিয়া গেল। তিনি জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভক্তিতে—উপাসনায়, জপে, ধ্যানে এবং সর্ব্ববিষয় নিয়মনিষ্ঠায় অনেকের জীবনাদর্শ হইয়া উঠিলেন। যীশুকে ছাড়িয়া হরিকে ভজনা

করিতে তিনি কাহাকেও বলিলেন না। শুধু বলিলেন—ভিতর হইতে বল সঞ্চার কর, মন ও মুখ এক কর এবং তোমার দেবত্বকে বিকশিত কর। বিজ্ঞান যে ধর্মের পাদপীঠ হইতে পারে না সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে। জড়বাদী মার্কিন, যাহার চার্চ্চের ডগমা (Dogma) এতদিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল সে, এখন হাতে পাইল একটি বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম। তাহার জীবন গতিমুখ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। মার্কিনীরা বুঝিতে পারিল যে ধর্ম্মরাজ্যে ভারতবর্ষই দাতা এবং অন্যান্য জাতি সেই মহদ্দাতার সম্মুখে নতজানু হইয়া ভিক্ষাপ্রার্থী হইবার যোগ্য। তাহারা বুঝিল যে সত্য-সত্যই যাহা ধর্ম্ম, তাহা দর্শন ও বিজ্ঞানের বাহিরে নহে—তাহা বিচারকে ত্যাগ করিয়া শুধু বিধানকেই অবলম্বন করিতে পারে না—তাহা বিধানকে ছাড়িয়া সার্ব্বভৌম বিধিকেই গ্রহণ করিবে।

মহারাজ তাঁহার সমগ্র জীবন ধরিয়া নানা ভাবে এই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন যে, আমরা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি বা না করি—কোন অবতারপুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হই বা না হই তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যদি আমরা আত্মসংযমী হইতে পারি, যদি একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থ প্রেম আমাদের থাকে তাহা হইলেই বলিব, আমরা আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার অভিমুখে চলিয়াছি। আবার অপর পক্ষে কেহ যদি ঈশ্বরবাদী হন, অথবা কেহ যদি কোন একটি ধর্ম্মমতানুযায়ী আচার-নিয়ম ও বিধি-বিধান অনুষ্ঠানাদি মানিয়া চলেন কিন্তু তিনি যদি আত্মসংযমী না হন, যদি না হন একাগ্রচিত্ত—যদি তাঁহার সত্যনিষ্ঠা এবং স্বার্থহীন প্রেম না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার আধ্যাত্মিকতা একজন সাধারণ সংসারী মনুষ্যের আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা বেশী উচ্চে নহে। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস তাহা হইলে মৌখিকমাত্র—অন্তরের বস্তু নহে।

মহারাজের সকল বক্তৃতাই ছিল বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার পাদপীঠের উপর বিরচিত এবং সেই জন্যই সেইগুলি যেমন শ্রোতার মন ও বুদ্ধিকে আকর্ষণ করিত, তেমনি আকর্ষণ করিত তাহার হৃদয়কে। তিনি হিন্দুকে খৃষ্টান হইতে বলেন নাই, খৃষ্টানকেও হিন্দু হইতে বলেন নাই। বলিয়াছেন—আপন আপন ধর্ম্মমতে পাকা হও—নিষ্ঠাবান হও—একজন ভাল হিন্দু হও—একজন ভাল খৃষ্টান হও। তাই তিনি বেদান্তের ভিতর দিয়াই যীশুর 'খৃষ্টত্ব'কে প্রকাশ করিয়া মার্কিনীদিগকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন—তাই গ্রন্থকার জেনিন্ কেলির মত সে দেশের বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে বলিতে হইয়াছে—যীশুর অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কর্ম্মের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া মহারাজ দেখাইয়াছেন যীশুর বাণীর প্রকৃত অর্থ কি। মহারাজের মুখে বেদান্তের ব্যাখ্যায় সে অর্থ আমরা শিখিয়াছি। ধর্ম্মবিশ্বাসে এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধন শুধু একজন যুগমানবের পক্ষেই সম্ভব—অন্যের পক্ষে নহে। তিনিই শুধু পারেন লোকের হৃদয় হইতে ব্যক্তিগত যীশুখৃষ্টকে অপসারিত করিয়া সেই সিংহাসনে খৃষ্টের সকল ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করিতে।

স্বামী বিবেকানন্দের চরিতাখ্যায়কগণ ঠিকই বলিয়াছেন যে, স্বামী অভেদানন্দের দিগন্তপ্রসারিত ধর্ম্মপ্রচারের কাহিনী কোন একখানি পুস্তকের সীমাবদ্ধ কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। এই প্রচার ব্যাপার যে কত বহু বিস্তৃত ছিল এবং উহা যে প্রাচ্যের আদর্শকে সত্যসন্ধানী মার্কিনের নরনারীর হৃদয়ে কিরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়ছিল ভাসা ভাসা আলোচনায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে জানিয়া শুনিয়াও সেইরূপ ভাসা ভাসা আলোচনার পন্থাকে অবলম্বন করিতে হইল।

৯ (খ)

মহারাজ ছিলেন অ-সাধারণ, সেইজন্য সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আমেরিকায় এবং ইউরোপে মানবের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম প্রচারের কারণে এমন অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে পারিয়াছিলেন। তেমন আঘাত পাইলে সুকঠিন পাষাণও ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হয়—সুদৃঢ় ইস্পাতও হইয়া পড়ে। মহারাজেরও শেষে ক্লান্তি আসিল। একা খণ্ডবিখণ্ড জন্য প্রথম জীবনে তিনি হিমালয়ের কুক্ষী মধ্যে আসন হইবার বিস্তার করিয়া বসিয়াছিলেন; আবার তাঁহার ইচ্ছা হইল সেইরূপ নির্জ্জনতার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিবেন। রামকৃষ্ণ মিশনের যুবক সাধুদিগের উপর সকল কার্য্য ভার অর্পণ করিয়া বলিতে গেলে মহারাজ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। সে সময় (১৯১৮ খৃষ্টাব্দ) বার্ক্‌সায়ার (Berkshire) নামক পল্লীপ্রদেশে তাঁহার একজন শিষ্যপ্রদত্ত দ্বাদশ শত একার (প্রায় ৩৬০০ বিঘা) ভূমিতে একটি আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েকজন শিষ্য সহ মহারাজ সেই নির্জ্জন আশ্রমে গিয়া পুরাকালের ঋষিদিগের মত আত্মসাধনায় নিযুক্ত হইলেন। কোন কোন শিষ্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—মহারাজ আমরাই সকল ভার লইতেছি, আপনি বরাবরের জন্যই আমেরিকাবাসী হউন। উত্তরে মহারাজ বলিয়াছিলেন—তা' কেন? আমি যে সন্ন্যাসী। সমস্ত পৃথিবীই আমার ঘর।

মহারাজ দেখিলেন সেই নির্জ্জন আশ্রমেও তাঁহার একা হইবারও উপায় নাই। শত শত নরনারীর ব্যাকুল আহ্বানে মধ্যে মধ্যেই তাঁহাকে দূর দূরান্তরে গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে হয়। তিনি শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন মার্কিন ছাড়িয়া ভারতে আসিবেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই 'ম্যানিলা' জাহাজের আরোহী হইয়া মহারাজ সান্ ফ্রান্সিস্কো (San Francisco) ত্যাগ করিলেন এবং হনোলুলুতে আসিলেন। তথায় তখন ( ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট )

## শুদ্ধি পত্র

১৩৮ পৃষ্ঠার ৪র্থ হইতে ৭ম পংক্তি পর্য্যন্ত এইভাবে পড়িতে হইবে :—

সুদৃঢ় ইস্পাতও খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়ে। মহারাজেরও শেষে ক্লান্তি আসিল। একা হইবার জন্য প্রথম জীবনে তিনি হিমালয়ের কুক্ষী মধ্যে আসন বিস্তার করিয়া বসিয়াছিলেন ;

কিছুদিন বিশ্রামের পর মহারাজ ঢাকা, ময়মনসিংহ, জামসেদপুর প্রভৃতি নানাস্থানে মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন।। লোকে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল।

আমেরিকা থাকা কালে তিনি শুনিয়াছিলেন ডাক্তার নোটোভিচ্, নামক জনৈক রুশ পর্য্যটক তিব্বৎ ভ্রমণে আসিয়া জানিতে পারেন যে,

মহারাজ ছিলেন অ-সাধারণ, সেইজন্য সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আমেরিকায় এবং ইউরোপে মানবের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম প্রচারের কারণে [illegible]

সমস্ত পৃথিবীই আমার ঘর।

মহারাজ দেখিলেন সেই নির্জ্জন আশ্রমেও তাঁহার একা হইবারও উপায় নাই। শত শত নরনারীর ব্যাকুল আহ্বানে মধ্যে মধ্যেই তাঁহাকে দূর দূরান্তরে গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে হয়। তিনি শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন মার্কিন ছাড়িয়া ভারতে আসিবেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই 'ম্যানিলা' জাহাজের আরোহী হইয়া মহারাজ সান্ ফ্রান্‌সিস্কো (San Francisco) ত্যাগ করিলেন এবং হনোলুলুতে আসিলেন। তথায় তখন (১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট) প্যান্ প্যাসিফিক্ শিক্ষা সংসদ-(Pan Pacific Educational Conference)-এর বৈঠক বসিয়াছিল। ভারতের প্রতিনিধিরূপে সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকিয়া তিনি শিক্ষা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ বক্তৃতা দিলেন। ফিরিবার পথে তিনি জাপান, চীন, ফিলিপিন, সিঙ্গাপুর, কোয়ালালাম্‌পুর ও রেঙ্গুন শহরে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের বাণী শুনাইলেন। ইউরোপ এবং আমেরিকায় যেমন তাঁহার যশোগান ধ্বনিত হইতেছিল, এইবার তাহা সমগ্র পূর্ব্ব এসিয়ায় শঙ্খনিনাদের ন্যায় বাজিয়া উঠিল। এতদিন মহারাজ ছিলেন পাশ্চাত্য বিজয়ী—এবার হইলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজয়ী—এবার হইলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজয়ী বীর সন্ন্যাসী!

এত মান, এত সম্ভ্রম ও এত প্রতিষ্ঠায় তিনি বিভূষিত হইয়াছিলেন যে খুব কম লোকেই সে সমুদয় জীর্ণ করিয়া নিজেকে দীনহীন বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন। মহারাজ কলিকাতায় আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে বেলুড় মঠে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণামপূর্ব্বক একটি নারিকেলের হুকা হস্তে গল্প করিতে বসিয়া গেলেন—যেন তাঁহাদিগেরই মত একজন। কিছুদিন বিশ্রামের পর মহারাজ ঢাকা, ময়মনসিংহ, জামসেদপুর প্রভৃতি নানাস্থানে মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন।। লোকে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল।

আমেরিকা থাকা কালে তিনি শুনিয়াছিলেন ডাক্তার নোটোভিচ্, নামক জনৈক রুশ পর্য্যটক তিব্বৎ ভ্রমণে আসিয়া জানিতে পারেন যে,

যীশুখৃষ্ট তাঁহার জীবনের যে কয়েকটি বৎসর অনির্দ্দেশ হইয়া কাটাইয়াছিলেন সেই কয়েকটি বৎসর ভারতবর্ষে অতিবাহিত হইয়াছিল। মহারাজ শুনিয়াছিলেন যে এই বিষয়টি দুর্গম তিব্বতের হিমিস্ মঠের পুস্তকাগারে একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে বিবৃত আছে।

মহারাজের বয়স তখন ৫৬।৫৭ বৎসর হইবে। দেহ তখন যথেষ্ট ক্লান্ত ছিল। সেইরূপ দেহে ও সেই বয়সে মহারাজ পথের দুর্গমতাকে গ্রাহ্য করিলেন না এবং কিছুদিন বেলুড় মঠে বিশ্রাম করিয়াই কাশ্মীর হইতে পদব্রজেই হিমিস্ মঠের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে কাশ্মীরাধিপতির অতিথিরূপে তিনি অমরনাথ তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন এবং গন্ধর্ব্বল হইতে পদব্রজে যাত্রা করিয়া ১৫,০০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত জোজিলাগিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়া দুর্ভেদ্যপ্রায় হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক তিব্বতে উপস্থিত হইলেন। তিব্বতে বৌদ্ধ লামাদিগের মঠ দর্শন এবং তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া মহারাজ হিমিস্ মঠে আসিয়া উপনীত হইলেন। দেখিলেন সত্য সত্যই সে মঠের পুস্তকাগারে নোটোভিচ্ বর্ণিত পুঁথির একখানি নকল আছে। মহারাজের জীবনই ছিল সত্যানুসন্ধানের জীবনী। সেই সত্যানুসন্ধানের জন্য তিনি পুঁথিখানির কিয়দংশ বঙ্গানুবাদ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই অনুবাদটি 'পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ' নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তিব্বৎ হইতে ফিরিবার পথে রাওলপিণ্ডি হইয়া পেশোয়ার, জামরুড ও আফগানিস্থানের সীমান্ত লাণ্ডিকোটাল পর্য্যন্ত গমন করিয়া মহারাজ কাবুল নদের তীরে তীরে পশ্চিম ভারত ভ্রমণ পূর্ব্বক পুনরায় বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কলিকাতায় জনসাধারণের প্রার্থনায় এবং শরৎ মহারাজ ও

মহাপুরুষ মহারাজের অনুমোদনে ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র দক্ষিণ কলিকাতায় মহারাজ 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি' নামক একটি সমিতি স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে কিছুকাল মেছুয়াবাজারে বাস করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানে প্রথম সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সমিতি প্রথমে নানা ভাড়াটিয়া বাটীতে ছিল। মহারাজ বহুলোককে দীক্ষা দান করিলেন এবং ক্লাস খুলিয়া গীতা এবং রাজযোগ প্রভৃতি অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। সেই সকল ক্লাস সর্ব্বদাই জনপূর্ণ থাকিত। পরে (১৯২৯ খৃষ্টাব্দে) যখন রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে জমী ক্রয় করিয়া নূতন মন্দির গঠিত হইল তখন 'বেদান্ত সমিতি'ও সেইখানে উঠিয়া গেল। মহারাজ পরে দেহান্তের কিছু পূর্ব্বে ঐ সমিতির একটি অংশকে দেবত্ররূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া মঠ স্থাপিত করিলেন। সেই মঠ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ নামে এখন পরিচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাবসানের পর মহারাজ একবার কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়াছিলেন এবং স্বাস্থ্য লাভের জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রভৃতির সহিত দার্জিলিঙে আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি যে, এই সময়েই মহারাজ সংকল্প করিয়াছিলেন যে অনেক কুইনাইন সেবনেও যখন উপকার হয় নাই তখন ভবিষ্যতে তিনি আর কুইনাইন সেবন করিবেন না। সময়ান্তরে মহারাজকে বলিতে শুনিয়াছি —আমি চল্লিশ বৎসর কুইনাইন সেবন করি নাই। যাহা হউক পরে আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি দার্জিলিঙ্‌ ভ্রমণে আসিয়া লক্ষ্য করিলেন যে বিরাট হিমালয়ের কুক্ষি মধ্যেও অনন্ত শক্তিশালী ঠাকুরের অনন্ত ভাবরাশি প্রচার করিবার বিরাট একটি ক্ষেত্র লোক-লোচনের বাহিরে পড়িয়া আছে। তিনি তাই দার্জিলিঙে আশ্রম

স্থাপন করিয়া সেই প্রচার ব্রতের প্রারম্ভিকস্থত্ররূপে সর্ব্বশ্রেণীর শিশুদিগের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন যেমন করিয়াছিলেন কলিকাতায়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তারের জন্য তিনি কলিকাতা মঠ হইতে বিশ্ববাণী নামক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য সুবিখ্যাত লেখকদিগের রচনায় সুসমৃদ্ধ হইয়া এবং মহারাজের অনন্যসাধারণ প্রবন্ধগুলি অঙ্গে ধারণ করিয়া 'বিশ্ববাণী' প্রবন্ধগৌরবে গৌরবান্বিত।

কি কলিকাতায় কি দার্জ্জিলিংএ মহারাজ যখন যেখানে থাকিতেন ভক্তজনমণ্ডলী ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ সেখানেই তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিতেন এবং দিনের পর দিন তাঁহার বাক্যামৃত পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতেন। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ্, সার সি ভি রমন, বঙ্গ গভর্ণর লর্ড্ লিটন্, কলিকাতার লর্ড্ বিশপ্, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ্, জিয়্যাঁ হারবার্ প্রভৃতি ভারতের ও পাশ্চাত্যের বহু গণ্যমাণ্য ব্যক্তি বেদান্ত মঠে বা আশ্রমে আসিয়া মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গৌরব অনুভব করিয়া গিয়াছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি হইবার পর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুও মহারাজের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবার জন্য বেদান্ত মঠে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মহারাজ তখন রোগশয্যায় শায়িত। সুভাষ বাবু তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে মহারাজ স্নেহকণ্ঠে কহিয়াছিলেন— "সুভাষ, এস তোমাকে আলিঙ্গন করি।" মানুষ অভেদানন্দ ছিলেন এইরূপ। শিষ্য অভেদানন্দ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য অর্জ্জুনতুল্য। সাধক অভেদানন্দ ছিলেন অনন্যসাধারণ। পরিব্রাজক অভেদানন্দ

## রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, দার্জ্জিলিং
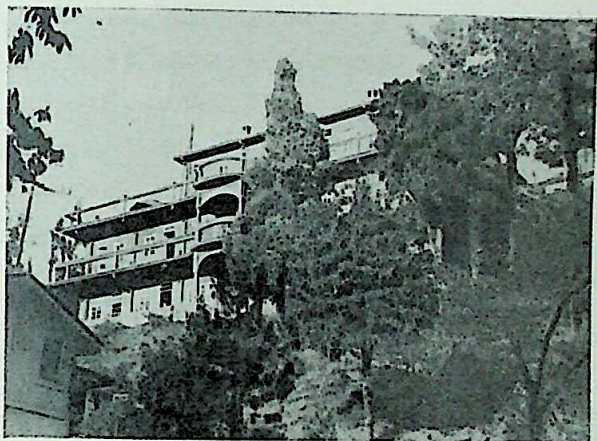
নিবেদিতা মেমোরিয়াল বিল্ডিং
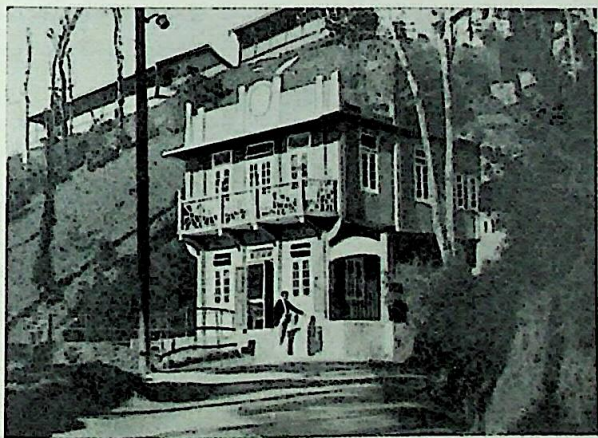
দাতব্য ঔষধালয়

ছিলেন সম্পূর্ণরূপে অকুতোভয় ও অক্লান্ত। প্রচারক অভেদানন্দ ছিলেন অখিলশাস্ত্রবিদ্, নির্ভিক সমালোচক ও দিগ্বিজয়ী। গুরু অভেদানন্দ ছিলেন সর্ব্বকল্যাণদাতা মহেশ্বর। আর মানুষ অভেদানন্দ ছিলেন এইরূপ সদাশয় ও সর্ব্বগর্ব্বরহিত। ধনী, নির্ধন, বিদ্বান, মূর্খ, ছোট, বড়—মহারাজ সকলকেই যথাযোগ্য সমাদর করিতেন বলিয়া যিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তিনিই তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া—আপনার জন মনে না করিয়া—থাকিতে পারিতেন না। মহারাজ যে এত সহজে যে কোন ব্যক্তির আত্মীয় হইতে পারিতেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মহারাজের যে নিন্দাকুৎসাকারী কেহ ছিল না তাহা নহে। কিন্তু তিনি তাহাদিগকেও ভালবাসিতেন। তাহাদের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতে কোনদিন দেখি নাই। সেই সকল লোকের প্রতি আমরা যদি বা রুষ্ট হইতাম তিনি কিন্তু তখন হাসিতেন। তাঁহার সেই সরল শুভ্র মনের প্রাণের হাসিটি মুখে যেন সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। রোগশয্যাতেও উহা তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই—যেমন করে নাই তাঁহার অমুদ্রিত ভষণগুলির পাণ্ডুলিপি সংশোধন অথবা আগন্তুকের সহিত সদালাপ ও সৎপ্রসঙ্গ এবং যাহার যেখানে সন্দেহ বলামাত্রেই তৎক্ষণাৎ তাহার ভঞ্জন অথবা যেমন করে নাই যাচিতের প্রতি কৃপাদান।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতার পৌরগৃহে (Town Hallএ) যে বিরাট বিশ্বধর্ম্মসম্মেলন হয়, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বহু মণীষী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার দুইটি অধিবেশনে—সেই বিরাট যজ্ঞে দুইবার প্রধান হোতা হইয়াছিলেন মহারাজ। এই উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা ছিল

আবেগময়ী ভাষায় প্রাণের কথার নিবেদন। উহা সেদিন সভার প্রত্যেকেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অন্য সময়েও মহারাজকে অনেক সাধারণ সভায় কখন বা প্রধান বক্তারূপে এবং কখন বা সভাপতিরূপে উপস্থিত হইতে হইয়াছে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাগমনের কালে দার্জ্জিলিং হিমালয় ট্রেণের দুই একখানি গাড়ী লাইনচ্যুত হওয়ায় অনেক যাত্রী ট্রেণ হইতে নিম্নে ঝম্প প্রদান করেন। মহারাজও তদ্রূপই করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি হৃদ্‌যন্ত্রে কিছু আঘাত পাইলেন। এই আঘাতের ফলে ক্রমে তাঁহার শোথ ব্যাধি কঠিন হইয়া শেষে সর্ব্বাঙ্গীন শোথে পরিণত হইল। কলিকাতার অনেক ডাক্তার চিকিৎসা করিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না। ক্রমে রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে এমন অবস্থা হইল যে তাঁহার গলদেশের পার্শ্বে একটি শিরা ক্রমে স্ফীত হইয়া উঠিল এবং কখনও কখনও নিষ্ঠিবনের সঙ্গে রক্ত দেখা যাইতে লাগিল। আমরা ভয়ে হতজ্ঞান হইলাম। শেষে একদিন বিধানচন্দ্র রায়, দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ চিকিৎসকদিগের একটি বৈঠক বসিল। তাঁহারা কহিলেন যে অবিলম্বে উদরে ছিদ্র করিয়া জল বাহির করিয়া না দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার জীবলীলা শেষ হইবে। ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ মহাশয় সংবাদটি সাবধানে মহারাজের নিকটে নিবেদন করিলেন। মহারাজ কহিলেন—'আমার কাজ এখনও শেষ হয় নাই। এখন আমি যাইব না। আমার দেহ ঠাকুরের। তাঁহার আদেশ না পাইলে আমি দেহে অস্ত্রোপচার করিতে দিব না'। চিকিৎসকগণ হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু যাঁহার জীবনের জন্য এত লোকের গভীর উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল,

তিনি তখন একান্ত শান্ত চিত্তে দাড়ী কামাইতে বসিলেন। তাঁহার মুখে লাগিয়া রহিল শান্তির সেই শেফালিশুভ্র হাসিটি। কিছুক্ষণ পর তিনি শান্ত মহারাজকে * নিকটে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন বিমলানন্দ কে। তাঁহার পরিচয় পাইলে পর মহারাজ কহিলেন—'ঠাকুরের দৈববাণী পাইলাম যে বিমলানন্দ তর্কতীর্থের চিকিৎসাধীনে থাকিলে উপকার হইবে'। তৎক্ষণাৎ তাহাই করা হইল। কবিরাজী চিকিৎসায় ক্রমে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে দেখিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম যে সত্বরই রোগমুক্তি ঘটিবে। এই রোগ ভোগের কালেও তাঁহার মুখে কোনদিন বিষণ্নতা দেখি নাই। হাসি—হাসি—কেবলই হাসি—কথায় কথায় হাসি। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন—'তুমি যে বলেছিলে জীবন কথার notes নেবে, কৈ নিলে না?' আমি একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম—'মহারাজ আপনি একেবারে সেরে উঠুন, তখন নিব।' মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এটা ত ভাদ্র মাস। ভাদ্র মাস যে যমের মাস তা কি জান না?"

আমার হৃদয় দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। তিনি হাসিতে লাগিলেন। এই কথা বলিবার দুই তিন দিন পরই সেই ভাদ্রমাসেই—২২শে ভাদ্র শুক্রবার ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে (৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ খৃঃ অঃ)—সত্যসত্যই আমাদের আনন্দপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। শান্তি ও সুখের দ্বারে চিরদিনের মত কাঁটা পড়িল। মঠে গিয়া দেখিলাম শত শত নরনারী চোখের জলে পথ দেখিতে পাইতেছে না।

মহারাজ বলিতেন—"ঠাকুরের পায়ের নীচে আমাকে জায়গা দিস্"।

যাঁহার চরণকে আশ্রয় করিয়া মহারাজের সমগ্র জীবনটি ফুলে পল্লবে

---

* স্বামী সদ্রূপানন্দকে

যে ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে ভাবে সেই অমৃতবৃক্ষের সৌরভ ক্রমে প্রকাশিত হইয়া দিক্ হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়াছিল, সেই দেহটিকে ঠাকুরের চরণতলেই শেষ শয্যায় বিশ্রামশয়ন দিবার ইচ্ছা মহারাজের পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক ছিল বলিয়াই তিনি সেবকদিগকে মধ্যে মধ্যে সেই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিতেন—'ঠাকুরের পায়ের নীচে আমাকে জায়গা দিস্'।

শেষ অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য লক্ষণ ভাই-( স্বামী সত্যরূপানন্দ )-এর সহিত ছুটিয়া বাহির হইলাম। মহারাজ সহায় হইলেন বলিয়া অসম্ভবও সম্ভব হইল। কাশীপুর মহাশ্মশানে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ তলে যে সাড়েচারি হস্ত পরিমিত স্থানটুকু ছিল সেইখানেই মহারাজের শেষ শয়ন রচনা করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ আদেশ লইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বেদান্ত মঠে ফিরিলাম। আদেশ পত্রে লিখিত ছিল "Please allow the cremation of Swami Abhedananda by the side of the memorial structure of Ramakrishna Paramhansa Deb as a special case.

Sd. J. C. Mukherjee

Chief Executive Officer,

Corporation of Calcutta

8. 9. 39"

আসিয়া দেখিলাম মহারাজ তখন দ্বিতল হইতে নাটমন্দিরে নামিয়াছেন এবং নিশ্চিন্তে কুসুমশয়নে অবস্থান করিয়া কুসুমাস্তরণের অন্তরাল হইতে মুখখানি বাহির করিয়া রাখিয়াছেন। চারিদিকে ধ্বনি উঠিয়াছে—'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ, হরি ওঁ রামকৃষ্ণ।'
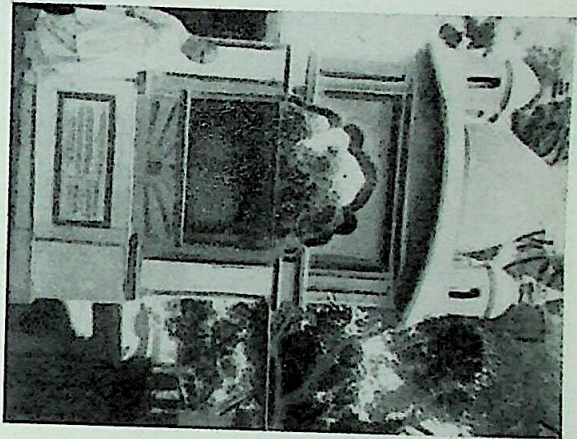
কাশীপুর শ্মশানে
স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতিমন্দির

(১) (২)

কাশীপুর শ্মশানে
(১) ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের স্মৃতিমন্দির
(২) স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতিমন্দির
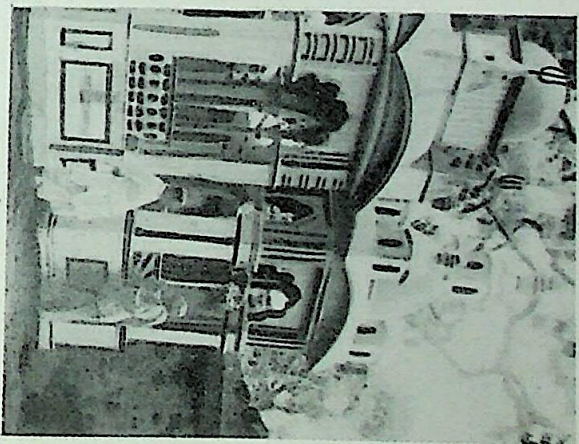
মহারাজ শেষ শয়নের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমরাও তখন সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। আমরা যখন মহাশ্মশানে আসিলাম রাত্রি তখন প্রায় নয়টা। মহাশ্মশান তখন নরনারীতে এমনভাবে পূর্ণ হইয়াছিল যে চলিবার ফিরিবার পথটুকুও ছিল না। ঘন ঘন মৃদঙ্গরোলের সঙ্গে তখন হরিনামের বন্যা বহিতেছিল। সেই বন্যার স্পর্শে জোয়ারের গঙ্গা এক একবার আছাড় খাইয়া তটভূমি আঘাত করিতে লাগিল।

ঘৃতনিষিক্ত চন্দন কাষ্ঠগুলি হোমানলের ন্যায় প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। হোমানল আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঊর্দ্ধদিকে তীব্রশিখাগুলি মেলিতে লাগিল। সেই অনলে দগ্ধ হইল এই যুগের মানবধর্ম্মগুরু যোগীরাজ স্বামী অভেদানন্দের দেব দেহ—দগ্ধ হইল অপূর্ব্ব ভারতমনীষার সমুজ্জ্বল একটি প্রতীক।

অশ্রুনিষিক্ত নয়নে আমরা মূক হইয়া যুক্তকরে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম—আর চাহিয়া রহিল ঘনঘটাচ্ছন্ন গগনের বিরলচ্ছেদের ভিতর দিয়া রজনীর তৃতীয় প্রহরের কয়েকটি নিদ্রাহারা বেদনাকাতর নক্ষত্র।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

# পরিশিষ্ট

## প্রথম পরিচ্ছেদ

(১) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1913) Vol. II, Page 35.

(২) A noted professor of Columbia University said that he considers Abhedananda to have the most brilliant philosophical mind to be found anywhere in the world to-day—Toronto Saturday Night. (America)

(৩) Mrs. Rose M. Ashsby—President of Atlanta Psychological Society; Atlanta Gazette : বিশ্ববাণী, জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৭।

(৪) মহারাজের কথা—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ

(৫) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati 1915), Vol. II, Page 356.

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৬) Contemporary Indian Philosophy—Sir S. Radha Krishnan etc. Page 50.

(৭) Ibid—Page 50.

(৮) মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(৯) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1915) Vol. III, Page 65.

(১০) Ibid, Page 56.

Lectures and Addresses in India by Swami Abhedananda Part I, 1929.

(১১) পত্র সঙ্কলন—রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১২৮ পৃষ্ঠা।

(১২) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1915) Vol, III, Page 60.

(১৩) বিশ্ববাণী—কার্ত্তিক, ১৩৪৬, ৩৩০ পৃষ্ঠা। স্বামী প্রেমানন্দজীর পত্র।

(১৪) বিশ্ববাণী—কার্ত্তিক, ১৩৪৮, ২৭৫ পৃষ্ঠা।

(১৫) বিশ্ববাণী চৈত্র ১৩৩৬, (নবযুগের মানুষ পৃষ্ঠা ৫০১)।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(১৬) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1915) Vol. II Pages 362-365.

(১৭) Ibid—Page 409.

(১৮) Ibid—Page 365.

(১৯) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1913) Vol. II, Page 384.

(২০) Ibid—Page 384.

(২১) Ibid—Page 381.

(২২) Ibid—Page 396.

(২৩) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1915) Vol. III, Page 54.

(২৪) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1913) Vol. II. Page 431.

(২৫) Ibid—Page 56.

(২৬) বিশ্ববাণী—কার্ত্তিক ১৩৪৮, ২৭৩ পৃষ্ঠা।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(২৭) Leaves from My Diary—Swami Abhedananda, Vol. I, Part I, Page 4.

(২৮) মহারাজের কথা—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

(২৯) The Life of the Swami Vivekananda (Mayabati, 1913.) Vol. II, Page 95.

(৩০) Leaves from My Diary—Swami Abhedananda Vol. I, Part IV, Page 20.

(৩১) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1915), Vol. III, Page 347.

(৩২) Leaves from My Diary—Swami Abhedananda Vol. I, Part V, Page 27 and Vol. I, Part VIII, Page 55,

(৩৩) Ibid

(৩৪) Ibid Vol. I, Part IV, Page 20.

(৩৫) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1915) Vol. III, Page 348.

(৩৬) Ibid.

(৩৭) The Times, January 8, 1898 and The New Year Tribune, March 6, 1898.

(৩৮) বিশ্ববাণী পৌষ ১৩৪৭, ৪২৫ পৃষ্ঠা।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

(৩৯) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1915) Vol. III, Page 348.

(৪০) The Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1918) Vol. IV, P. 333.

(৪১) Leaves from My Diary—Swami Abhedananda.

(৪২) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1918), Vol. IV, Page 334.

(৪৩) Life Beyond Death—Swami Abhedananda.

(৪৪) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1918 ) Vol. IV, Pages 334-335.

(৪৫) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1918)—Vol. IV, 333.

## নবম পরিচ্ছেদ

(৪৬) Leaves from My Diary—Swami Abhedananda—Vol. I, Part I1, Page 4.

(৪৭) Farewell Address to His Holiness the Swami Abhedananda given by Vedanta Society of New York, on May 14, 1906—The Swami Abhedananda's Lectures and Addresses in India—Vol. I, Page IX.

(৪৮) Leaves from My Diary—Swami Abhedananda Vol. I, Part V. Page 26.

(৪৯) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples ( Mayabati, 1918 ) Vol. IV, Pages 334-335.

(৫০) Leaves from My Diary—Swami Abhedananda Vol. I, Part IV—Page 21.

(৫১) The Swami Abhedananda's Lectures and Addresses in India Vol. I, Page VIII.

(৫২) বিশ্ববাণী—শ্রাবণ ১৩৪৭, ২৪০ পৃষ্ঠা। Worcester Evening Gezette, 11th November, 1898.

(৫৩) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1315). Page 349.

(৫৪) Ibid.

(৫৫) Ibid.

(৫৬) The Life of the Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples (Mayabati, 1918) Vol. IV, Page 331.

(৫৭) বিশ্ববাণী—অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, ৩৭১ পৃষ্ঠা।

(৫৮) Lectures and Addresses in India by Swami Abhedananda Vol. I, Page VI.

---

## স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত ঃ—

**অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ঃ**—রাজেন্দ্রবাবুর "স্বামী অভেদানন্দ" পড়িয়া যারপরনাই উপকৃত হইলাম। অনেকেই উপকৃত হইবে।

গ্রন্থকার একচোখো লোক নয়। অভেদানন্দের সমসাময়িক অনেক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের বৃত্তান্ত এই বইএ আছে। দশাননী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে গ্রন্থকার অভেদানন্দের ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বগুলি পরিষ্কারভাবে বুঝাইতে পারিয়াছেন।......এই বই বাঙ্গালী সমাজে অভেদানন্দের চিন্তাধারা সুপ্রচারিত করিতে পারিবে। বাংলা ভাষায় আর একখানি উৎকৃষ্ট জীবনচরিতের বই পাইয়া বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবে।

**অধ্যাপক অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, দার্জিলিং :**—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত ভগবান রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনচরিত পাঠ করে যে পরিমাণ তৃপ্তি এবং শিক্ষা পেয়েছি তা শুধু আমার হৃদয় এবং মস্তিষ্কই জানে। .....ভাষায় তা সব সময়ে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।.....এই গ্রন্থখানি পাঠ করে যে অবিমিশ্র আনন্দ অনুভব করেছি তা কয়েকটী কথায় প্রকাশ করতে পারব না। . ...সেই ধর্ম্মকর্ম্মত্যাগমণ্ডিত বহু বৈচিত্রপূর্ণ বিরাট জীবন পরমভক্ত সুযোগ্য লেখকের নিপুণ লেখনী মুখে যে নির্ব্বাক চলচ্চিত্রে রূপায়িত হ'য়েছে তা প্রত্যেক পাঠককে যে আনন্দ দেবে তার স্বাদ অনাস্বাদিত।

**আনন্দবাজার পত্রিকা :**—স্বামী অভেদানন্দ ( ১ম খণ্ড ) রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত পলাশীর প্রাঙ্গনে বৃটিশ সামরিক ও কূটনীতিকগণের

সাফল্যের পর বৃটিশ সংস্কৃতি ও সভ্যতা বাংলার স্বধর্ম্মাশ্রয়ের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিতে সুরু করে। রাষ্ট্রাশ্রিত পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্রমণের বিরুদ্ধে রামমোহনকে সূচনা করিয়া যে প্রতিরোধ সুরু হয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে কেন্দ্র করিয়া তাহারই পূর্ণ সমাবেশ ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে। বিশ্বধর্ম্ম মহাসভায় রামকৃষ্ণশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ যে বেদান্তের জয়ধ্বজা উড়াইয়া দিয়াছিলেন স্বামী অভেদানন্দ সেই ধারাই অনুকরণ করিয়াছেন। পঁচিশ বৎসর একাদিক্রমে তিনি আমেরিকায় বেদান্তের প্রচার করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বহুলাংশে খর্ব্ব করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্বামী অভেদানন্দের জীবনী লিখিয়া এ দুর্দিনে বাংলার মহোপকার করিয়াছেন।

**অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনঃ**—স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত। লেখকের মনপ্রাণ অধ্যাত্ম সুরে বাঁধা। তিনি গুরুকৃপা অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থ লিখিতে বসিয়াছেন। কৃতী ও প্রবীণ লেখক তিনি। তাঁহার নিকট হইতে আমরা যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ ও উৎকৃষ্ট জীবনী আশা করি। বঙ্গ সাহিত্যে তাহা অমর হইয়া থাকিবে। আপাততঃ প্রথমখণ্ড মাত্র রচিত হইয়াছে।

স্বামী অভেদানন্দের জীবনী বহু দিক দিয়া জ্ঞাতব্য। সাধনার দিক দিয়া তো আছেই। কালী তপস্বীর তপস্যার দিক জানিতে তো ইচ্ছা হয়ই। তাহা ভিন্ন নব যুগের আলোক সম্পাতে আমাদের দেশের বেদান্ত প্রচার করিতে গুরুপদ ভরসা মাত্র সম্বল করিয়া যাঁহারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া জীবনের বহু বৎসর জড়বাদী সভ্যতার মধ্যে কাটাইয়াছেন তাঁহাদের এই নূতনতর কর্ম্ম প্রচেষ্টার বিবরণীও আমাদের জানা চাই। আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্র আজ আবার ভারতের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিয়া

পড়িয়াছে। ওদেশে অভেদানন্দ মহারাজ বহু বৎসর ধরিয়া কর্ম্মকেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছেন। আরও অনেকে ঐ কর্ম্মসূত্র লইয়াই বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া দিতেছেন, বাঙ্গালীর হিন্দুর—ভারতবাসীর এই সাধনার ইতিহাস আমাদের জানাই চাই ; কারণ তাহা আমাদিগকে আত্মমর্য্যাদা দান করিবে, কর্ম্মে প্রেরণা জাগাইবে, বর্ত্তমান জীবন মরণ সঙ্কটে আমাদিগের প্রাণে ভরসা দিবে।

**অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :—** স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নাম ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ এই দুইজন মহাপুরুষ একই সময়ে ভারতে ও ভারতের বাহিরে ভারতের বাণী প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।… লেখক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয় বঙ্গ সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার বাঙ্গালীর বল, বঙ্গের ধর্ম্মগুরু প্রভৃতি গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ নিবন্ধাদিতে বঙ্গভাষা সমৃদ্ধ। তাঁহার ন্যায় প্রবীণ লেখকের হস্তে স্বামী অভেদানন্দের লোকোত্তর চরিত্র যে যথাযোগ্য ভাবে বর্ণিত হইবে ইহা প্রত্যাশার বহির্ভূত নহে। তিনি শ্রদ্ধার সহিত ভক্তি-প্রণোদিত হৃদয়ের সহিত এবং নিপুণ ঐতিহাসিক দৃষ্টির সহিত স্বামিজী মহারাজের জীবন কথার একাংশ গ্রথিত করিয়াছেন এবং তাঁহার উদ্যম যে সর্ব্বথা সাফল্য হইয়াছে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায়। অভেদানন্দজীর জীবনকথা সর্ব্বকালে শিক্ষাপ্রদ। এই জীবনী যে শুধু ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির মর্ম্মকথার সহিত নিগূঢ় ভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা নহে, আমাদের বর্ত্তমান ইতিহাসের সহিতও ইহার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভাগ্যবান লেখক যে, মহাপুরুষের লীলাপ্রসঙ্গ আস্বাদন করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জীবনকথাও আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের জীবনধারার সে ইতিহাস অমূল্য।

**অধ্যাপক ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য :—**শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবন চরিত ১ম ভাগ।

বিখ্যাত লেখক রাজেন্দ্র বাবুর লেখনীতে স্বামীজি মহারাজের ঘটনা-বহুল জীবনের বহুমুখী ভাবধারা অতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বামিজীর অন্তরসাগরের স্বাভাবিক ভাবধারাগুলি প্রবীণ লেখকের তুলিকাক্ষেপে জীবন্ত লহরীর মত লীলায়িত হইয়াছে। রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্মে নবজাগরণের ঋষি বেদান্তের দর্শনকে বিজ্ঞানের অগ্রদূতরূপে প্রচারিত করিয়াছেন; এবং বাস্তব জীবনে বৈদান্তিক দৃষ্টি সঞ্চার করিয়া ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জাতীয় চেতনায় নবজীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রাজেন্দ্র বাবুর জীবনচরিতে স্বামিজীর এই অভিনব অবদান সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

---